সুবহে সাদিক

আধ্যাত্মিক ও আত্মোন্নয়ন ভাবনা

আল্লামা খুর্‌রম জাহ্‌ মুরাদ

1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সুবহে সাদিক

আধ্যাত্মিক ও আত্মোন্নয়ন ভাবনা

আল্লামা খুর্‌রম জাহ্‌ মুরাদ

অনুবাদ

ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সুবহে সাদিক : আধ্যাত্মিক ও আত্মোন্নয়ন ভাবনা

মূল : আল্লামা খুররম জাহ্ মুরাদ

অনুবাদ : ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

ISBN : 984-70103-0018-4

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০
ফোন : ৮৯১৭৫০৯, ৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০১৪
আষাঢ় ১৪২১
রমজান ১৪৩৫

মূল্য : ১২০.০০ টাকা, US$ 7.00

Subhe Sadik : Addhatik O Attounnayan Vhabna (In the Early Hours) originally written by Allama Khurram Jah Murad. Translated by Dr. Abu Kholdun Al-Mahmood and Dr. Sharmin Islam Mahmood. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka 1230. Phone : 8917509, 8924256. Email : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com, Website : www.iiitbd.org. Price : Tk. 120.00, U.S $. 7.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'সুবহে সাদিক : আধ্যাত্মিক ও আত্মোন্নয়ন ভাবনা' বইটি উপমহাদেশের ইসলামি সমাজ সংস্কারের অন্যতম পথিকৃত আল্লামা খুর্‌রম জাহ্ মুরাদ-এর কতগুলো ভাষণের ইংরেজি সংকলন 'In the Early Hours'-এর অনুবাদ। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন এ দেশের বিশিষ্ট অনুবাদক অধ্যাপক ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ এবং ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ।

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে মানব জীবনের সকল পর্যায়ের একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা। একদিকে মানুষের আত্ম উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন ও বিশ্ব মানবতার সার্বিক উন্নয়নে ইসলামের যেমন রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা, অন্যদিকে তেমনি একজন মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। জনাব খুর্‌রম জাহ্ মুরাদ তাঁর এ বইটিতে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর রসুল সা. এর সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় এবং সার্বক্ষণিক জিকিরের মাধ্যমে কীভাবে সেই কাংখিত লক্ষ্য (Ultimate goal is to seek the pleasure of Allah) অর্জন সম্ভব- তার একটি বিশদ বর্ণনা সাবলিলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ব্যাপক বাজার চাহিদার কারণে বইটি ইতোপূর্বে দু'বার প্রকাশিত হয়েছে বিধায় এটি এর তৃতীয় প্রকাশ। বইটির বর্তমান সংস্করণে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনসহ এর প্রকাশনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। বইটির এ সংস্করণও ইসলাম প্রিয় পাঠকদের নিকট আরো বেশি সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

এম আব্দুল আজিজ
নির্বাহী পরিচালক, বিআইআইটি

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত মনীষী খুর্‌রম মুরাদের আত্মগঠন মূলক ভাষণের সংকলন 'In the early hours' এর অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। দীর্ঘদিন ধরে এটি ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন স্টাডি সার্কেলে পঠিত ও আলোচিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বে ড. জামাল আল বাদাবীর লেকচার সিরিজ বাংলায় অনুবাদ করার পর থেকেই দেশ-বিদেশের বন্ধুমহল খুর্‌রম মুরাদের এই বইটি অনুবাদের জন্য অনুরোধ করছিলেন।

খুর্‌রম মুরাদ উপমহাদেশের ইসলামি পুনর্জাগরণে এক প্রবাদ পুরুষ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই মনীষী ১৯৭০ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকা কেন্দ্রের সচিব ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে সমৃদ্ধ হয়েছেন ইসলামি পুনর্জাগরণে নিবেদিত অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যারা আজ এই উপমহাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামি জাগরণে ভূমিকা রাখছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর কতকগুলো ভাষণের সংকলন, যা তিনি ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির সংকলক রিযা মুহাম্মাদ।

বইটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আত্মউন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে মানব জীবনের লক্ষ্য, মুমিন জীবনের মিশন, তাযকিয়ার পূর্বশর্ত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। যিকির শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও যিকিরের পন্থাবলী আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং এই সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় সমূহ এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বাধাসমূহ আলোচিত হয়েছে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে রসুল সা. এর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সুন্নাতের প্রকৃত অর্থ এবং বর্তমান সময়ে সুন্নার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে আখেরাতে চূড়ান্ত সাক্ষাৎ ও তার প্রস্তুতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সবশেষে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে সহায়ক গ্রন্থের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। অনুবাদ এর ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। শ্রুতি মাধুর্য্যের জন্য এ বইয়ের নাম করণ করা হয়েছে 'সুবহে সাদিক'। বইটি ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও গ্রুপ ষ্টাডি উভয় ধরনের পাঠের জন্যই উপযোগী। এর বাংলা অনুবাদ কারো আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই অনুবাদ সম্পর্কে পাঠকের যেকোন সংশোধনী বা সমালোচনা এর মান উন্নয়নে আমাদের সাহায্য করবে।

ইসলামি থিংক ট্যাংক IIIT এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার BIIT বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

ঢাকা, ২০১০

ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ

www.pathagar.com

সূচি

মূল ইংরেজি সংকলকের ভূমিকা ix-x

প্রথম অধ্যায় ১১-২৬

আত্মোউন্নয়নের পদ্ধতি ১১

- জীবনের লক্ষ্য ১১
- জান্নাতের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ ১৩
- আপনার মিশন ১৪
- তায্‌কিয়ার পূর্বশর্ত ১৬
- আশীর্বাদ ও সুফল ২৪

সারসংক্ষেপ ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৭-৫৮

জিকিরপূর্ণ জীবন ২৭

- জিকিরের তাৎপর্য ২৮
- জিকিরের অর্থ ৩১
- জিকিরের পদ্ধতি ৩২
- সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ ৩২
- জিকিরের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মসূচি ৩৬
- জিকিরের ব্যক্তিগত পন্থা ৩৬
- সালাত (নামাজ) ৩৭
- মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক প্রস্তুতি ৩৯
- শারীরিক প্রস্তুতি ৪০
- সঠিক নিয়মে নামাজ আদায় ৪১
- তাহাজ্জুদ নামাজ ৪৩
- সিয়াম (রোজা) ৪৪
- আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা পূরণ ৪৫
- ইচ্ছাশক্তি ৪৫
- শয়তান থেকে আত্মরক্ষা ৪৬

www.pathagar.com

- কুরআন তেলাওয়াত/অধ্যয়ন ৪৬
  - কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি ৪৮
  - কুরআন : আপনার নিত্যসাথী ৪৯
- সামষ্টিক জিকিরের পন্থাসমূহ ৫৫
  - সত্যপন্থীদের সঙ্গ অনুসন্ধান ৫৫
  - মানবতার সামনে সত্যের সাক্ষ্য হওয়া ৫৬
- আপনার জিকিরকে সংগঠিত করুন ৫৭

সারসংক্ষেপ ৫৮

তৃতীয় অধ্যায় ৫৯-৮৪

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হওয়া ৫৯

আল্লাহ তায়ালাকে দৃঢ়ভাবে ধারণের বৈশিষ্ট্য ৫৯

- আল্লাহ তায়ালার শুকুরগুজার হওয়া ৫৯
- আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ৬৩
- ইবাদতে আন্তরিকতা ৬৪
- আল্লাহ তায়ালার প্রেম ৬৫
- আল্লাহ তায়ালার পথে হানিফ হওয়া ৬৮
- জিহাদ-আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম ৭১
- আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পথে বাধাসমূহ ৭৭

  ক. অহংকার ৭৭

  খ. মোনাফেকি ৭৯

  গ. হতাশাবাদ ৭৯

  ঘ. অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ৮০

  ঙ. জিহবার অপব্যবহার ৮১

  চ. যৌন লালসা ৮২

সারসংক্ষেপ ৮৪

চতুর্থ অধ্যায় ৮৫-৯৩

আল্লাহর রসুলের সা. সাথে সম্পর্কিত হওয়া ৮৫

- মু'মিনের জীবনে সুন্নাহর গুরুত্ব ৮৬

www.pathagar.com

- রসুল সা.-এর মিশন ৮৭
- সুন্নাহ অধ্যয়নে দিক-নির্দেশনা ৮৯
- পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষাপটে সুন্নাহ ৯০
- সুন্নাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ ৯১
- আপনার মিশন ৯২

সারসংক্ষেপ ৯৩

পঞ্চম অধ্যায় ৯৫-১০৮

আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় ৯৫

- দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় ৯৬
- ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ব্যয় ৯৮
- ছোট-ছোট দান ১০২
- দানের ধরন ১০৩
- দুনিয়াপ্রীতি ১০৪
- অন্যদের ক্ষমা করা ১০৭

সারসংক্ষেপ ১০৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৯-১২৪

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ১০৯

- আমলের রেজিস্ট্রার ১১১
- পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ১১২
- সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ১১৫
- পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ১১৬
- মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ১১৮
- মালিক ও শ্রমিকের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ১২০
- প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ১২১
- জীবজন্তুর অধিকার ১২৩

সারসংক্ষেপ ১২৩

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায় ১২৫-১৩৮

আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ ১২৫

- জীবনের লক্ষ্য ১২৭
- পরকালের বাস্তবতা ১২৮
- মৃত্যু নিশ্চিত ও অনিবার্য ১২৯
- মানুষের পরকাল ভুলে যাওয়ার প্রবণতা ১৩০
- আল্লাহ তায়ালার দয়া অন্বেষণ ১৩২
- আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা অনুসন্ধান ১৩৩
- আত্মসমালোচনা ১৩৫
- মৃত্যুভয় জয় করা ১৩৫

সারসংক্ষেপ ১৩৬

সহপাঠ তালিকা ১৩৮

www.pathagar.com

মূল ইংরেজি সংকলনের ভূমিকা

গ্রন্থখানির শিরোনাম সুবহে সাদিক সতর্কতার সাথে ও বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এজন্য যে, এতে রাতের শেষভাগের সেই মহামূল্যবান অথচ অবহেলিত সেই সময়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার সবচাইতে নিকটবর্তী থাকেন এবং মানুষের কথা সবচাইতে বেশি শোনেন। আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. বলেন : প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবচাইতে নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন : এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকছে? আমি তার ডাকের জবাব দিবো, এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে? আমি তাকে ক্ষমা করবো, এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করছে? আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবো। ভোর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলতে থাকেন (তিরমিজি)।

বস্তুত রাতের শেষভাগ হচ্ছে ভাবনা-চিন্তা এবং আত্মউন্নয়নের সবচাইতে সহায়ক/অনুকুল সময়। এই সময় মানুষের হৃদয় সবচাইতে মনোযোগী, সতর্ক দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> অবশ্যই জাগারণকাল এমন এক ক্ষণ যখন মানুষের মনোযোগ থাকে তীক্ষ্ণতর আর ভাষা/কথা হয় অধিকতর সুনির্দিষ্ট (সুরা মুযযাম্মিল ৭৩ ৬)।

এই বইটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও আত্ম-উন্নয়নের উপর সুপ্রিয় শিক্ষক আল্লামা খুররম জাহ্ মুরাদের কিছু অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের সংকলন। তিনি মুমিনদের জীবনের একান্ত লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জন ও বেহেশত লাভকে। অতঃপর তিনি এই পরম লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা ও কলাকৌশলগুলোর একটা রূপরেখা প্রদান করেছেন।

আল্লামা খুররম মুরাদ এই হেদায়েতী বক্তব্যগুলো রেখেছিলেন ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মে যুক্তরাজ্যে আয়োজিত এক আত্মগঠনমূলক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। সেখানে প্রতিটি ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন ঠিক ফজর নামাজের পর। কোর্সটির নাম দিয়েছিলেন *ইসলামের কর্মীদের আত্মোউন্নয়ন*। এর আয়োজক ছিলেন ইসলামি ফাউন্ডেশন, ইউ. কে। আল্লামা মুরাদ ইসলামের নারী-পুরুষ তরুণ কর্মীদের জন্য অনুরূপ অনেক কোর্সের আয়োজন করতেন। তিনি বলতেন যে, তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ, শক্তিও উৎসাহ উদ্দীপনার উপরই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত নিহিত।

www.pathagar.com

এই বইয়ের সাতটি অধ্যায়ের প্রতিটি অধ্যায় এক একটি নসিহত বা উপদেশ। প্রতিটি নসিহত প্রায় ৪৫ মিনিটের এক একটি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল। আল্লামা খুররম মুরাদের মতো বড় মাপের ইসলামের ওস্তাদের জন্য ৪৫ মিনিট সময় অবশ্যই যথেষ্ট পর্যাপ্ত ছিল না। তাই সংকলন করার সময় আমরা একই বিষয়ে আল্লামা মুরাদের অন্যান্য লেখা বা বক্তৃতা থেকে প্রয়োজনীয় যেসব কথা পেয়েছি তা যুক্ত করেছি। আশা করছি এতে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে এবং বক্তব্য বিষয় পাঠকের কাছে সহজতর হবে। কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি যেখানে প্রাসঙ্গিক মনে করেছি সেখানেই যুক্ত করেছি যা বক্তব্য বিষয়কে আরো সমৃদ্ধ করেছে। আল্লামা মুরাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য পাঠকের কাছে কতটা স্পষ্ট করতে পেরেছি তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

গুরুত্বের সাথে বলতে চাই যে, এই বইয়ে আধ্যাত্মিক ও আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ে একটি ভূমিকাই মাত্র তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত এর প্রতিটি পাঠকের জন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অনেকগুলো পথকে চিহ্নিত করবে। যেপথ অনুসরণ করে পাঠককেই আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে হবে। বইয়ের শেষে অধিকতর অধ্যয়নে সহায়তার জন্য এ বিষয়ে সহায়ক বইয়ের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থের মূলপাঠ প্রস্তুতের কাজটি আমার জন্য এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল বটে। তবে তা করতে গিয়ে আমি প্রভূত উপভোগ করেছি এবং উপকৃত হয়েছি। এই বইয়ের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবুল আজিজ, আলিজা আব্দুল্লাহ, আসীম আবদুল্লাহ, শরীফা আব্দুল্লাহ, ফজিলা মালিক, হাশিম মুহম্মদ, লুসি বাশিল ম্যাথুজ প্রমুখ। আমি গভীরতম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জনাব আবদুল ওয়াহিদ হামিদকে যার সাহিত্যিক দক্ষতা, উপদেশ এবং প্রেরণা আমার এই গ্রন্থটি চূড়ান্ত করতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি বলতে হয় যে, এই বইয়ের যে কোনো ভুলের দায়িত্ব এককভাবে আমার। এই কাজে কোনো ভুল হলে আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। এ থেকে যা কিছু কল্যাণকর আসবে তাঁর জন্য প্রশংসা তো আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। তাঁর সাহায্য ও নির্দেশনা ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব হতো না।

আমার ভূমিকা শেষ করছি রসুল সা.-এর একটি দোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে যাতে তিনি আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলেছেন :

হে আল্লাহ তায়ালা, আপনি মানুষের হৃদয় বদলিয়ে থাকেন, অতত্রব আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে আপনার প্রতি অনুগত বানিয়ে দিন (মুসলিম)।

লেস্টার শায়ার, অক্টোবর ১৯৯৯। রিযা মুহাম্মদ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আত্মউন্নয়নের প্রক্রিয়া

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের পথ তখনই উন্মোচিত হয় যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনে আল্লাহ তায়ালার স্থান কি তা চিনতে বা বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠনে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. বলেন, যদি কেউ এটা জানতে চায় আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তার অবস্থান কি, তাহলে সে যেন অনুসন্ধান করে দেখে তার নিজের (অন্তরে ও জীবনে) কাছে আল্লাহ তায়ালার অবস্থান কি (হাকিম)।

কুরআনে আত্মোউন্নয়ন বুঝানো প্রসঙ্গে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে তাযকিয়া। যার শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিশুদ্ধি। এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে মানুষের সত্ত্বাকে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে যাবতীয় অপছন্দনীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত, অগ্রহণযোগ্য বিষয় থেকে পরিশুদ্ধ করা। মানব সত্তার বিকাশ ও উন্নয়ন এবং এর ফুলেফলে সুশোভিত হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলির প্রয়োজন সেগুলো সুসংহত করণও তাযকিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের লক্ষ্য

দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ও সফলতা নির্ভর করে আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির (তথা তায্‌কিয়া) উপর। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে প্রকৃত সাফল্য শুধুমাত্র তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা তাদের (আত্মাকে) পরিশুদ্ধ করে :

> নিঃসন্দেহে সেই সফলকাম হলো যে নিজের সামগ্রিক সত্তার পবিত্রতা অর্জন করলো (সুরা শামস, ৯১ : ৯)।

আমাদের ব্যক্তিত্ব শুধু আমাদের দৈহিক সত্তা নিয়েই গঠিত নয় বরং আমাদের মন ও হৃদয়, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র এবং ব্যবহারের সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের এই সব উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে লালনের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। যখন লক্ষ্য হয় বাঞ্ছনীয় তখন সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পন্থা অবলম্বন কর্ম সম্পাদন ও সেই লক্ষ্য অর্জনও যাবতীয় বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। এটাই মানব প্রকৃতির ধর্ম। কাজেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্যের সত্যিকার প্রকৃতিকে চিনতে ও বুঝতে হবে। মুমিনদের জন্য জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জন এবং বেহেশত লাভ করা। আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য জীবনের এই লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন :

www.pathagar.com

জান্নাতই হবে তাদের লক্ষ্য (সুরা নাযিয়াত, ৭৯ : ৪১)।

আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয় শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসলে জীবনের ঘরতো পরকাল। হায়, একথা যদি এরা জানত (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৪)!

এবং জান্নাতগামী লোকেরাই প্রকৃত পক্ষে সফল (সুরা হাশর, ৫৯ : ২০)।

জেনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা জান্নাত লাভের লক্ষ্যের উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য, তবে দু'টি লক্ষ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই বেহেশত লাভ সম্ভব, আবার যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন তখন তিনি আমাদের জান্নাত দান করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের দু'টো আয়াত নিয়ে ভাবুন :

এবং মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে; আর, আল্লাহ তায়ালা এই বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল (সুরা বাকারা, ২ : ২০৭)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন (সুরা তাওবা, ৯ : ১১১)।

পরকালে বেহেশত লাভের বিকল্প হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং তার আজাব ভোগ করা। কুরআনে বর্ণিত আছে :

পরকাল এমন স্থান যেখানে কঠিন আজাব রয়েছে কিংবা রয়েছে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা, মার্জনা ও তার স্বীকৃতি (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ২০)।

কী সেই জিনিস যা মানুষকে এমন দুর্ভোগের উপর্যুক্ত করে তোলে? এর জবাব পাওয়া যাবে কুরআনের একই আয়াতের পরের অংশে :

দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ২০)।

কাজেই জাহান্নাম তাদেরই জন্য যারা জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বা জান্নাতকে বেছে না নিয়ে দুনিয়ার লাভালাভের মজাকেই বেছে নেয়।

www.pathagar.com

দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার পিছনে ধাবিত হওয়া এক মরিচিকাই বটে। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সফল দুনিয়াবি অর্জন পেছনে রয়ে যায়। পৃথিবীর সব কিছুই কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর দয়াই চিরকাল অটুট থাকবে। এজন্যই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও এবং একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো, তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। এটা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বিশেষ। এটা তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড়ই অনুগ্রহশীল (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ২১)।

কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে জান্নাতের লক্ষ্যেই জীবনের যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টাকে চালিত করা। এটা আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি :

> এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ কাজের প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। (সেদিন) সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেওয়া হবে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫) ।

জান্নাতের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ

বস্তুত আত্মোউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে জান্নাত অর্জনে নিজের মনকে নিবদ্ধ করা। যে ব্যক্তি তার জীবনের এই লক্ষ্য অর্জনে স্থির না অর্থাৎ যে পরকাল এবং ইহকাল দুটোর প্রতিই সমভাবে আকৃষ্ট থাকে তার অবস্থা হয় দুই নৌকায় পা রাখা যাত্রীর মতো। যে ব্যক্তি তার জীবনের লক্ষ্য শুধু জান্নাতের পানেই নিবিষ্ট রাখে সেই হবে সফল কাম ।

জান্নাত অর্জনের এই দৃঢ় ইচ্ছা অবশ্যই সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে। এটা এমন এক সিদ্ধান্ত যা একজনের জীবনের ধারাকেই পাল্টে দিতে পারে। তার অতীত জীবনের সাথে স্পষ্ট বিভক্তি টেনে দিতে পারে। বস্তুত জান্নাতকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা মানে এক নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করা। এই নতুন জীবনের শুরুটা এভাবে করাই উত্তম, যথা : অজুর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করা; নামাজের মধ্যে এটা স্মরণ করা যে আপনি জীবনের যাবতীয়

www.pathagar.com

পাপের পথের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দোজখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন; একই সাথে আপনার জন্য অপেক্ষমান জান্নাতের আলোকজ্জ্বল সুখী জীবনের কথাও স্মরণ করুন; সেই জীবনে যেতে যে সমস্ত ধাপ অতিক্রম করতে হবে সেগুলোর কথা চিন্তা করুন; মৃত্যু যে অতি সন্নিকটে এবং তা যে কোনো মুহূর্তে জীবনের যবনিকা টেনে দিতে পারে তা অনুভব করুন; কল্পনা করুন সেই মুহূর্তের কথা যখন ফেরেশতা আজরাইল এসে ঘোষণা করবেন, আপনার সময় শেষ, এখন আমার সাথে আসুন। চিন্তা করুন সেই মুহূর্তের কথা যখন আপনি হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে দাঁড়াবেন, সেই বিচারের পরবর্তী অবস্থাগুলোর কথা ভাবুন। এভাবে যখন দু'রাকাত নামাজ শেষ হবে তখন আবার চিন্তা করুন যে এখন থেকে আপনার সকল কাজ ও প্রচেষ্টা বেহেশত অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে অত্যন্ত বিনয় ও দরদের সাথে দোয়া করুন : হে আল্লাহ তায়ালা আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অন্তর থেকে এবং প্রকাশ্যে আপনার নৈকট্যলাভের আশা করি। আমাকে এমন ইমান দিন যা কখনো ধ্বংস হবে না। আমায় এমন রহমত দান করুন যা কখনো হ্রাস পাবে না। এমন সুখ দান করুন যা কখনো হারিয়ে যাবে না। বেহেশতের সবচেয়ে সম্মানিত স্থানে আপনার মহান রসুল সা.-এর সান্নিধ্য আমাকে দান করুন।

এভাবে যদিও মানুষের সার্বিক আত্মোউন্নয়ন ও কর্মের পরিশুদ্ধি একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া তবুও এর জন্য দৃঢ় নিয়ত করতে পারি এই মুহূর্তেই। বস্তুত এই নিয়তই আপনাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় একটা গতি এনে দেবে।

আপনার মিশন

এভাবে বেহেশত লাভের এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করার পরই আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে যে এই নিয়ত পূর্ণ করতে আল্লাহ তায়ালা আপনার কাছ থেকে কী তৎপরতা আশা করেন। কুরআন মতে, আল্লাহ তায়ালা আপনার কাছ থেকে যা চান তা হচ্ছে আপনি একই সাথে একজন মুমিন ও মুজাহিদ হবেন। একজন মুমিন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান রক্ষায় যে সৎ এবং দৃঢ়। একজন মুজাহিদ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সকল মেধা ও শ্রম দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে সংগ্রামে লিপ্ত। আপনি যদি যুগপৎ মুমিন ও মুজাহিদ হন তবে স্বয়ং পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদার আসন লাভে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইমানদার এবং মুজাহিদদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি আল-কুরআনে দিয়েছেন :

www.pathagar.com

> প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান এনেছে, এবং অতঃপর কোনো সন্দেহ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ লোক (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫)।

এখন আপনার মিশন হচ্ছে যুগপৎ একজন মুমিন এবং মুজাহিদ হওয়া। যখন আপনি জীবনের এই মিশনকে গ্রহণ করবেন তখন হয়তো আপনার মনে হতে পারে যে আপনার যে মানের পরিশুদ্ধি অর্জন প্রয়োজন, আপনার ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান ঠিক সে মানের নয়, যদিও এমনটি হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই অনুভূতি যেন কোনো অবস্থাতেই আপনাকে হতাশায় আচ্ছন্ন না করে। আপনার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যেন আপনার ইসলামের অনুসরণে বাধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে জীবনে ইসলামের অনুসরণ ও আমলের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ইসলামের জ্ঞান বাড়বে। এটা এমন নয় যে আগে জ্ঞান অর্জন হবে অতঃপর অনুসরণ শুরু হবে। প্রতিদিনই আপনার চেষ্টা থাকবে কীভাবে আগের চাইতে জ্ঞান ও আমল আরও বাড়ানো যায়, আরও পরিশুদ্ধ করা যায়।

অর্থাৎ তায্‌কিয়া আপনার আত্মোন্নয়নের নতুন এমন একটি প্রক্রিয়া যা ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। কেউ একবারেই এর চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হতে পারবে না। বস্তুত এটা স্বাভাবিক মানব প্রকৃতিরও বিরোধী। রসুল সা. তাঁর পাশের জনগণের পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়াতেও এই ধাপে ধাপে উন্নয়নের বিষয়টিতে খেয়াল রাখতেন। যখন কেউ নতুন ইসলাম গ্রহণ করতো তখনই রসুল সা. একবারে তার উপর ইসলামের সব আইন কানুন চাপিয়ে দিতেন না। বরং ওই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে যতটুকু দায়িত্ব পালনে সক্ষম ততটুকু দায়িত্বই তাকে দিতেন। একই মূলনীতি লক্ষ্য করা যায় ২৩ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে কুরআন নাজিলের প্রক্রিয়ায়। একজন উত্তম মুমিন হওয়ার প্রক্রিয়ায় আপনাকেও এই ধীর ও ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় আপনি নিজের জন্য এমন অসম্ভব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন যা অর্জন করতে আপনি ব্যর্থ হয়ে অবশেষে হতাশ হয়ে পড়বেন। আমলের এই পর্যায়ে আসবে আল্লাহ তায়ালার সাথে আপনার লেনদেনের সম্পর্কের বিষয়টি। যদিও আপনার মনে হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালার সাথে আবার বান্দার লেনদেনের সম্পর্কটি কী ধরনের। কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তায়ালার এই বেচা কেনার সম্পর্কের কথাটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল করিমে ঘোষণা করেছেন :

www.pathagar.com

> প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট হতে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ওয়াদা) খোদার জিম্মায় একটি পাকা পোক্ত ওয়াদা যা তিনি দিয়েছেন তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে। আর খোদার অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে থাকতে পারে (সুরা তাওবা, ৯ : ১১১)।

বস্তুত যখন থেকেই আপনি নিজেকে আল্লাহ তায়ালার পথে নিবেদিত বলে দাবি করবেন তখন থেকেই নিজের জান এবং মাল এভাবেই আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করতে হবে। যদিও এটা ইমানের এমন এক স্তর যাতে উপনীত হওয়া খুব সহজ নয়। কাজেই আপনাকে এটা অনুধাবন করতে হবে যে কঠিন কাজটিই আপনাকে সাধন করতে হবে। হয়তো নিজের সর্বস্ব এভাবে আল্লাহ তায়ালার রাহে বিলীন করার স্তরে উপনীত হওয়া একদিনেই সম্ভব হবে না। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা ক্রমাগত এবং অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে নিজের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করার চেষ্টার নামই জেহাদ যার আর এক অর্থ-তাযকিয়া।

তাযকিয়া অর্জনের পূর্বশর্ত

যখন আপনি বেহেশতের লক্ষ্যে পরিচালিত আপনার নতুন পথে অগ্রসর হবেন তখন আপনার মনে হবে যে এই পথ অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ এবং কঠিন। এ পথের বাধাসমূহ অনেক সময় আপনার কাছে অনতিক্রম্য মনে হবে। এক্ষেত্রে তাযকিয়ার কিছু পূর্বশর্ত অনুসরণ করলে আপনার কাছে এসব সমস্যা সমাধান সহজতর হতে পারে। এসব পূর্বশর্ত নিম্নরূপ :

১. তাযকিয়া-আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব

আপনাকে বুঝতে হবে যে, তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া এবং এজন্য আত্মশুদ্ধি অর্জনটা ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব। আপনার আত্মশুদ্ধি অন্য কেউ করে দিতে পারবে না। আপনার মধ্যে আত্মশুদ্ধি আসতে পারে আপনার ব্যক্তিগত অনুধাবন এবং অবিরাম চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে। আপনার চেষ্টাকে অন্য কোনো ব্যক্তি, শিক্ষক বা সংগঠন প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না, কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য ডাকে, তবে তার

www.pathagar.com

> বোঝা সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না- তা সে কোনো নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন (সুরা মায়েদা, ৫ : ১৮)।

ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কিত এই ধারণা হচ্ছে ইসলামের সঠিক এবং মৌলিক আবেদন। আমরা প্রত্যেকে হাশরের ময়দানে নিজের দায়িত্ব পালন সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবো। যদি আপনার কাজ অন্য কেউ করে দেয় তবে আপনার পরিবর্তে তিনিই পুরস্কৃত হবেন। আপনার আখেরাতে পুরস্কার অর্জনের ইচ্ছা থাকলে আপনাকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> যে কেউ (আল্লাহ তায়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করবে তা সে নিজেরই কল্যাণের জন্যই করবে। আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে দুনিয়া জাহানের কারো মুখাপেক্ষী নন। আর যারা ইমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদের দোষগুলি আমরা তাদের থেকে দূর করে দিব এবং তাদের উত্তম কাজের উপযুক্ত প্রতিফল দান করবো (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৬-৭)।

> কিছু লোক অন্যের নির্দেশনা মতো নিজেদের চালিত করে। কুরআনেও এটা বর্ণিত হয়েছে যে, হাশরের দিনে কিছু দুর্বল চিত্ত মানুষ এ অজুহাত দেখাবে যে, তারা অন্যের পরিচালনা ও নির্দেশনায় ভুল পথে চালিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই যুক্তি আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন না এ জন্য যে, সত্য পথ থেকে সরে যাওয়ার দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের (সুরা ক্বাফ, ৫০ : ২৬-২৮)।

এমনকি স্বয়ং শয়তানও হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে পাপীদের উদ্দেশ্যে বলবে,

> আমি তো তোমাদের পাপ কাজে শুধু আহ্বানই করেছিলাম, আর তোমরা নিজেরাই তাতে সাড়া দিয়েছো। কাজেই আমাকে দোষারোপ করো না, তোমাদের নিজেকে দোষারোপ করো (সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২২)।

এভাবেই অবশেষে পুরস্কার বা শাস্তি যাই হোক তা হবে আপনার নিজের, কারণ দায়িত্বটা তো ছিল আপনারই। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> সেদিন লোকেরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়। পরন্তু, যে লোক বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখে নিবে এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ বদ্ আমল করে থাকবে সেও তা দেখতে পাবে (সুরা যিলঝাল ,৯৯ : ৬-৮)।

www.pathagar.com

এক্ষণে আপনার নিজের গভীর দায়িত্বের কথা মনে করে আপনার মনে হতে পারে যে এটা আপনার জন্য অসাধ্য। কিন্তু স্মরণ করুন যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কত যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠ করে তৈরি করেছেন। অতত্রব নিশ্চিন্ত হোন যে আপনি আপনার উপর অর্পিত ইমানি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে আবার সর্বনিম্নস্তরে পৌছে দিয়েছি। সেই লোকদের ছাড়া যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করতে থেকেছে। তাদের জন্য রয়েছে অপরিসীম প্রতিদান (সুরা আততিন, ৯৫ : ৪-৬)।

তায্‌কিয়া বলতে শুধু কিছু বিমূর্ত ধারণাকেই বুঝায় না বরং এটা জীবনের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের মাধ্যমে মূর্ত হয়। কুরআন মতে, প্রকৃত ইমান অর্জনের মধ্যেই সাফল্য নিহিত। প্রকৃত ইমান অর্জনের জন্য আপনাকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এজন্য আন্তরিকতার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়ন করতে হবে। অতঃপর কুরআন সুন্নাহ থেকে অর্জিত জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জীবনকে কুরআনময় করে তুলতে আপনার সিদ্ধান্ত ও অধ্যবসায় থাকতে হবে। এই জ্ঞান নির্ভর জীবন পরিচালনাই আপনার মধ্যে আমল সালেহ বা সদাচরণ প্রতিষ্ঠা করবে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জনে আপনার প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল এবং প্রাণবন্ত করতে আপনি অবশ্যই একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব বা সান্নিধ্য খুঁজবেন। তারা আপনাকে এ পথে অটল থাকতে প্রেরণা ও সাহস দেবে এবং আপনার ভুলত্রুটি শুধরে আপনার বিচ্যুতির সম্ভাবনা দূর করবে। মুমিন লোকদের সাথে আপনার বন্ধুত্ব শুধু পরিচয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তা হবে আপনার সাথে তাদের ধারণার বিনিময়, জ্ঞানের আদান প্রদান, সৎপথে চলতে গিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার বিনিময় দ্বারা সমৃদ্ধ। মুমিনদের মাঝে এ ধরনের বন্ধুত্ব পৃথিবীতে এক সৎ সঙ্গের সৃষ্টি করে। যা সৎ মানুষ সৃষ্টিতে এক ইনস্টিটিউটের মতো কাজ করে এবং বস্তুবাদী পৃথিবীতে একজন মুমিনকে ইমানের উপর দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

২. নিখাদ প্রচেষ্টা

তাযকিয়া অর্জনের চেষ্টায় সফল হতে চাইলে আপনাকে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের চেষ্টা নিয়োজিত করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

www.pathagar.com

> আর যারা আমাদের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাবো। আর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিতই সৎকর্মশীল লোকদের সঙ্গে রয়েছেন (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯)।

পরিশুদ্ধি অর্জনের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে কর্মে তার প্রতিফলন ঘটবেই। কেউ কেউ মনে করেন তায্‌কিয়ায়ে নফসের লক্ষ্যে শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেই পরিশুদ্ধি লাভ সম্ভব। কিন্তু এটা অবাস্তব ধারণা। দোয়া অবশ্যই এই কাজের পূর্বশর্ত, আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন ও মদদ ছাড়া বান্দার পক্ষে তায্‌কিয়া অর্জন অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার মদদ অর্জন করতে হলে বান্দাকে তায্‌কিয়া অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে। তার কাজের মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে পরিশুদ্ধি অর্জনে সে কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রচেষ্টার সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে পরিশুদ্ধি চাইলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দোয়া কবুল করবেন। দোয়া মানুষের প্রচেষ্টায় বরকত দান করে। সৎ ও পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক ইচ্ছা ও পরবর্তী প্রচেষ্টা হচ্ছে একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া। এটা এমন নয় যে নির্দিষ্ট কয়েকদিন নির্দিষ্ট কিছু কাজ করেই আজীবনের জন্য পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়ে যাবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> হে ইমানদারগণ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত; আর মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে তোমারা মৃত্যুবরণ করো নায় (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)।

পরিশুদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় কোনো মানুষের পক্ষেই কখনো এই দাবি করা সম্ভব নয় বা উচিত নয় যে তিনি আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন বা কামেলিয়াত অর্জন করেছেন। যদি কখনও আপনার মনে এমন ধারণার জন্ম হয় তবে নিশ্চিত জানবেন যে আপনার আত্মোউন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং এখন আপনার নৈতিক অধঃপতন শুরু হবে। অতত্রব সাবধান! আবার কখনও আপনার এমন অবস্থা হতে পারে যে, আপনি যতই মুসলিম হিসেবে আপনার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন ততই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার গণ্ডানিতে আক্রান্ত হবেন।

যুবক থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষের মধ্যেই আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় এসব অভিজ্ঞতা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে অধিক উচ্ছ্বসিত বা হতাশ না হয়ে যেটা করা উচিত তা হচ্ছে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের সৎ কর্মের নিয়ত আর আন্তরিক প্রচেষ্টাই আল্লাহ তায়ালা দেখবেন, আমাদের অর্জিত ফল দিয়ে তিনি আমাদের বিচার করবেন না। কাজেই আমাদের পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা হতে হবে সব সময়ের চলমান

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সাফল্যের বিষয়ে ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সর্বদা আশাবাদী থাকতে বলা হয়েছে :

> অতএব, দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না, হতাশ হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে- যদি তোমরা ইমানদার হও (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৯)।

৩. সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি

জীবনে পরিশুদ্ধি অর্জনের এ পরম লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন। এ নিয়ত হতে হবে সব সময় ক্রিয়াশীল এবং অটল। কুরআনের ভাষায় এটাকে বলা হয় ইরাদা। আমাদের সকল প্রচেষ্টার মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই ইরাদা যা ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন সম্ভব হয় না।

এই ইরাদা শব্দের অর্থের ব্যাপকতা এটাকে ইচ্ছা শব্দের চাইতে ভিন্ন করেছে। আমরা প্রায়ই লোকদের কাছে শুনে থাকি যে তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো নির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে না। এর মূল কারণ তাদের মধ্যে কাজ করার সাধারণ ইচ্ছাই আছে কাজ হাসিলে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা আর চেষ্টা নেই। এটা থেকেই ইচ্ছা এবং ইরাদা শব্দের পার্থক্য বুঝা যায়।

কুরআনও এটা বলেছে যে মানুষের আত্মউন্নয়নের ইচ্ছা পূরণের সবচাইতে বড় বাধা হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা শক্তির দৃঢ়তার অভাব। আদম আ.-এর কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেল। আর আমরা তার মধ্যে কোনো দৃঢ় সংকল্প পাইনি (সুরা ত্বহা, ২০ : ১১৫)।

ইরাদার জন্য দৃঢ়তা ও অবিচলতা দরকার। বস্তুত এটা সন্দেহ, দ্বিধা এবং অলসতার বিপরীত ধারণা। যখন আপনার মধ্যে ইরাদা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আপনি দেখবেন যে আপনার মধ্যে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা নেই।

কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিলে ইরাদা বা দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিই মূল প্রেরণা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আর যে লোক পরকালকামী হয় এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, তাহলে এমন মুমিন ব্যক্তির চেষ্টা সাধনাই অবশ্যই পুরস্কৃত হবে (সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ১৯)।

www.pathagar.com

৪. আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভরতা

বিশ্বাসীদের মনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তখনই আসে যখন তার এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হয় যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথে সংগ্রামরত বান্দাকে মদদ দান করেন। যে আল্লাহ তায়ালা সর্বক্ষণ আপনাকে দেখছেন, রক্ষা করছেন, তাঁর অপরিসীম রহমতের ধারায় আপনাকে অভিষিক্ত করছেন তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা আর আনুগত্যই আপনার মাঝে আত্মবিশ্বাস আনবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> পরন্তু যে লোক (আল্লাহ তায়ালার পথে) ধনমাল দিল, (আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি হতে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল তাকে আমি সহজপথ চলায় সাহায্য করবো (সুরা লাইল, ৯২ : ৫-৭)।

আত্মবিশ্বাস এই আস্থা থেকেও আসে যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর অপরিসীম দয়ায় পার্থিব সকল দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তৈরি করেছেন। তাঁর মতো দয়ালু সত্তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে আপনাকে সমস্যা মোকাবেলায় উপযোগী না করে তিনি আপনার উপর সমস্যা চাপিয়ে দেবেন। এভাবেই মুমিনের আত্মবিশ্বাস তার আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা থেকেই জন্ম নেয়। সে এই প্রত্যয় রাখে যে তার ইমানের পথে যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালা তার সাথী। কেউ যদি সবসময় নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবে এবং এর পক্ষে যে কোনো অজুহাত দাঁড় করায় তবে তার পক্ষে কখনো সফল হওয়া সম্ভব হবে না। আপনি কখনও এমন চিন্তা মনে ঠাঁই দেবেন না যে আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে আপনার উপর অবিচার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রাণীর উপরই তার শক্তি সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না (সুরা বাকারা, ২ : ২৮৬)।

একইভাবে, আপনার প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সংগ্রামে বিজয়ের দৃঢ় আশা সার্বক্ষণিক মনে রাখা। আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জনের চেষ্টায় আপনি যে শ্রমই দেবেন আল্লাহ তায়ালা তাকেই কবুল করবেন। এক্ষেত্রে আপনার কোনো রকম অহংকার বা উন্নাসিকতা আত্মউন্নয়নের পথে অন্তরায় হবে। অন্যদিকে আপনার নিজের প্রতি অনাস্থা জন্ম দেবে হীনমন্যতার। কাজেই আপনি কখনোই এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না যে আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। অথবা আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালার ক্ষমা অর্জন করতে পারবেন না। আপনার সাফল্যের জন্য দৃঢ় আস্থা, অনন্ত আশা এবং কঠোর প্রতিজ্ঞা আপনাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, জনগণ তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের ভয় করো এই কথা শুনে তাদের ইমান বরং আরো বৃদ্ধি পেল এবং উত্তরে তারা বললো :

> আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক অতঃপর তারা খোদার অনুগ্রহ ও নেয়ামতসহ এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি হলো না এবং খোদার মর্জি অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৩-১৭৪)।

এই ধরনের প্রক্রিয়ায় আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে নিজের উপর আস্থা অর্জন করতে গিয়ে আপনি আবার এই আত্মবিশ্বাস না ভোগেন যে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে যে আধুনিক ধারণা পাশ্চাত্যে বিরাজ করছে তা অনেক ক্ষেত্রেই এক ধরনের শিরকের সমতুল্য। সেই পন্থায় কখনো কখনো একজনের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে এমন কথা বলা হয় যা শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ সত্তা আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য। ইসলাম মতে আত্মনির্ভরশীলতা ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবার দর্শন আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীলতার (তাওকায়াক্কালতু আলাল্লাহু) দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনিই একমাত্র স্বনির্ভর আর সবাই তাদের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল।

৫. সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার

সময় অর্থও নয়, স্বর্ণও নয়। এ হচ্ছে আমদের জীবন, যা সীমিত। আপনাকে এখন থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয় সচেতন হতে হবে। পার্থিব জীবনের শত চাহিদা ও নানামুখী ব্যস্ততার মাঝেও আপনাকে আত্ম-উন্নয়নের জন্য সময় বের করতে হবে এবং এই সময়ের সর্বোত্তম ফায়দা নিতে হবে। আত্ম-উন্নয়নের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই লক্ষ্যে নিবেদিত সকল চেষ্টাকে একটি সংগঠিত প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ বানাতে হবে। হজরত ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, তুমি তোমার সময়কে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যয় করো। প্রতিদিনের কাজগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময় বরাদ্দ করো। কিন্তু একটির সময় যেন আর একটিতে নষ্ট না হয়। চারণভূমির পশুদের মতো উদ্দেশ্য- লক্ষ্যহীনভাবে পথচলা আর

www.pathagar.com

অপরিকল্পিতভাবে কিছু করলে বা সামনে যে কাজ আসে শুধু তার পেছনেই ধাবিত হলে তোমার গোটা জীবনই অপচয়ের খাতায় যাবে। তোমার সময় তোমার জীবন, তোমার জীবন তোমার পুঁজি এবং এই পুঁজিই হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) তোমার বিনিময়ের ভিত্তি, আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে চিরকালস্থায়ী শান্তি (বেহেশত) অর্জনের উপায়। তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস হচ্ছে এক একটি মহামূল্যবান রত্ন যা একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না (এহইয়াউ উলুমুদ্দিন)।

আরো মনে রাখবেন : আল্লাহর তায়ালার নিকট মানুষের সেই সৎকর্মগুলো সবচাইতে প্রিয় যা নিয়মিতভাবে পালন করা হয়, এমনকি তা পরিমাণে অল্প হলেও (বুখারি, মুসলিম)। আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করার চেষ্টার সাথে এটাও চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে আপনি উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখতে পারেন। সেটা শিক্ষালয়েই হোক, বাড়িতেই হোক কর্মস্থলে বা খেলার ময়দানে হোক সর্বত্রই আপনার কাজের মাঝে উৎকর্ষ আর শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ থাকে। এজন্যই রসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সকল কাজে ইহসান (দক্ষতা ও উৎকর্ষের সমন্বয়) চান (মুসলিম)।

৬. তাযকিয়া- একটি সার্বিক প্রক্রিয়া

ইসলাম পরিশুদ্ধির নামে এমন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে না যেখানে একজন তার হৃদয়কে পবিত্র করলো বলে দাবি করলো আর অন্যদিকে সে অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক অসততায় লিপ্ত থাকলো। বস্তুত তায্‌কিয়ার প্রভাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়তে হবে, যা আমাদের অন্তরকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করবে যে এর ফল আমাদের দ্বারা কৃত সব কাজে অনুভব করা যাবে। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বা নির্দেশনা অনুসারে করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুসারে চলতে গেলে আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার জীবনে বিভিন্নমুখী কর্তব্য বা দায়বদ্ধতার প্রতি মনোযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হচ্ছে। আপনার কর্তব্য আছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তেমনি আপনার কর্তব্য আছে সমাজের অন্যদের প্রতি, আপনার কর্তব্য আছে আপনার নিজের প্রতি। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনো বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা এড়িয়ে চলা আপনার কর্তব্য। একটি হাদিসে আছে যে রসুল সা. আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে বলেন : হে আবদুল্লাহ, আমি শুনেছি যে তুমি প্রতিদিন রোজা রাখো এবং সারারাত নফল নামাজ পড়ো। আবদুল্লাহ হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে রসুল সা. বললেন, এমন করবে না, কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার স্ত্রীর

www.pathagar.com

অধিকার আছে, তোমার মেহমানের অধিকার আছে, কাজেই রোজা রাখো আবার পানাহারও করো; নামাজে দাঁড়াও আবার ঘুমাও (বুখারি, মুসলিম)।

কাজেই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তায্‌কিয়ার পরিধির আওতায় না আনতে পারলে আপনার জীবন চরমভাবে একমুখী হয়ে পড়বে। এতে জীবনে অশান্তি ও অসুখ নেমে আসবে। অন্যদিকে জীবনের প্রতিটি কাজ এবং ক্ষেত্রে তাযকিয়ার অনুসরণ করলে আপনি দেখবেন আপনার জীবনের প্রতিটি কাজ একটি আরেকটির সহায়ক হিসেবে আসছে। দেখবেন এই ভারসাম্য রক্ষাই আপনাকে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার অনুগামী করছে, আপনাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে, জান্নাতের দিকে চালিত করছে।

আপনি যখন আল্লাহ তায়ালার পথে চলাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবেন তখন মনে রাখবেন যে এ পথে আপনার সামনে রয়েছে এক অপূর্ব মডেল বা আদর্শ। এই মডেল হচ্ছেন রসুল সা.। প্রায়ই আমরা আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, বন্ধু বা আমাদের দৃষ্টিকাড়া খেলাধুলা-তারকাদের আমাদের আদর্শ বানাই, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আপনার আত্মিক উন্নয়নের জন্য উত্তম আদর্শ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার রসুল সা.। এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার রসুলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালের আস্থাশীল এবং যে খুব বেশি করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে (সুরা আহযাব, ৩৩ : ২১)।

আশীর্বাদ ও সুফল

আত্মশুদ্ধি ও আত্মউন্নয়নের লক্ষ্যে আপনার চেষ্টা তখনই সফল হবে যখন আপনি এই লক্ষ্যকে জান্নাত অর্জনের লক্ষ্যের সাথে একীভূত করবেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পন্থাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন। তখন এই সমগ্র অনুসৃত প্রক্রিয়া শুধু আপনার আত্মাকেই বিশুদ্ধ করবে না বরং তা আপনার সমগ্র জীবনকেই আল্লাহ তায়ালার রঙে রঞ্জিত করবে এবং তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুসরণই আপনার জন্য সহজতম মনে হবে। তখন দেখবেন যে অবচেতনভাবেই আপনার কৃত সকল কাজ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে এবং আপনি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে তথা জান্নাতের দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

আপনাকে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি পাপই আল্লাহ তায়ালার দয়ায় ক্ষমাযোগ্য এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ক্ষমাই হচ্ছে বেহেশত প্রাপ্তির উপায়। একদিকে

www.pathagar.com

যেমন প্রতিনিয়ত; আপনি আপনার নিজের আত্মিক মানোন্নয়নের চেষ্টা করবেন অন্যদিকে সব সময় নিজের ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মাফ চাইতে থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> এবং যারা তওবা করে নিয়েছে এবং ইমান এনে নেক আমল করতে শুরু করেছে তাদের দোষত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহ তায়ালা ভালো দ্বারা বদলে দিবেন; আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৭০)।

এটা ভ্রান্ত ধারণা যে শুধুমাত্র বেহেশত অর্জন জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করলেই তা পাওয়া যায়। তেমনি এটাও ভ্রান্ত ধারণা যে শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমেই বেহেশত পাওয়া যায়। বরং বাস্তবতা হচ্ছে এটাই যে বেহেশত অর্জনের ইচ্ছে থাকলে সেটাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ধরে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে তায্‌কিয়ার আওতায় আনতে হবে। জীবনের প্রত্যেকটা কাজকে তায্‌কিয়ার আওতায় আনার জন্য নিচের প্রশ্নমালা খেয়াল করুন -

১. বেহেশত হাসিলের জন্য সততা কি একটি মাধ্যম নয়?
২. দায়িত্বানুভূতি কি আমাকে বেহেশতে যেতে সক্ষম করে তুলবে না?
৩. মানুষের অভাব মোচনের চেষ্টা কি আমাকে বেহেশতে প্রবেশের উপযুক্ত করবে না?
৪. সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্পর্কে আমার সচেতনতা কি বেহেশত অর্জনের মাধ্যম নয়?
৫. নিষ্ফল কথাবর্তা ও উদ্দেশ্যহীন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা কি আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না?
৬. ওয়াদা পালন করা এবং সময়মতো নামাজ পড়া যা খোদাভীরুতার বিশেষ পরিচয় কি আমাকে বেহেশত প্রবেশের রাজপথে তুলে দেবে না?
৭. উপরের সবগুলো কাজই কি বেহেশত অর্জনে বাঞ্ছিত নয়?

বস্তুত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রতিটি বৈধ কাজই তায্‌কিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে ইনশাআল্লাহ্, যদি আপনি উপরে আলোচিত তায্‌কিয়া অর্জনের সব পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে মনোযোগী হন তবে আপনি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দয়ায় সঠিক পথের সন্ধান পাবেন, যোগ্য এবং সৎ বন্ধু ও সাথি পাবেন যাদের সহায়তায় আপনার আত্মগঠন প্রক্রিয়া সহজ এবং সফল হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> অতত্রব, সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং এর উত্তম দিকগুলো অনুযায়ী আমল করে। এরা সেই

www.pathagar.com

লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত নসিব করেছেন আর এরাই হচ্ছে প্রজ্ঞাবান (সুরা যুমার, ৩৯ : ১৭-১৮)।

সারসংক্ষেপ

একজন মুসলমানের জন্য জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেহেশত অর্জন। আর এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী, আজীবন স্থায়ী প্রক্রিয়া যা যে কোনো মুহূর্তেই শুরু করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় ইচ্ছাই এই কাজের উপায় বাৎলে দেয় এবং লক্ষ্য অর্জনে গতি সঞ্চয় করে।

আত্মউন্নয়নের লক্ষ্যে আপনার আদর্শ হচ্ছে স্বয়ং রসুল মুহাম্মদ সা.। আর এই লক্ষ্যে এগুতে হলে আপনার দায়িত্বশীল আপনাকেই হতে হবে। আপনার মাঝে প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি জাগ্রত করতে হবে। আপনার দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হতে এবং প্রয়োজনীয় চেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে। আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবনের সব কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রতিটি বৈধ কাজই তাযকিয়া অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ক্ষমার গুণে আমাদের ছোট-ছোট ভুলগুলোকে মাফ করে দিতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালার এই দয়া বা ক্ষমালাভ আমাদের বেহেশত গমনের পূর্বশর্ত।

আর যে লোক নিজের খোদার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তির খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত থেকেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা (সুরা নাযিয়াত, ৭৯ : ৪০-৪১)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর সফল এবং পরিশুদ্ধ বান্দাদের মাঝে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন কেন না,

প্রকৃত পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি তো আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই দান করবেন (যারা এই পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হয় না (সুরা নিসা, ৪ : ৪৯)।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়া যদি তোমাদের উপর না থাকতো তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই পাক পবিত্র হতে পারতো না। বরং আল্লাহ তায়ালাই যাকে চান পরিশুদ্ধ করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালাই সর্ব-শ্রোতা সর্বাধিক শুনেন ও সর্বাজ্ঞে (সুরা নূর, ২৪ : ২১)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিকিরপূর্ণ জীবন

কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> তোমরা আমাকে স্মরণে রাখো, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখবো এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আর আমার সাথে কুফরি করো না (সুরা বাকারা, ২ : ১৫২)।

এর চাইতে অধিক প্রশান্তিকর অবস্থা আপনি কি চিন্তা করতে পারেন, যেখানে আপনি জগৎমণ্ডলীর স্রষ্টা, পালনকর্তা ও প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করলে বিনিময়ে তিনিও আপনাকে স্মরণ করবেন?

এই একই বক্তব্য নিচের হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

আমি আমার বান্দাদের সাথে সেরকম আচরণ করি যেরকম তারা চায়। যখনই সে আমাকে স্মরণ করে তখনই আমি তার সঙ্গে থাকি। সে আমাকে হৃদয় দিয়ে স্মরণ করলে আমিও তাকে হৃদয় দিয়ে স্মরণ করি। সে আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করলে আমিও তাকে তার চাইতে অনেক উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে আমার এক হাত পরিমাণ দূরত্বে নিকটবর্তী হলে আমি এক বাহু পরিমাণ দূরত্বে গিয়ে উপস্থিত হই। সে এক বাহু পরিমাণ দূরত্বে আমার নিকটে আসলে আমি এক কব্জি বা এক আঙুল পরিমাণ দূরত্বে তার কাছে যাই। আর, সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই (বুখারি, মুসলিম)।

উঠতে, বসতে, শুতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

> যারা এমন কাজ করবে তারা বুদ্ধিমান, কারণ তাদের অন্তর প্রতি মুহূর্তে সর্ব অবস্থায় এবং অবস্থানে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে আলোকিত থাকে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯১)।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করার উপদেশ আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক ভালোবাসারই প্রতিফলন। আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরজা সবসময়ই খোলা আছে। আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে

www.pathagar.com

স্মরণ করবো। আমাদের কাজ শুধু সেই খোলা দরজা খুঁজে বের করে তা দিয়ে প্রবেশ করা।

জিকিরের তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার জিকির যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝা যায় সুরা সাদ-এর ৩৮ আয়াতে যেখানে আল-কুরআনকে সমগ্র জগৎবাসীর জন্য জিকির (যা স্মরণ করিয়ে দেয়) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে,

> আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো। কেননা, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন (সুরা বাকারা, ২ : ১৯৮)।
>
> হে ইমানদারগণ! আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তায়ালাকে প্রায়শই স্মরণ করো। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসা করো (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৪১-৪২)।
>
> এবং সেইসব মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক যারা অধিকমাত্রায় আল্লাহ তায়ালার স্মরণকারী, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫)।

আল্লাহ তায়ালার স্মরণ (জিকির) প্রসঙ্গে একই রকম কথা হাদিসেও এসেছে, বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে ক্ষমালাভের জন্য জিকিরের চাইতে উত্তম কাজ আর হতে পারে না (মালিক)।

জান্নাতের বাগানে যে পানাহার করতে চায় সে যেন প্রায়শই আল্লাহ তায়ালার জিকির করে (তিরমিজি)।

> উপসংহারে জিকির সম্পর্কে কুরআন এই কথা বলছে : আর আল্লাহ তায়ালার জিকির নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কাজ (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫)।

জিকিরের মূল তাৎপর্য এখানেই যে এটা হচ্ছে মুমিন বান্দা কর্তৃক সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনবাচক আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত এবং আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পথ। এ ছাড়াও এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও ক্ষমা অর্জন করার এবং বেহেশত লাভের নিশ্চিততম পথ।

অতএব জিকিরের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জিকিরই আপনার হৃদয় বা কলবকে পরিশুদ্ধ করে ও সুস্থ রাখে। আর আপনি একটি সুস্থ হৃদয় নিয়েই শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

www.pathagar.com

এখানে কৃলব বা হৃদয় বলতে সেই হৃৎপিণ্ডকে বুঝানো হয়নি যা আপনার শরীরে প্রতিনিয়ত রক্ত সঞ্চালন করছে বরং আপনার সত্তার অভ্যন্তরের সেই জায়গা'কে বুঝানো হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা আর উদ্যমকে চালিত করে। এটা হচ্ছে সেই কৃলব যা আপনার অন্তঃস্থলে অবস্থান করে আপনার কর্মের নির্দেশনা প্রদান করে, যা আপনার চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। হাশরের দিন সম্পর্কে কুরআন বলে : (এটা হবে তেমন দিন) যেদিন না ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে, না সন্তান সন্ততি। (এবং সেদিন) কেবল সেই ব্যক্তি উপযুক্ত হবে (রক্ষা পাবে) যে প্রশান্ত অন্তর (কৃলব) নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হবে (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ৮৮-৮৯)। এই একই কথা আরেকটি হাদিসে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, সেখানে রসুল সা. বলেছেন, (আমার কথা) মনোযোগ দিয়ে শোনো। শরীরের ভেতর এক টুকরো মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি এটির যত্ন নেওয়া হয় এবং যথাযথভাবে রাখা হয় তবে সমগ্র শরীর ভালো অবস্থায় থাকে; আর যদি এটি রোগগ্রস্ত হয় তবে তার গোটা শরীর আক্রান্ত হয়ে পড়ে; মনে রেখো এটি হচ্ছে হৃদয় (কৃলব) (বুখারি)।

এখন যদি মানুষের হৃদয়ই তার চূড়ান্ত সাফল্য ও মুক্তির চাবিকাঠি হয় তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে এই হৃদয়ই নানা দুর্নীতি ও শয়তানির সুতিকাগারে পরিণত হতে পারে। বস্তুত এটা মানুষের রাজনৈতিক এবং আর্থিক তৎপরতাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারে, যার পরিণামে গোটা সমাজ কলুষিত হতে পারে। যে সমাজে এমন দুর্নীতি ও অবিচার থাকে কুরআন মতে তার জন্য প্রথমত : দায়ী ওই সমাজের মানুষেরা। কারণ ওই সমাজের মানুষদের অন্তর (হৃদয়) দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ১০)। এই অবস্থায় দুর্নীতির চাকচিক্যে তাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়, তারা সত্যপথ দেখতে বা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে,

> এটা এজন্যে নয় যে তাদের চোখ অন্ধ বরং এজন্য যে তাদের অন্তর অন্ধ (সুরা হাজ, ২২ : ৪৬)।

এই অন্ধত্ব তাদের চূড়ান্ত সাজার দিকে নিয়ে যায়।

অতএব, যেহেতু আপনার হৃদয়ই হচ্ছে আপনার চূড়ান্ত পরিণতির চালিকাশক্তি সেহেতু যে কোনো তায্‌কিয়া কর্মসূচি শুরু হতে হবে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, একে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে আল-কাইয়্যুম তাঁর কিতাব আল আয্‌কার-এ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালার স্মরণহীন হৃদয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি মৃত হৃদয়। বস্তুত হৃদয়ের এই মৃত্যু হৃদয়বাহী শরীর কবরে যাওয়ার বহু পূর্বেই হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মৃত আত্মাবাহী শরীর হচ্ছে সেই মৃত হৃদয়ের কবর। ইবনে আল-কাইয়্যুম এর কথা রসুলের সা. কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে তিনি বলেছেন : যে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে আর যে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না তাদের দুজনের পার্থক্য হচ্ছে জীবিত আর মৃত ব্যক্তির মতো (বুখারি)। এই হাদিস আবার কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিধ্বনি :

> তোমরা সেই লোকদের মতো হয়ে যেও না যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন (সুরা হাশর, ৫৯ : ১৯)।

তায্‌কিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদয়কে সুস্থ রাখা এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত রাখার মাধ্যমে একে সজীব ও জীবন্ত রাখা।

> কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল এবং তার খোদার নাম স্মরণ করলো এবং নামাজ পড়ল (সুরা আ'লা, ৮৭ : ১৪-১৫)।

জিকিরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় রসুল মুহাম্মদ সা.-এর একটি হাদিসে, যেখানে তিনি সাহাবাদের বলেছেন, আমি কি তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজের কথা বলবো না, যা তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে শুদ্ধতম, যা তোমাদের মর্যাদাকে সুউচ্চ করে, যা তোমাদের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের চেয়েও মূল্যবান, এবং এমন যুদ্ধের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তোমরা শত্রুসৈন্যের গর্দানে আঘাত করো এবং তারাও তোমাদের গর্দানে আঘাত করে? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার রসুল আপনি এমন কাজের কথা বলুন, তখন রসুল সা. বললেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জিকির (তিরমিজি)।

অতএব এখন থেকে আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কাজ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ (জিকির) দিয়ে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হোন। তাঁর প্রশংসাসূচক তাসবিহ উচ্চারণের মাধ্যমে যেন আপনার প্রতিটি কর্ম এবং অর্জন ধন্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

www.pathagar.com

জিকিরের অর্থ

জিকির শব্দের যথাযথ অর্থ কি? কোন্ কোন্ কাজ এর আওতায় পড়বে এবং এর ফল হিসেবে কি পাওয়া যাবে? জিকির বলতে কি নিছক জিহ্বা দিয়ে কিছু শব্দের উচ্চারণকেই বুঝায়, যেমন সুবহানাল্লাহ (আমি আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ পবিত্রতা ও পূর্ণতা ঘোষণা করছি), আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য), আল্লাহু আকবার (আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এবং কুরআনের আরও কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের তেলাওয়াতকে বুঝায়, নাকি এর আরও বিস্তৃত অর্থ ও কর্মপরিধি রয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয় যে, অবশ্যই এসব শব্দের বা আয়াতের মৌখিক উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তবে প্রকৃত জিকির হচ্ছে তা-ই যেখানে মৌখিক উচ্চরণের সাথে হৃদয় ও আত্মা একাত্ম হয়। আর এ ধরনের জিকিরই মানুষের জীবন ও কর্মকে পরিবর্তিত বা পরিশুদ্ধ করতে পারে।

বস্তুত জিকির শুধু মুখে উচ্চারণ ও অন্তরে অনুধাবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না বরং এই জিকির যেন ব্যক্তির সৎকর্ম (আমলে-সালেহ) কে প্রভাবিত করে। তাৎপর্যপূর্ণ যে ইবনে আল কাইয়্যুম বলেছেন, আপনার জিকির যেন আপনার প্রতিটি মুহূর্ত, চিন্তা, কাজকে আল্লাহ তায়ালার পছন্দ অনুযায়ী চালিত করে; কাজেই, আপনার কথা-বার্তায় যদি আল্লাহ তায়ালার কথার পরিপূর্ণ প্রতিফলন থাকে আর আপনার কাজ যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী চালিত হয় তবে তা-ই জিকির। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আমরা যেন দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায়, এমনকি শায়িত অবস্থায়ও তাঁকে স্মরণ করি। এটা তখনই সম্ভব যখন জিকির জীবনের প্রতিটি বিষয়কে স্পর্শ করবে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন যেখানে যুগপৎ নামাজ ও ব্যবসায়িক কাজ সর্বাবস্থায় জিকিরে থাকতে বলা হয়েছে :

> হে ইমানদারগণ যারা ইমান এনেছো, জুমার দিনে যখন নামাজের জন্য ঘোষণা দেওয়া হবে তখন আল্লাহ তায়ালার স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং সকল (দুনিয়াবি) ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম-যদি তোমরা উপলব্ধি করো। পরে নামাজ যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান করো। আর আল্লাহ তায়ালাকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ করতে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (সুরা জুমআ, ৬২ : ৯-১০)।

www.pathagar.com

জুমার নামাজে উপস্থিত থাকা, খোৎবা বা ইমাম সাহেবের উপদেশ শ্রবন, জামায়াতে নামাজ আদায় এসব কাজই জিকিরের স্বীকৃত এবং পরিচিত পন্থা। তবে আমাদের দুনিয়াবি কাজের মাঝেও আমাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি সচেতন থাকাও জিকিরেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কাজেই, পরিশেষে আমরা বলতে পরি যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার-অনুভূতি সদা জাগ্রত রাখলে আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে কাজ করা, হালাল জীবিকা উপার্জন করা এবং পরিবারের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি সব কিছুই জিকিরে পরিণত হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে এসব কাজই আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বহাল রেখে এবং তাঁর সন্তুষ্টির নিয়তে করতে হবে। অন্যথায় তা আমাদের জিকির থেকে দূরে নিয়ে যাবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্তাতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে গাফেল না করে। আর, যে রিজিক আমরা তোমাদের দিয়েছি তা হতে ব্যয় করো (সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯-১০)।

জিকিরের পদ্ধতি

জিকিরের অর্থ, গুরুত্ব এবং বিস্তৃতি (ক্ষেত্র) সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা হলো। এখন জিকিরের বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলাপ করা যাক। লক্ষ্য করুন, আমরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়, দিন এবং রাতে, শায়িত-বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কিভাবে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করি। মূলত দু'ধরনের জিকির আছে। প্রথম ধরনের জিকির হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের প্রতিটি কথা ও কাজের নেপথ্যে অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক চালিকা হিসেবে আল্লাহ তায়ালার স্মরণকে বহাল রাখা। দ্বিতীয় ধরনের জিকির হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ের কর্মসূচি-যা প্রথম ধরনের জিকির (আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত অন্তর) এর উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

১. সদা-সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ

এ পর্যায়ে আমরা প্রথম ধরণের জিকির সম্পর্কে আলোচনা করবো। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কীভাবে নিজের দুনিয়াবি কাজ-কর্মে ব্যস্ত থেকেও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত রাখা যায়? দুনিয়াবি কাজ থেকে নিজকে প্রত্যাহার না করে কি অন্তরে এভাবে সদা-সর্বদা-সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার

www.pathagar.com

স্মরণ জাগ্রত করা সম্ভব? কীভাবে আপনি এটা নিশ্চিত করবেন যে আপনার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, পেশাগত জীবন এবং এ জাতীয় অন্য সব কাজ যথাযথভাবে চলবে আর সাথে সাথে আপনার অন্তর প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার স্মরণে সিক্ত হতে থাকবে? এমন সর্বব্যাপী জিকির অবশ্যই একটু ব্যতিক্রমী এবং কঠিন কাজ; তবে এটা অসম্ভব কিছুই নয়, আগ্রহী ব্যক্তির জন্য বরং সহজ। আসুন আপনাকে চার ধরনের বোধের কথা বলে দেই যেগুলো মনে রেখে, আত্মস্থ করে এবং বারবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে জিকিরে সাফল্য আনা যেতে পারে।

এক : নিজেকে বলুন-আমি আল্লাহ তায়ালার নিকটে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন।

আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে সর্বদাই আছেন। যখন আপনি একা তখন তিনি আপনার সাথে দ্বিতীয়, যখন আপনার সাথে আর একজন মানব আছে তখন-আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মাঝে তৃতীয় সাথি।

> তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তুমি থাকো না কেন (সুরা মুজাদালা, ৫৮ : ৭)।
>
> আল্লাহ তায়ালা তোমার শাহ রগের চেয়েও নিকটতর (সুরা ক্বাফ, ৫০ : ১৬-১৮)।

তিনি প্রতিমুহূর্তে আপনার প্রতিটি কথা শুনছেন প্রতিটা কাজ দেখছেন। তিনি সদা-সর্বদা উপস্থিত এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপ্ত। এই কথাটি আপনি বারবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন, প্রতিটি নতুন কাজের শুরুতে কথার প্রারম্ভে স্মরণ করুন। বস্তুত আপনার চেষ্টা হবে আপনার অন্তরে এই আল্লাহ তায়ালার স্মরণ'কে এমনভাবে প্রোথিত করা যাতে তা আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গী হয়ে যায়। একবার জনৈক সাহাবি রসুল সা.-এর নিকট জানতে চাইলেন, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে। জবাবে রসুল সা. বললেন, তুমি সবসময় মনে রেখো যে আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র তোমার সাথে আছেন (তিরমিজি)।

দুই : নিজেকে বলুন আমার যা আছে তার সবই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত।

আপনার নিজের মালিকানায় বা নিজের মধ্যে যা কিছু আছে, আপনার চারপাশে যা আছে তার সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকেই এসেছে।

> আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নেই যে কিছু তৈরি করতে বা দান করতে সক্ষম (সুরা নাহল ১৬ : ৭৮, সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৩-৩৫)।

www.pathagar.com

অতএব আপনি প্রতিনিয়ত তাঁর শোকরগোজার করুন এবং কথায় ও কাজে তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বরকতও দয়ার প্রতিফলন ঘটান। রসুল সা. আমাদের যত আয্‌কার শিখিয়েছেন তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হামদ বা তাঁর প্রতি শোকরগোজারি হচ্ছে একটি সার্বক্ষণিক পালনীয় বিষয়। এসব আয্‌কার এর অধিকাংশই শেখা খুব সহজ। সবচাইতে বেশিবার উচ্চরিত আয্‌কার সবচাইতে সহজ। রসুল সা. যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন আলহামদুলিল্লাহ, খাবার শেষে বলতেন আলহামদুলিল্লাহ, রোগমুক্তির পর বলতেন আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আপনার সারা দিনের কাজ কর্মের সাথে জড়িত যত বেশি সম্ভব আয্‌কার আপনি শিখে নিন এবং আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে নিযুক্ত করুন।

যদি কখনো আপনার এমন ধারণা হয় যে আপনি এমন কিছু পাননি যার জন্য কৃতজ্ঞ হতে হবে তখন রসুলের সেই হাদিস স্মরণ করুন, যেখানে রসুল সা. বলেছেন, যে মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে যার প্রতিটির জন্য প্রতিদিন (আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতার) একটি সদকা করা উচিত। আপনি অবশ্যই প্রতিটি জোড়ার জন্য সদকা দিবেন কারণ এর একটি জোড়া ছাড়াও আপনি অসম্পূর্ণ, অচল। আর আপনি এ কাজ প্রতিদিনই করবেন, কারণ আপনি জানেন না কখন কোনদিন আপনার কোন জোড়া অচল হয়ে আপনি পঙ্গু হয়ে পড়েন।

এছাড়াও আধুনিক মানব-শারীরবিদ্যা থেকে আমরা জানি যে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন দেয়। আপনার মনে রাখা দরকার যে প্রতিবার আপনার হৃৎপিণ্ড আল্লাহ তায়ালার অনুমতি নিয়েই সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। যখনই আল্লাহ তায়ালার অনুমতি স্থগিত হয়ে যাবে তখনই এই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে আপনার জীবন শেষ হবে। যদি আপনি আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ জানাবার অন্য কারণ খুঁজে না পান তবে আপনি শুধু তাঁর দেওয়া আপনার জীবনের কথা চিন্তা করুন-তাহলেই আপনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও শুকুর করে শেষ করতে পারবেন না।

তিন : নিজেকে বলুন-জগতে কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া ঘটতে পারে না।

জগতের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালার হাতে ন্যস্ত। তাঁর অনুমতি ছাড়া আপনার উপর কোনো বিপদ-আপদ হতে পারে না বা আপনার কোনো লাভ বা উন্নতিও তাঁর অনিচ্ছায় সম্ভব নয়। কুরআন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়,

www.pathagar.com

> আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার কোনো ক্ষতিসাধন করেন তবে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি হতে রক্ষা করবে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণের ভাগী করে দেন তবে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর বান্দার উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল (সুরা আন'আম, ৬ : ১৭-১৮)।

রসুল সা. প্রতি বার নামাজ শেষে এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আপনি আমাকে যা দান করতে চান তা থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না, আর আপনি আমাকে যা থেকে বঞ্চিত করতে চান তা আমাকে কেউ দিতে পারবে না।

আপনিও প্রতিবার নামাজের পর এই সুন্দর শব্দমালা সজ্জিত দোয়া পড়ুন। এছাড়াও সারাদিন বারে বারে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে আপনি যা কিছু করবেন আশা করেন তা আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন ছাড়া করা সম্ভব নয় আর যে বিষয় হবে না বলে আপনি মনে করেন তা-ও আল্লাহ তায়ালার হুকুম ছাড়া রদ হবে না।

চার : বলুন-একদিন আমাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং সেই দিনটি হতে পারে আজও।

আপনি জানেন না কখন আপনার এই পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে আগামী সকালটাই আপনার জীবনের শেষ সকাল বা আগামী বিকেলটাই জীবনের শেষ বিকেল। এমনওতো হতে পারে যে এই ঘণ্টাটাই আপনার জীবনের শেষ ঘণ্টা বা এই মুহূর্তটাই জীবনের শেষ মুহূর্ত । অবশ্য জীবনের এই অনিত্যতার মানে এই নয় যে জীবনের যাবতীয় কর্ম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে বৈরাগী হতে হবে। জীবনের অনিত্যতার অনুভূতি এজন্যই মনে রাখতে হবে যাতে এটা আপনার মাঝে এমন সচেতনতা এনে দেয় যে এখন থেকে আপনি জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজি মনে করে যথাযথভাবে ব্যয় করবেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা মোতাবেক তাঁর প্রদত্ত জীবন, সময়, সম্পদ ও শক্তির আমানতকে ব্যয় করবেন। আপনি যখন এমন সময় সচেতন হবেন কেবলমাত্র তখনই আপনার ইহজীবন সফল হবে এবং পরকালে আপনার প্রত্যাবর্তন হবে সার্থক। এই মানের সচেতনতায় নিজেকে উপনীত করতে কুরআনের এই আয়াত বারবার স্মরণ করুন,

> নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করবো (সুরা বাকারা, ২ : ১৫৬)।

www.pathagar.com

এই হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জীবন অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতার চারটি ধাপ। আন্তরিকতার সাথে এই চারটি ধাপই একবার অর্জনের চেষ্টা করাই হচ্ছে বিশুদ্ধতা অর্জনের পথ। দৃঢ়ভাবে এই চার ধাপ অর্জনে আপনার প্রচেষ্টা আপনাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে।

২. জিকিরের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি

আমরা যেন সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালা-সচেতনতা অর্জন করতে পারি সেজন্য তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমার গুণে নিজেই আমাদের জিকিরের অত্যাবশ্যকীয় পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে মৌলিক ইবাদত সমূহ যথা- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফরজ রোজা, জাকাত এবং হজ; এছাড়াও কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন দোয়া ও ইস্তিগফার, তওবা খোদাভীরুদের সাহচর্য কামনা, এবং দ্বীনের প্রচার। এই দুই ধরনের তৎপরতাকে আমরা আবার দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা : ঐসব পন্থা-যা ব্যক্তিগতভাবে চর্চা করতে হয় এবং ওইসব পন্থা-যা সামষ্টিকভাবে করতে হয়।

৩. জিকিরের ব্যক্তিগত পন্থা

জিকিরের ব্যক্তিগত পন্থাসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে যেগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে ফরজ ইবাদতসমূহ। একটি হাদিসে কুদ্‌সিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, বান্দার জন্য আমার নৈকট্য অর্জনের যত পন্থা আছে তার মধ্যে ফরজ ইবাদতসমূহই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় (বুখারি)। প্রতিটি অবশ্য পালনীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা আল্লাহ তায়ালার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতাকেই আত্মউন্নয়নের অন্যতম উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন আমরা নিয়মিত যথাসময়ে স্বচ্ছ নিয়তে আন্তরিকতার সাথে একাকী বা সম্ভব হলে জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, যখন আমরা ধৈর্য্য ও খোদাভীতির সাথে রমজান মাসে রোজা রাখি, যখনই আমদের উপর জাকাত ফরজ হয় যদি আমরা উদার মন নিয়ে তা যথাসময়ে বিনয়ের সাথে পরিপূর্ণভাবে আদায় করি, এবং যখন আমাদের হজ করার সামর্থ্য আসে তখন যথাশীঘ্র আমরা হজ পালন করি তখন এসব বাধ্যতামূলক ইবাদতই আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দান করে। বস্তুত যদি আমরা গভীর মনোযোগ আর আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে এই কাজগুলি করি তবে আমরা আল্লাহ তায়ালার আরও নিকটবর্তী হতে পারি। উপরে বর্ণিত হাদিসে কুদ্‌সিতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, এভাবে আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য আরও আন্তরিকতাসহ চেষ্টা করে

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমার ভালোবাসা লাভ করে। (তারপর) যখন আমি তাকে ভালোবাসি (তখন অবস্থা এমন হয় যে) আমি হয়ে যাই তার চোখ (দৃষ্টি) যা দিয়ে সে দেখে, আমি হয়ে যাই তার কান যা দিয়ে সে শোনে, আমি হয়ে যাই তার হাত সে যা দিয়ে কাজ করে, আমি হয়ে যাই তার পা যা দিয়ে সে চলে। তখন সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি নিশ্চিতভাবেই তাকে আশ্রয় প্রদান করি (বুখারি)।

প্রতিটি ফরজ ইবাদতের সাথে আরও কিছু নফল ইবাদতও আছে। যেমন :

১. সুন্নত নামাজ-এগুলো হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাথে যুক্ত (ফরজ নামাজের আগের বা পরের) অতিরিক্ত নামাজ। এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাজও গুরুত্বপূর্ণ।

২. সুন্নত রোজা- এই নফল রোজাগুলির বিষয়েও রসুলের উপদেশ আছে। এগুলো হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে এবং হিজরি ক্যালেন্ডারের আরও কিছু নির্দেশিত দিন।

৩. আল্লাহ তায়ালার পথে সাদাকা- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে যখনই সম্ভব সাধ্যমতো দান-খয়রাত করা।

৪. উমরা হজ - ঐচ্ছিক, সংক্ষিপ্ত উমরা হজ পালন।

উপরে বর্ণিত ফরজ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত নফল ইবাদতসমূহ ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জিকিরের অন্তর্ভুক্ত আরও দুটি সুনির্দিষ্ট পন্থা আছে, তা হচ্ছে প্রথমত, প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালার দয়া, ক্ষমা, নির্দেশনা, নেয়ামত চেয়ে প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে দোয়া ও ইস্তিগফার করা।

এখন চলুন উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত পর্যায়ের জিকিরের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিশেষভাবে আত্মা পরিশুদ্ধকরণে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ করা যাক।

ক. সালাত

নামাজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত সবচাইতে অধিক মাত্রায় পালনীয় ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ বয়ানে কুরআনে বলেন,

> নিয়মিতভাবে নামাজ কায়েম করো যাতে তোমরা আমাকে স্মরণ করতে পারো (সুরা ত্বহা, ২০ : ১৪)।

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে নামাজের উদ্দেশ্য বান্দার মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে সারা জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জারি রাখা। যখন আমরা নামাজ আদায় করি তখন আমরা আমাদের হৃদয়ের আকুতির সাথে যুক্ত করি আমাদের জিহ্বা এবং সমগ্র শরীরকে। কাজেই, এই জন্য নামাজ হচ্ছে এমন এক ইবাদত যা যুগপৎ শরীর এবং আত্মার জিকির নিশ্চিত করে। সম্ভবত এজন্যেই একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, বান্দা যেসব কাজের মাধ্যমে আমার নিকটতর হয় সেসবের মধ্যে নামাজই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় (বুখারি)। এটা আমাদের জন্য হবে দুর্ভাগ্যজনক যদি আমরা সবসময় আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের এই উত্তম সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি। আমরা হয়তো ঠিকই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি কিন্তু আমাদের এই খেয়াল থাকে না যে এই নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার সাথে আমাদের দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজকে দিনে পাঁচবার গোসল করার সাথে তুলনা করতে পারি। যদি এমন হয় যে এভাবে একদিনে পাঁচবার গোসল করার পরও আপনার শরীরে ময়লা থেকে গেলো তাহলে এই গোসলের কার্যকারিতা আর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। তেমনি দিনে পাঁচবার নামাজ আদায়ের পরও যদি আপনার হৃদয় অপবিত্র থেকে যায়, আপনার নৈতিক মান অবনত থাকে, আপনার আচার-ব্যবহার অপরিবর্তিত থাকে তবে আপনার এমন নামাজের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন করা যায়। যদি নামাজে প্রবেশ করার পরও নামাজ তার কোনো পরিবর্তন আনতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি কিছু হারাচ্ছে। এভাবে প্রতিদিনই আমরা হয়তো অনেক সুবর্ণ সুযোগ হারাচ্ছি।

এখানে এটা মনে রাখা উচিত যে হৃদয় নামাজে মনোযোগী নয় এ অজুহাতে নামাজ আদায়ে কোনো গাফিলতি করা যাবে না। কারণ নামাজ হচ্ছে বাধ্যতামূলক। কাজেই, কোনো অবস্থাতেই ফরজ নামাজ বাদ দেওয়া যাবে না। বাধ্যতামূলক এই নামাজ আদায় করতে করতেই সচেষ্ট হতে হবে যাতে এই নামাজ নিজের অন্তরে সার্বক্ষণিক খোদাভীতি ও খোদাসচেতনতা তৈরি করে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কীভাবে একজন তার নামাজের মানোন্নয়ন করতে পারেন? এ বিষয়ে প্রথমত মনে রাখবেন যে যখনই আপনি নামাজে দাঁড়াবেন তখনই শয়তান চেষ্টা করবে যে, যেভাবেই হোক আপনার মনে আল্লাহ তায়ালা-প্রসঙ্গ ছাড়া আর অন্য যে কোনো প্রসঙ্গে চিন্তার উদ্রেক ঘটাতে (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৬-১৭)।

www.pathagar.com

কারণ শয়তান সব সময় এ বিষয়ে সচেতন যে আপনার আল্লাহ তায়ালার স্মরণ আপনাকে তাঁর নিকটতর করে। কাজেই সে অবিরাম সচেষ্ট থাকে যে কোনোভাবে আপনাকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নৈকট্য প্রপ্তি থেকে দূরে রাখতে। অতএব আপনাকে সবচেয়ে কঠিন যে বাধা অতিক্রম করতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার স্মরণহীনতা থেকে মুক্ত হওয়া। এটা হচ্ছে সেই দোষ যা আপনার নামাজের মানকে অবনত করে । কারণ আল্লাহ তায়ালা সেই নামাজকে গ্রহণ করেন না যাতে আল্লাহ তায়ালার সচেতন স্মরণ নেই। রসুল সা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার নামাজকে গ্রহণ করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না শরীরের নামাজের সাথে অন্তরের আকুতি যুক্ত হবে (এহইয়াউ উলুমুদ্দীন এ গাজ্জালী রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত)।

নামাজে মনোযোগী হওয়ার সামর্থ্যকে আরও বাড়ানো যায় যদি এর জন্য পর্যাপ্ত মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং নামাজের মধ্যেও মনোযোগ বাড়াতে উদ্যোগী হওয়া যায়। নিচে আমরা এ ধরনের কয়েকটি পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করছি :

১. মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক প্রস্তুতি

- আপনার সারাদিনের কর্মতৎপরতার পরিকল্পনা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে কেন্দ্র করে তৈরি করুন (সুরা মাআরিজ, ৭০ : ২২-২৩)। এমন যেন না হয় আপনি প্রচণ্ড ব্যস্ত এক কর্মপরিকল্পনা করলেন এরপর দিনের কাজ শুরু করে এই ব্যস্ততার মাঝে নামাজেকে স্থান দিতে চেষ্টা করলেন।
- এটা নিশ্চিত করুন যে যেসব আইন-কানুন নামাজ নিয়ন্ত্রণ করে তার সবগুলো আপনি মেনে চলছেন। নামাজে উচ্চারিত এবং নামাজ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদিসগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।
- আপনার নামাজ আদায়ে সময়ানুগ হউন (সুরা নিসা, ৪ : ১০৩)। ওয়াক্ত হওয়ার পর দ্রুততম সময়ে নামাজ আদায় করুন। রসুল সা. বলেছেন যে (আফজল) সঠিক সময়ে আদায়কৃত নামাজই আল্লাহ তায়ালার সবচাইতে পছন্দনীয়।
- যথাসময়ে ফরজ নামাজগুলো জামায়াতের সাথে আদায়ের চেষ্টা করুন (সুরা বাকারা, ২ : ৪৩)।

www.pathagar.com

- যখন আপনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত থাকেন তখন নয় বরং যখন আপনার মন নামাজের জন্য প্রস্তুত উন্মুক্ত এবং শরীর সতেজ থাকে তখনই নামাজ পড়ুন (সুরা নিসা, ৪ : ৪৩)।
- আপনার মনকে সকল শয়তানী চিন্তা এবং ধারণা থেকে মুক্ত করুন (সুরা মাউন, ১০৭ : ৪-৬)।
- নামাজের মধ্যে আপনার মনকে দুনিয়ার সকল দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করুন।
- আপনি কোন আয়াত, দু'আ পড়বেন তার সম্পর্কে পরিকল্পনা করুন।
- মনে রাখুন যে আপনি নিজেকে নামাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে নিজেকে এই দুনিয়ার যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করার এক অনুপম সুযোগ পাচ্ছেন। রসুল সা. বলেছেন যে নামাজেই তাঁর সুখ নিহিত। অতএব, এই পৃথিবীর দাসত্ব এবং বোঝা থেকে নিজকে মুক্ত করার এই সুযোগকে সাদরে গ্রহণ করুন (সুরা বাকারা, ২ : ৪৫)।
- আপনার পুরো জীবনকে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত মিশনের দিকে চালিত করতে নামাজকে ব্যবহার করুন।
- আপনার জীবনে আরও উদ্দীপনা, শক্তি ও কর্মতৎপরতা আনতে নামাজের সাহায্য নিন।

২. শারীরিক প্রস্তুতি

নামাজে দাঁড়াবার আগে আপনার শারীরিক আবশ্যকীয়তা গুলো যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানো বা প্রস্রাব-পায়খানার বেগ থাকলে তার সমাধান করে নামাজে দাঁড়ান। শারীরিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে নামাজ পড়ুন। সতর্কতা এবং নিষ্ঠার সাথে অজুর প্রতিটি ফরজ আদায় করে অজু করুন (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬) ।

- যদিও পৃথিবীর প্রতিটি স্থানই একটি মসজিদ বা নামাজের জন্য উপযোগী স্থান, তবুও খেয়াল রাখুন যেখানে নামাজ পড়ছেন সেই স্থানটি পরিচ্ছন্ন কিনা।
- কোলাহলমুক্ত পরিবেশে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ুন।

www.pathagar.com

- পরিষ্কার এবং সম্মানজনক পোষাক পরে নামাজ পড়ুন কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেদের উত্তম পোষাকে সজ্জিত করো (সুরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)।

৩. সঠিক নিয়মে নামাজ আদায়

- নামাজ শুরুর আগে আপনার নামাজের জন্য মানসিক প্রস্তুতি যাচাই করুন, নামাজের বিভিন্ন আসনের সাথে জড়িত দোয়া সমূহ, পঠিতব্য কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নামাজ শেষে উচ্চারিত দোয়াগুলোর অর্থ চিন্তা করুন। নামাজের প্রতিটি আসনে আন্তরিকতা বাড়াতে চেষ্টা করুন।

- নামাজের প্রতিটি আসনে শারীরিক এবং মানসিক বিনয়ের প্রকাশ ঘটান। প্রতিটি দোয়া উচ্চারণ করুন আল্লাহ তায়ালার দয়া এবং ক্ষমা অর্জনের আশা এবং আস্থার সাথে।

- প্রতিনিয়ত নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে আপনি নামাজে আপনার জীবনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা অর্থাৎ আপনার স্রষ্টা এবং পালনকর্তার সাথে কথা বলছেন। আপনি তাঁর মুখোমুখি আছেন তিনি আপনাকে দেখছেন এবং আপনি তাঁর সাথে সংলাপরত আছেন (সুরা আলাক, ৯৬ : ১৯)।

- শয়তানের ধোঁকা এবং প্রতারণা থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চেয়ে নামাজ শুরু করুন (সুরা নাহল, ১৬ : ৯৮)।

- নামাজের সময় আপনার দৃষ্টিকে নত রাখুন এবং আপনার শারীরিক অবস্থা যেন আপনার মনকে নামাজের বাইরে নিতে না পারে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে রসুল সা. বলেছেন, হে আমার প্রিয় সন্তান, খেয়াল রেখো নামাজের সময় মন যেন নামাজের বাইরে না যায়, কারণ নামাজের ভেতর অন্যমনস্ক হওয়া এক বিপর্যয় (তাবারানি)।

- বিভিন্ন ওয়াক্তে বিভিন্ন রাকাতে ভিন্ন ভিন্ন ও সময়োপযোগী কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করুন ও অন্যান্য দোয়া করুন, এতে আপনার নামাজে মনোযোগ, আন্তরিকতা ও সচেতনতা বাড়বে।

www.pathagar.com

- নামাজে বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াতের সময় এমনভাবে উচ্চারণ করুন যেন আপনি নিজেকেই কথাগুলো বলছেন। এই পদ্ধতির অনুসরণ আপনার মনকে আপনার উচ্চারিত কথামালার দিকে নিবদ্ধ রাখতে সাহায্য করবে (সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ১১০)।

- যখন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবেন তখন আপনার নিজের ভাষায় তার অর্থও অনুধাবন করতে চেষ্টা করবেন। যতই আপনি নামাজে উচ্চারিত কুরআনের আয়াত ও দোয়া সমূহের অর্থ ও শিক্ষা অনুধাবন করতে থাকবেন ততই আপনার মন থেকে দুনিয়াবি চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

- প্রতিবার রুকুর সেজদায় আপনি আল্লাহ তায়ালার সিফাত বর্ণনা করার সময় গভীরভাবে অনুভব করুন যে আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনি কত ঋণী! তাঁর কাছে আপনি কতই না কৃতজ্ঞ! সত্যিকার আবেগ দিয়ে অনুভব করে রুকু সেজদার তসবিহ করুন।

- সেজদার সময়টাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট অতিরিক্ত কিছু চাইবার জন্য ব্যবহার করুন, রসুল সা. বলেছেন : সেজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সবচাইতে কাছে থাকে। কাজেই সেজদার মধ্যে নিজের আবেগ ও আন্তরিকতা বাড়াও (মুসলিম)।

- আপনার নামাজের সময়টাকে এতটুকু সীমার মধ্যে রাখুন যাতে আপনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে না পড়েন অথচ পূর্ণ আন্তরিকতা ও সচেতনতার সাথে নামাজ আদায় করতে পারেন।

- নামাজের অন্তর্ভুক্ত সকল শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যথাযথভাবে আদায় করুন।

- এমন দরদ ও আবেগসহকারে নামাজ পড়ুন যেন এটাই আপনার জীবনের শেষ নামাজ। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বলেন : যখন তুমি নামাজে দাঁড়ালে, তখন এমনভাবে নামাজ পড়ো যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ নামাজ, এমন কোনো কথা বলবে না যার জন্য পরদিন ক্ষমা চাইতে হবে এবং মানুষের কাছে কোনো প্রার্থনা করবে না (আহম্মদ)।

এভাবে সন্তোষজনক পন্থায় নিয়মিত নামাজ আদায় আপনার দৈনন্দিন জীবনে এক নাটকীয় পরিবর্তন আনবে । নামাজ অবশ্যই হতে হবে তেমন যেমনটি বলা হয়েছে কুরআনে,

www.pathagar.com

> নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে (সুরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫)।

আর আপনার উন্নত ও সুশৃঙ্খল জীবন আপনাকে আপনার নামাজের মান বাড়াতে সাহায্য করবে। এভাবে সফল নামাজ ও সুশৃঙ্খল জীবন একটি আপরটিকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে সাহায্য করবে।

মনে রাখবেন, যে নামাজ যথাযথভাবে আদায় করা হলো না তার জন্য সাজা পেতে হবে। এমন নামাজ হাশরের ময়দানে আপনার পক্ষের স্বাক্ষী না হয়ে আপনার বিপক্ষের সাক্ষী হবে। অন্যদিকে, সফল নামাজের প্রতিদান বা পুরস্কার অপরিমেয়। রসুলে করিম সা. বলেছেন, যদি একজন মানুষ কোনো রকম দুনিয়াবি চিন্তা বা পিছুটানমুক্ত হয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তবে তার পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে (বুখারি)।

৪. তাহাজ্জুদ নামাজ

যদিও তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলক নয় তবুও নিজের পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধির জন্য এটাকে আপনার রাত্রিকালীন কাজের একটি অংশে পরিণত করার চেষ্টা করুন। রসুল সা. বলেছেন :

> ফরজ নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ (মুসলিম)। আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের জন্য রাতে ঘুম থেকে উঠে (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৬৪)।

বস্তুত আত্মিক ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে কিয়ামূল লাইল বা রাত্রিকালীন ইবাদত এক উত্তম মাধ্যম। রসুল সা. বলেন, রাত্রের কিছু অংশ জাগরণ করে ইবাদত করো। এটা তোমাদের পূর্বের উম্মতরাও করেছে। এ নামাজ তোমাকে তোমার আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যে বা সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। তোমার পাপকে লাঘব করে। তোমাকে শয়তান থেকে হেফাজত করে এবং তোমার দেহকে রোগ থেকে রক্ষা করে (তিরমিজি)।

যখন একজন লোক তার স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে উঠায় এবং দুজনে একসাথে দু'রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে তখন তাদের নাম ওই সমস্ত মানুষের সাথে লেখা হয় যারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে (আবু দাউদ)।

www.pathagar.com

কুরআন আরও উৎসাহিত করে দিনের প্রথম প্রহর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ দিয়ে শুরু করতে। বলা হয়েছে :

> যে ব্যক্তি রাতে আন্তরিকতার সাথে নামাজে ও সিজদায় নত থাকে, এবং যে আল্লাহ তায়ালার রহমতের ও প্রত্যাশা করে আর যারা এমন করে না তাদের তুলনা করে বলো তারা উভয়ে কি এক হতে পারে যারা জানে আর যারা জানে না? বুদ্ধিমান তো তারাই যারা সতর্কবাণী গ্রহণ করে (সুরা যুমার, ৩৯ : ৯)।

খ. সিয়াম (রোজা)

তায্‌কিয়া অর্জনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সিয়াম বা রোজা পালন। সকল ধরণের আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে রোজার বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে। একটি হাদিসে কুদ্‌সিতে বলা হয়েছে : মানুষের প্রতিটি কাজের পুরস্কার অনেকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্ষেত্র বিশেষে তা দশ থেকে সাতশত গুণ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোজা হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। কারণ এটা একান্তভাবে আমারই জন্য এবং আমি নিজে এর প্রতিদান দিবো তা আমার যত ইচ্ছা (বুখারি, মুসলিম)।

রোজার মূল অর্জন হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত গুণে সমৃদ্ধ করে। কুরআন যাকে বলেছে তাক্বওয়া :

> হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল, যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৩)।

তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও আনুকূল্য অর্জনের সবচাইতে মৌলিক পূবশর্ত। তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা-সচেতনতা, আল্লাহ তায়ালার প্রতি দায়িত্ব বোধ, জবাবদিহিতা, তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং আন্তরিক হওয়া। এটা এমন গুণ যা আমাদের আল্লাহ তায়ালার প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রেরণা যোগায়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের মূল্যায়ন করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে বেশি তাক্বওয়া সম্পন্ন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময় (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)।

www.pathagar.com

আমাদের অবশ্যই তাক্বওয়া অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন :

> নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই হচ্ছে উত্তম পাথেয়। অতএব হে দূর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকগণ, সর্বদা আমার কথা স্মরণ রেখো (সুরা বাকারা, ২ : ১৯৭)।

রোজা আমাদের সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও ভীতি জাগ্রত রাখতে শিক্ষা দেয়। এটা আমাদের অন্তরে এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটায় যা আমাদের তাক্বওয়া অর্জনে সাহায্য করে। এসব বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হলো-

১. আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পূরণ

রোজাকালীন মানুষের তিনটি অতি জরুরি শারীরিক চাহিদাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসিমুখে ত্যাগ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে খাদ্য, পানীয় এবং ঘুম। তখন মুমিনের কাছে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা ক্ষতিকর মনে না হয়ে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিকেই ক্ষতিকর মনে হয়। শারীরিক পরিতৃপ্তি অর্জনের চাইতে আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি অর্জনকেই বেশি আনন্দের এবং আরামের মনে হয়। কাজেই তখন মানুষের ভালোলাগা না লাগার স্বাভাবিক মানদণ্ডটাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় উল্টে যায়। সে অনুসারে সুখ, বেদনা, সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। এখানে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য মানুষের শরীরকে কষ্ট দেওয়া নয় বরং মানুষের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা। শরীরকে এভাবে তৈরি করা যেন সে আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারেই ভোগ করবে, তার বাইরে নয়। যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন যে শরীর সারাদিন আল্লাহ তায়ালার আদেশে অভুক্ত থেকেছে তা আবার আল্লাহ তায়ালারই আদেশে যথা দ্রুত ইফতার গ্রহণে ব্যস্ত হয় (কারণ, এখন আল্লাহ তায়ালা দ্রুত ইফতার করা পছন্দ করেন)। যা কিছু দিনের বেলা তাঁর আদেশে নিষিদ্ধ ছিল এখন সেসব আবার তাঁরই আদেশে অনুমোদিত হয়ে গিয়েছে। একইভাবে সেহরি খেতে আল্লাহ তায়ালা তাগিদ দিয়েছেন তাই মানুষ ভোর রাতে আরাম-শয্যা ত্যাগ করে সেহরি খাচ্ছে। রোজা এবং নামাজ যেমন ইবাদত তেমনি আল্লাহ তায়ালার আদেশে পানাহারও (ইফতার ও সেহরি) ইবাদত।

২. ইচ্ছাশক্তি

রোজা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বলিষ্ঠ করে। রসুল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, রোজা ঢাল স্বরূপ (দোজখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ) (বুখারি)। সূর্যোদয় থেকে

www.pathagar.com

সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার আদেশে পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখে একজন মুমিন এই শিক্ষাই লাভ করে যে এরপর থেকে সে যেন তার জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত সীমার বাইরে কোনো কিছুই গ্রহণ, বর্জন বা স্পর্শ না করে। এভাবে একজন মানুষ তার প্রবৃত্তির দাস না হয়ে বাস্তবিকভাবেই আল্লাহ তায়ালার দাস হয়ে উঠে।

অনেকের পক্ষে রোজার এই দীর্ঘ সময় ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট করা, রাতে নিদ্রাহীন থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। বস্তুত আমরা এমন এক বস্তুবাদী সভ্যতার মাঝে বাস করছি যখন সব কিছুই আর্থিক মানদণ্ডে পরিমাপ করা হয়। কাজেই এমন যুগে রোজার পানাহার ও নিদ্রাত্যাগের গুরুত্ব বুঝতে একটু বেগ পেতেই হবে। ইসলাম মতে, আমরা সৃষ্টি হয়েছি এমন এক জীবন পরিচালনা করতে যা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে চালিত হবে। সব লাভ-ক্ষতির মাপকাঠির উর্ধ্বে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিকে স্থান দিতে হবে। এভাবে চিন্তা করলে রোজায় পানাহার ত্যাগের গুরুত্ব বুঝা যাবে। এটা মুমিন জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যেন তার শরীর-মন-আত্মা সবকিছু পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে গড়ে উঠে।

৩. শয়তান থেকে আত্মরক্ষা

রোজা আমাদের শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম ক'রে তোলে। রসুল সা. বলেছেন, যখন আমরা রোজা রাখি তখন যেন আমাদের চোখ যে কোনো নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা থেকে বিরত থাকে; কান যেন অশ্লীল ও মন্দ কথা শোনা থেকে বিরত থাকে; জিহ্বা যেন অন্যায় ও অশ্লীল কথা বলা থেকে বিরত থাকে; এবং হৃদয় যেন অসৎ চিন্তা থেকে বিরত থাকে (বুখারি)। রসুল সা. আরও বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের রোজা নষ্ট করে যথা : মিথ্যা কথা বলা, গিবত করা, বদনাম রটানো, মিথ্যা সাক্ষ্য বা শপথ করা এবং লালসার দৃষ্টি দেওয়া (আযদি) (ইমাম গাজ্জালী'র এহইয়াউ উলুমুদ্দিন এ উদ্ধৃত)।

গ. কুরআন তেলাওয়াত

ক্বলব বা হৃদয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। রসুল মুহাম্মদ সা.-এর জীবদ্দশায় সকল মুসলমান কুরআন থেকেই তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রেরণা নিয়েছেন। কুরআনই ছিল তাদের পথ-প্রদর্শক আলো এবং নেতা। কাজেই এই কুরআন যেন অবশ্যই আপনারও সাথী হয়।

www.pathagar.com

কুরআন হচ্ছে আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেরণা এবং অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার। কুরআন বুঝতে এবং অনুধাবন করতে আমাদের সময় দিতে হবে। বর্তমানে কুরআন বুঝার জন্য অসংখ্য তাফসির ও সাহিত্য পাওয়া যাচ্ছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, যারাই সফলভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে তাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে।

> ইমানদার তারাই আল্লাহ তায়ালার স্মরণে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং যত তাঁর বাণী তাদের কাছে আসে ততই তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় (সুরা আন'ফাল, ৮ : ২)।

কাজেই আমাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে কুরআন অধ্যয়নের সাথে সাথে আমাদের ইমানও যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

যেখানেই আগুন থাকবে সেখানেই ধোঁয়া থাকবে। যদি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইমানের আগুন থাকে তবে প্রকাশ্যে তার ধূম্রউদগীরণ হবেই। আপনি লক্ষ্য করবেন যারা সত্যিকারভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে তাদের চোখের পানিতে মুখ ভেসে যায়। আপনার কুরআন অধ্যয়নও তেমন জীবন্ত হতে হবে।

বর্তমান সময়ে অনেকে বলেন আমরা যখন কুরআন শুনি তখন আমাদের হৃদয়ও কেঁপে উঠে না এবং জীবনও বদলায় না। এটা এমন যেমন পানি পাথরের পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাথর পনি শোষণ করতে পারছে না এবং পাথরে কোনো ফসল ফলছে না। অতএব আমাদের এই পাথরসম কঠিন হৃদয়কে কোমল এবং সত্য গ্রহণকারী হৃদয় দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে, যেখানে কুরআন প্রদত্ত পুষ্টি গ্রহণ করে ইমানের চারা গাছ বেড়ে উঠবে। আমাদের সবাই যেন কুরআন অধ্যয়নের সময় এতটা আন্তরিক থাকি যেন মনে হয় আজকের পড়া আয়াতটি আজই আমার কাছে নাজিল হয়েছে। বস্তুত : আমরা কুরআনের উপর সবচাইতে বড় যে অবিচার করি তা হচ্ছে যে আমরা এমনভাবে কুরআন পড়ি যেন এটা অতীতের কোনো বিষয় সংক্রান্ত এবং এর সাথে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই।

মনে রাখবেন, কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে পথপ্রদর্শন করে তাদের জীবনকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যা আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হয়। কাজেই যতই আপনি কুরআন পড়বেন ততই আপনি চেষ্টা করবেন কুরআন অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজাতে। যদি কুরআন অধ্যয়ন আপনার দৈনন্দিন কাজের উপর কোনো প্রভাব না ফেলে, যদি আপনি কুরআনে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধ মেনে না

www.pathagar.com

চলেন তবে বুঝতে হবে আপনি কুরআনের কাছে আদৌ যেতে পারেননি। বাস্তবে যে কুরআন পড়বে অথচ এর বিধান অনুযায়ী চলবে না সে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে সাজার সম্মুখীন হতে পারে। রসুল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অনেক মুনাফিক আসবে যারা কুরআন তেলাওয়াতকারী, (আহমাদ) তিনি আরও বলেছেন, সে ব্যক্তি কুরআনে বিশ্বাসী (ইমানদার) নয় যে, হারাম জিনিসকে হালাল বলে ব্যাখ্যা দেয় (তিরমিজি)।

বর্ণিত আছে যে, ওসমান রা. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সহ অনেক সাহাবাই রসুল সা.-এর কাছ থেকে প্রতি ১০টি আয়াত শুনবার পর তা পুরোপুরি না বুঝা এবং জীবনে না বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না। এজন্যে তারা শুধু একটি সুরা বা একটি পারা শিখতে কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যয় করতেন।

আপনি যদি আন্তরিক আগ্রহের সাথে কুরআনের আলোকে নিজের জীবন পরিবর্তনে এগিয়ে আসেন তবে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আপনাকে এ কাজে সাহায্য করবেন এবং আপনার এ পথে চলাকে সহজতর করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে কুরআনে আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন :

> যেসব লোক বলে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল হয়ে থাকলো নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা নাজিল হয়ে থাকে এবং বলে ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না; আর সেই জান্নাতের সুখবর পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সঙ্গী-সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা কিছু চাও তাই পাবে (সুরা হা-মীম আস সাজদা, ৪১ : ৩০-৩১)।

১. কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন অধ্যয়ন এমন একটি কাজ যাতে আপনার সমগ্র সত্তা যথা আত্মা, হৃদয়, মন, জিহ্বা এবং শরীরের সবকিছুকে একসাথে অংশগ্রহণ করতে হবে। অতএব, কুরআন অধ্যয়ন অতি সহজ বা অতি হালকা কাজ নয়; আবার তাই বলে এটা কোনো কঠিন বা অসম্ভব কাজও নয়। যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সার্বজনীন করতেন না এবং এটাকে সবার জন্য ক্ষমার ও নির্দেশনার উৎস করা হতো না। কুরআন অধ্যয়নের জন্য কিছু বিধিমালা রয়েছে যা মনে রাখতে হবে। যথা :

www.pathagar.com

- নিয়মিত/প্রতিদিনই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। আপনি কুরআন অধ্যয়ন ছাড়া আপনার দিনের কাজ অসম্পূর্ণ মনে করবেন। মাঝে মাঝে বিশাল অংশ পড়ার চেয়ে অল্প পরিমাণে হলেও নিয়মিতই কুরআন অধ্যয়ন প্রয়োজন।

- প্রতিদিন অল্প-অল্প করে সাধ্যমতো কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ সুরা ও আয়াত মুখস্থ করার চেষ্ট করুন। প্রথমে ছোট সুরা থেকে শুরু করুন, অতঃপর পরিমাণে বাড়াতে থাকুন।

- নামাজে যত বেশি সম্ভব কুরআন পড়ুন। বিশেষভাবে রাতের নামাজে। এশার পর, ফজরের আগে এবং পরে কুরআন পড়ুন। কুরআন অনুধাবনের উত্তম সময় রাত এবং ভোর অর্থাৎ প্রথম প্রহর ও সুবহে সাদিক।

- কুরআন যথাসম্ভব শুদ্ধভাষায় উচ্চারণ করে পড়ার চেষ্টা করুন। হাদিসে বলা হয়েছে : তোমরা উত্তম ভাষায় কুরআনকে সুন্দর করে পড়ো (আবু দাউদ)। তবে মনে রাখবেন, কুরআন পাঠের প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই আসে যখন অন্তরে খোদাভীতি জাগ্রত হয়।

- মনোযোগ এবং বুঝ সহকারে কুরআন পড়ুন। এক হাদিসে রসুল সা. ইবনে উমরকে অন্তত এক সপ্তাহের কম সময়ে কুরআন পড়া শেষ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনদিনের কম সময়ে কুরআন পড়ে শেষ করল সে এর কিছুই বুঝতে পারল না। একজন সাহাবি বলেছেন যে তিনি সুরা আল-বাকারা বা সুরা আল-ইমরান এর মতো বড় সুরা তাড়াহুড়া করে পড়ার চেয়ে সুরা আল-ক্বারিয়া বা এর মতো ছোট সুরা যথাযথ বুঝ-এর সাথে পড়া পছন্দ করেন।

২. কুরআন : আপনার নিত্যসাথী

রসুল সা. বলেছেন যে তিনি আমাদের জন্য দু'জন মুর্শিদ রেখে গেছেন। মুর্শিদ শব্দের অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি সত্য পথে পরিচালিত করেন । প্রথম মুর্শিদ হচ্ছে আল-কুরআন। আর দ্বিতীয় মুর্শিদ হচ্ছে মৃত্যু-সচেতনতা। যতক্ষণ আমরা কুরআনের সংস্পর্শে থাকবো এবং যতক্ষণ আমাদের হৃদয় এই ধারণা দিয়ে চালিত হবে যে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী, আমাদের শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরে যেতে হবে ততক্ষণ কোনো কিছুই আমাদের সত্য পথ থেকে দূরে নিতে পারবে না। আপনার তখন অন্য কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বা কোনো প্রশিক্ষকের দরকার

www.pathagar.com

হবে না। বস্তুত এই দুই মুরশিদই আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট এবং দুই মুর্শিদই আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই আছে।

ঘ. দোয়া

দোয়া বা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত নিবেদন হচ্ছে ইবাদতের সার কথা (তিরমিজি)। বস্তুত এটা ইসলামের একটি দাবি। রসুল সা. বলেছেন : যে আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু চায় না আল্লাহ তায়ালা তার উপর রাগান্বিত হন (তিরমিজি)।

আপনার প্রতিটি দোয়ায় আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকতে হবে। দোয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ বিনয়ী ও আন্তরিক হতে হবে। রসুল মুহাম্মদ সা. আমাদের বেশ কিছু বিনীত দোয়ার উদাহরণ শিখিয়েছেন। সেইসব দোয়া সুন্দর শব্দমালায় সমৃদ্ধ, নন্দন চিন্তায় ভরা এবং উত্তম পন্থায় নিবেদনের উদাহরণ। নিচের দোয়াটি লক্ষ্য করুন : হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তোমার বান্দা, তোমার দুয়ারে উপস্থিত! আমি এক দরিদ্র মানুষ। তোমার করুণা প্রত্যাশী। আমি এক সহায়হীন মানুষ, তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আমি এক পাপী, তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাই আমি তোমার মেহমান, তোমার ডাকে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। অতএব আমাকে ক্ষমা ও করুণা করো।

এমন অনেক দোয়া রয়েছে যা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং চোখ অশ্রুসজল করে তোলে। এছাড়াও কিছু দোয়া আছে যা রসুল সা. প্রতিদিন নিয়ম করে পড়তেন, যেমন-পানাহারের আগে, ঘুমানোর সময়, ঘর থেকে বাইরে যাবার সময়, বাহির থেকে ঘরে প্রবেশের সময় ইত্যাদি। এসব দোয়া মুখস্থ করে সময় মতো পড়তে হবে যা প্রতিনিয়ত আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

এখন খেয়াল করা দরকার যে প্রতিক্ষণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রাখতে কীভাবে আমরা এসব দোয়া ব্যবহার করব। এ বিষয়ে একটি হাদিসে রসুল সা. আমাদের শিখিয়েছেন : ফজর নামাজ সমাপ্ত করবার পর অন্য কোনো শব্দ উচ্চারণের আগে সাতবার বলো, হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো (আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্ নার)। যদি সেইদিন তোমার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা এমন আদেশ দেবেন যেন তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হয় মাগরিবের নামাজান্তে অন্য কোনো কথা বলার আগে সাতবার বলো, হে আল্লাহ তায়ালা, আমাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো। যদি ওইদিন রাতে তোমার

www.pathagar.com

মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা এমন আদেশ দেবেন যেন তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হয় (আবু দাউদ)।

যখনই আমি এই দোয়া পড়ি, তখনই আমি হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমার সাক্ষাৎকারের কথা মনে করি। সাতবার দোয়া পড়ার সময় প্রতিবার আমি কুরআনে বর্ণিত পরকাল এর বিভিন্ন পর্যায় এর কথা মনে করি। যথা মৃত্যুর ক্ষণ, কবরে মুনকার নাকির এর প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাশরের ময়দানে আমলনামা প্রকাশের মুহূর্ত, পুলসিরাতের পুল অতিক্রম এর পর্যায় এবং বেহেশত বা দোজখের জীবন। এসবই আমাদের চূড়ান্ত চলার পথের বিভিন্ন পর্যায়। যতবারই আমার এই পর্যায়গুলোর যে কোনো একটির কথা মনে পড়ে ততবারই আমি অবনত হয়ে আরজ করি, ও আল্লাহ তায়ালা! আমাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও। এই দোয়া এবং তসবিহ করতে আমার ফজর এবং মাগরিব নামাজের পর পাঁচ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হয়। অবশ্য এটা আমার নিজের চর্চার পদ্ধতি। দোয়ার কোনো নির্দিষ্ট পন্থা বা পদ্ধতি নেই। আপনি আপনার নিজের সুবিধামতো রসুল সা.-এর ঐতিহ্যের আলোকে আপনার জন্য সহায়ক দোয়া ও তা পড়ার পদ্ধতি ঠিক করে নেবেন। এভাবে দিনের বিভিন্ন সময়ের দোয়া আপনার মাঝে সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত রাখবে।

সবশেষে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, দোয়া করার কিছু আদব আছে-তা মেনে চলতে হবে যাতে করে আমরা দোয়ার সর্বোচ্চ ফজিলত লাভ করতে পারি। ইমাম আন নব্বী দোয়ার দশটি গুরুত্বপূর্ণ পূবশর্ত উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে :

দোয়ার জন্য সর্বোত্তম সময় বেছে নিন। উপযুক্ত সময়গুলো হচ্ছে, হজের সময় আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান অবস্থায়, রমজান মাসে, জুমার দিনে, এবং রাতে (বিশেষভাবে এর শেষ তৃতীয়াংশে)।

- দোয়ার জন্য এমন সময় বেছে নিন যখন হৃদয় সবচেয়ে অনুকূল এবং কোমল থাকে যথা : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর, আজানের পর, ইকামতের পর, ইফতারির আগে, জিহাদের ময়দানে, বৃষ্টির সময়, সেজদার সময়। রসুল সা. বলেছেন, সেজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে, কাজেই তখন দোয়া করো (মুসলিম)।
- কেবলামুখী হয়ে ঊর্ধ্বপানে হাত কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত করুন।
- দোয়ার সময় কণ্ঠকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করুন যেন তা অতি উচ্চ বা একেবারে শব্দহীন বা অনুচ্চ না হয়।

www.pathagar.com

- দোয়ার কথা গদ্যের মতো দ্রুত উচ্চারণ করে শেষ করবেন না।
- বিনয় এবং আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করুন।
- হতাশভাবে দোয়া করবেন না এবং সবসময় প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে দোয়া করবেন। সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা বলেছেন :

  মানুষ তার নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন ও ভীত হয়ে যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়া থেকে বিরত না থাকে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সবচাইতে অবাধ্য বান্দা শয়তানের প্রার্থনারও জবাব দিয়েছেন এবং তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন [যখন শয়তান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে কু-মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ দাবি করল আল্লাহ তায়ালা সে দাবি শুনেন] (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৪)।
- প্রতিটি চাওয়ার কথা বারবার উচ্চারণ করুন (অন্তত তিন বার করে)।
- আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছু চাইবার আগে তাঁর বিভিন্ন গুণবাচক নাম, প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রদ্ধা এবং দরদের সাথে উচ্চারণ করুন। অতঃপর নবি সা.-এর উদ্দেশ্যে দরুদ পেশ করুন, তারপর আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করুন।
- নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য তওবা ও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

৬. তাওবা ও ইস্তিগফার

জিকিরের প্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আসে তা হচ্ছে আমাদের কৃত ভুল ত্রুটি ও পাপ চিহ্নিত করে তার জন্য অনুতাপ-অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তাঁর দয়া বা ক্ষমার আশা নিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ইস্তিগফার শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া আর তাওবা শব্দের অর্থ হচ্ছে ভুল ও পাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে নিয়ে আসা। যখনই আল্লাহ তায়ালা কোনো মুমিনের কল্যাণ চান, তখনই তিনি তাকে তার ভুল সম্পর্কে সচেতন করে দেন। রসুল সা. কে গোনাহ্ ও সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : পুণ্য হচ্ছে উত্তম নৈতিকতা অর্জন আর পাপ হচ্ছে তা যা তোমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে এবং যা তুমি অন্য মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাও (মুসলিম)।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে, যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কোনো অনিশ্চয়তা বা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হই তখন আমরা রসুল সা.-এর এই হাদিস অনুসরণ করে শান্তি পেতে পারি, তোমার বিবেকের রায় অনুসন্ধান করো, সত্য ও কল্যাণকর সেটাই যা করলে তোমার আত্মা প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়। পাপ হচ্ছে সেটা যা করলে তোমার আত্মা কষ্ট পায়, অস্বস্তি বোধ করে, যা তোমাকে দ্বিধায় ফেলে দেয়, যদিও এমনও হতে পারে যে জনগণের পক্ষে যুক্তি দেয় (মুসলিম)।

প্রশ্ন উঠতে পারে তাওবা ও ইস্তিগফার বলতে আসলে কী বুঝায়। একবার হজরত আলী ইবনে আবু তালিব দেখলেন যে একজন বেদুঈন অত্যন্ত তাড়াহুড়ার সাথে তাওবার বাক্য উচ্চরণ করছেন। এটা দেখে আলী রা. বললেন, এটা ভ্রান্ত তাওবা। এই কথা শুনে উক্ত বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কোনটা সত্য তাওবা। জবাবে আলী র. বললেন, প্রকৃত ও সফল তাওবার ছয়টি উপাদান আছে, যথা :

- আপনাকে আপনার কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।
- আপনি যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন অবিলম্বে সে দায়িত্ব সমাধা করুন।
- আপনি যার হক নষ্ট করেছেন বা যার অধিকার হরণ করেছেন অবিলম্বে তা তাকে ফিরিয়ে দিন।
- আপনি যাকে কষ্ট দিয়েছেন তার কাছে মাফ চান।
- আপনি আন্তরিকভাবে নিশ্চিত হউন যে আপনার দ্বারা আর কখনো এমন কাজ হবে না।
- আপনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার পথে নিবেদিত হয়ে যান। তাহলেই আপনি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের আনন্দ উপলব্ধি করবেন এবং নিজকে সংশোধিত করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সারাদিনের মধ্যে ইস্তিগফার করার সবচাইতে উত্তম সময় কোনটি? যদিও এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সময় বাঁধা নেই তবে অবশ্যই দিনের প্রথম ভাগ (সুবহে সাদিক) ও রাতের শেষ প্রহের জন্য এক উত্তম সময়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃত মুমিনরা এই দুই সময়ে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

> তারা খোদাভীতি ও তাঁর ক্ষমার আশা নিয়ে তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করার জন্য রাতে শয্যা ত্যাগ করে (সুরা আস সাজদাহ, ৩২ : ১৬)।

দিনের এই প্রথম ভাগের গুরত্ব রসুলের সা. এই হাদিসেও দেখা যায় প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবচাইতে কাছের বেহেশতে নেমে আসেন এবং বলেন এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকছে? আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে? আমি তাকে ক্ষমা করবো। এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করছে? আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবো। ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রার্থনা শোনেন (তিরমিজি)।

অতএব, এভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে শুরু হোক আপনার প্রতিটি দিন। প্রতিদিন আপনি আপনার অতীতের কৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চান এবং আর কখনো সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করতে প্রতিজ্ঞা করুন। এভাবেই আপনি ক্রমে পাপ মুক্ত হবেন। হয়তো আপনার দ্বারা কোনোদিন কোনো ভুল হতেও পারে কিন্তু আপনার আন্তরিক ও সফল ইস্তিগফারের জবাবে আল্লাহ তায়ালা সেই ভুল ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া ভালোবাসা ঠিক এমনই, তিনি বলেন,

> যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (তখন তাদের বলো যে) আমি তাদের অতি নিকটে। আমি তাদের প্রতিটি প্রার্থনা শুনি। তাদের বলো, ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনতে এবং আমার উপর ইমান রাখতে যাতে করে তারা সত্য পথে চলতে পারে (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৬)।

যখন আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবেন তখন অবশ্যই আপনি এই আস্থা মনে রাখবেন যে আল্লাহ তায়ালা সব সময়েই বান্দার প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এভাবে আশ্বাস দিয়েছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা যতবার আশা ও আস্থা নিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততবারই আমি তোমাদের ক্ষমা করবো, আমি এতে কিছুই মনে করবো না। হে আদম সন্তান! তোমাদের পাপ যদি আসমান সমান উঁচুও হয় আর যদি তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিবো। হে আদম সন্তান! তোমরা যদি এত পাপ নিয়েও আমার কাছে আস যা গোটা পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিতে পারে, অতঃপর তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমার সাথে কাউকে শরীক না করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিবো, যত বড় পাপই তোমরা করো না কেন (তিরমিজি)।

www.pathagar.com

২. সামষ্টিক জিকিরের পন্থাসমূহ

ক. সত্যপন্থীদের সঙ্গ অনুসন্ধান

জিকির সামষ্টিকভাবে বা সম্মিলিতভাবেও করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. আমাদের বলেছেন যে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার বরকতও রহমত বর্ষিত হয় যারা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের জন্য কাজ করে, আল্লাহ তায়ালার হাত প্রসারিত (ইসলামি) জামায়াতের উপর (তিরমিজি)। এভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাঁর কাজ করাকে অনেক হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। রসুল মুহাম্মাদ সা. বলেছেন, যদি একদল লোক আল্লাহ তায়ালার স্মরণে একসাথে বসে তবে রহমতের ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। তাদের উপর দয়া, সুখ ও শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের লোক হিসেবে স্মরণ করবেন (মুসলিম)।

যে জিকিরের প্রয়োজনীয় আয্কার জানে না সে দলবদ্ধ জিকিরে অংশ নিয়ে সহজেই তা শিখতে পারে আর এই সংঘবদ্ধ জিকির মুমিনদের হৃদয়কে একসাথে গেঁথে তাদের ভাইয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে। যদি আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চ আসন পেতে চাই তবে আমাদের অন্তর সর্বদা তাঁর স্মরণে ভরপুর রাখতে হবে আর সেজন্য আমাদের অবশ্যই এমন ব্যক্তিদের সঙ্গ খুঁজতে হবে যারা তাঁর স্মরণকারী। এ বিষয়ে হাসান আল-বসরী বলেছেন, বিদ্যান মুমিনের সংস্পর্শে থাকো। তারা তোমার সৎ আমলে খুশি হবেন আর তোমার ভুল ক্ষমা করবেন। তোমার কোনো ভুল হলে তারা তোমায় তাড়িয়ে দিবেন না বরং ভুল শুধরাবার সঠিক পথ দেখাবেন। আর যখন সাক্ষ্য দেওয়ার প্রশ্ন আসবে তখন তাঁরা তোমার পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেবেন।

কাজেই বন্ধু নির্বাচনে আপনি সতর্ক হবেন কারণ এই বন্ধু বান্ধবের সাহচর্যও হতে হবে এক ধরনের জিকির। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বলেছেন, সে-ই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু যার সাথে দেখা হলে সে তোমাকে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান তাকে ভালো বন্ধু দেন, যে তাকে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁর পথে চলতে উৎসাহিত করে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> তাদের সাথে বন্ধুত্বে জড়াও যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার পথে (মানুষকে) ডাকে (সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২৭-২৮)।

www.pathagar.com

যখনই আপনি আপনার অন্তরে যে ইমানের বীজ প্রোথিত আছে সেই একই মতের কাউকে সাথে পাবেন তখনই দেখবেন নিজেকে দশগুণ বেশি শক্তিশালী মনে হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে সংঘবদ্ধ জীবন মানুষের মানসিক বিকাশে সবচাইতে শক্তিশালী নিয়ামক।

খ. মানবতার সামনে সত্যের সাক্ষ্য হওয়া

আপনার জীবন তখনই জিকিরময় হয়ে উঠবে যখন আপনি নিজে যে সত্যপথের সন্ধান পেয়েছেন সেই পথে অন্যদের দাওয়াত দিবেন। এই দাওয়াত কার্যক্রম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আপনার ইমানের এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। আল-কুরআন আমাদের আদেশ করেছে :

> (সত্যকে) মানুষের সামনে প্রকাশ করো এবং এটাকে গোপন করবে না (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৭)।

আরও বলা হয়েছে :

> তোমরা পরস্পরকে তাক্বওয়া এবং সত্যের পথে সাহায্য করো আর পাপ এবং অবাধ্যতার পথে কখনো পরস্পরকে সাহায্য করবে না (সুরা মায়েদা, ৫ : ২)।
>
> তারা পরস্পরকে সত্যের আদেশ করে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণে সাহায্য করে (সুরা আসর, ১০৩ : ৩)।
>
> কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ কল্যাণকর হয়। যে ব্যক্তি ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে (সুরা আ'লা, ৮৭ : ৯-১০)।

এভাবে যতই আপনার ইমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই আপনি নতুন নতুন মানুষকে সেই পথে ডাকবেন যে পথ আপনি সত্য-সঠিক বলে উপলব্ধি করেছেন। সেই সংগঠনে যোগ দিতে ডাকবেন যেখানে তারা সমবেত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> তার কথার চাইতে উত্তম আর কার কথা হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে ডাকে এবং বলে আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (সুরা হা-মীম আস সাজদা, ৪১ : ৩৩)।

www.pathagar.com

এভাবে যতই আপনার সংগঠন প্রসারিত হবে ততই আল্লাহ তায়ালার প্রতি আপনার দায়িত্ববোধ বাড়বে। ইমান এবং সংগঠন একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করবে। এভাবে একজনের পুরো জীবন ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে নিবেদিত হয়ে যায়।

আপনার জিকিরকে সংগঠিত করুন

এতক্ষণ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ের যত ধরনের জিকিরের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা করা হল সেগুলো ক্রমান্বয়ে আপনার প্রতিদিনের ইবাদত, অধ্যয়ন ও কর্মতৎপরতার মধ্যে বাস্তবায়ন করুন। প্রতিদিন একটু সময় আলাদা করে নিন শুধু এই জিকিরের জন্য যখন আপনার মাঝে দুনিয়াবি কোনো চিন্তার অনুপ্রবেশ থাকবে না। এভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও নিয়মিত জিকির আপনাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে উপনীত করবে এবং তাঁর দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার সাথে আপনি একাত্ম হয়ে যাবেন।

প্রতিদিন সকালে ফজর নামাজের পর কিছু জিকির করে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী পুরো দিন কাটানোর প্রতিজ্ঞা করুন। এভাবে জিকিরের পর সারাদিন যেন তাঁর পথে থাকা যায় সেই প্রার্থনা করে দোয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআনে বলেছেন,

> হে ইমানদারগণ বার বার আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করো। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা ঘোষণা করো (সুরা আহজাব, ৩৩ : ৪১)।
>
> এভাবে ফজরের পর জিকির ও দোয়া শেষে কিছু সময় কুরআন অধ্যয়ন করুন। ফজরের পর কুরআন অধ্যয়ন আপনার পক্ষে সাক্ষ্য হবে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৮)।

যদি ফজরের পর সম্ভব না হয় তবে দিনের অন্য যে কোনো সময় অন্তত অল্প পরিমাণ হলেও কুরআন অধ্যয়ন করুন। একটি দিনও যেন আপনার জীবনে কুরআন ছাড়া না যায়। কুরআন অধ্যয়নের বাইরে প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় বরাদ্দ রাখুন পরিকল্পিত অধ্যয়নের জন্য যা এমন একটি সিলেবাসের অংশ হবে যাতে থাকবে কুরআন ও হাদিস নির্ভর সাহিত্য, শরিয়ত বা ইসলামি আইন, উসুল-আল-ফিকাহ বা ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্স, সিরাত বা নবিজীবনী এবং ইসলামও মুসলমানদের ইতিহাস।

সম্ভবত ইসলাম সম্পর্কে শেখার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে শেখা যিনি আপনার চাইতে বেশি জ্ঞান রাখেন। কাজেই আপনি চেষ্টা করবেন বিভিন্ন ইসলামি পাঠচক্র, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ক্যাম্পে অংশ নিতে। আপনি নতুন নতুন ইসলামি

www.pathagar.com

জ্ঞান লাভ করার সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের এবং আপনার সহকর্মীদের প্রতি আপনার দায়িত্ব ভুলে যাবেন না। আপনার সময় থেকে কিছু সময় আলাদা করে রাখুন তাদের ইসলামি জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজনে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালার পথে কর্মব্যস্ত দিন কাটানোর শেষে মাগরিবের নামাজের পর যখন রাত শুরু হবে তখন জিকিরের আর একটি পর্যায় শুরু হবে। এটা শুরু হবে আল্লাহ তায়ালার কাছে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। এশার পর রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন আপনার আজকের সারাদিনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে। সারাদিনে আপনি যেসব ভালো কাজ করেছেন, যেসব কাজে সফল হয়েছেন তার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। কারণ আল্লাহ তায়ালাই আপনাকে সাফল্য অর্জনে সক্ষম করেছেন। যেসব কাজে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে ক্ষমা চান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আপনার দুর্বলতাসমূহ দূর করে দেওয়ার জন্য এবং আপনার সামর্থ্য বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্য এবং নির্দেশনা চেয়ে দোয়া করার মাধ্যমে দিনটি শেষ করুন।

■ সারসংক্ষেপ

আপনার চূড়ান্ত সাফল্য ও মুক্তি নির্ভর করছে আপনার আত্মার পরিশুদ্ধির উপর। আত্মার পরিশুদ্ধির চাবিকাঠি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জিকির।

আপনি একদিকে সার্বক্ষণিক এবং অব্যাহতভাবে অন্তরে আল্লাহ তায়ালা সচেতনতা জাগ্রত করে প্রতিদিনের সকল কথা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রিত করুন। অন্তরে এই চেতনা বদ্ধমূল করুন যে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় আমাদের দেখছেন, সকল কথা কাজ এবং চিন্তার খবর রাখছেন, আমাদের সকল সম্পদ আসলে তাঁরই মালিকানাভুক্ত, তিনি এর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং সর্বোপরি আপনাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে জবাবদিহির জন্য। অপরদিকে আপনি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে কিছু সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করুন। এই পন্থাগুলোর নিয়মিত সুসংগঠিত এবং আন্তরিক চর্চা ইনশাআল্লাহ আপনাকে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালার স্মরণসম্পন্ন এক জীবন উপহার দেবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রায়ই বেশি বেশি করে তার স্মরণ করার তৌফিক দিন। আমাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণে প্রশান্তি লাভ করুক।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হওয়া

প্রতিদিন আমাদের প্রতি ওয়াক্ত নামাজের প্রতি রাকাতে আমরা আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সুবহানাহুতায়ালার কাছে একটি বিনীত প্রার্থনা করি, তা হচ্ছে :

> আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো (সুরা ফাতিহা ১ : ৪)।

প্রকৃত কল্যাণ এবং সাফল্য অর্জনের এটাই একমাত্র পথ আর তা হচ্ছে প্রতিনিয়ত সরল সঠিক পথের সন্ধান করা আর তাতে টিকে থাকার সংগ্রাম করা। এখন আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এই দোয়া কবুল করেন তার জন্য আমাদের করণীয় কি? আল-কুরআন এ প্রসঙ্গে বলেছে :

> বস্তুত খোদার রজ্জু যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরবে সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ পাবে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১০১)।

আল্লাহ তায়ালাকে দৃঢ়ভাবে ধারণের বৈশিষ্ট্য

এখন দেখা যাক এই ইতিসাম বিল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ বলতে যথার্থই কী বাঝায়? কীভাবে আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারি? আসুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা খুঁজি এবং নিজেদের তাদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করি যারা সিরাতুল মুস্তাকীম (সরল সঠিক পথ) এর সন্ধান পেয়েছেন।

১. আল্লাহ তায়ালার শুকুরগুজার হওয়া

আল্লাহ তায়ালার রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণকারীদের মধ্যে শামিল হতে প্রথম যে গুণ আমাদের অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে নিজের জীবন, সম্পদ, মেধা, স্বাস্থ্য, সবকিছুর জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকুরগুজার হতে হবে। আপনাকে এটা নিত্য অনুভব করতে হবে যে আপনার অস্তিত্ব এবং প্রতিমুহূর্তের স্থায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আপনার যা কিছু আছে তার সব প্রাপ্তির জন্য প্রশংসার প্রাপ্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও অনুমোদন ভিন্ন কোনো

www.pathagar.com

বান্দার পক্ষে আপনার জন্য কল্যাণ বা ক্ষতি কিছুই করা সম্ভব নয়। তাঁর রহমত ও বরকত সীমাহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> অনন্তর যিনি সৃষ্টি করতে পারেন আর যে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না উভয় কি সমান? তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুনতে পারো না, প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান; অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্য এবং গোপন সকল বিষয় অবহিত (সুরা নাহল ১৬ : ১৭-১৯)।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবি ইবরাহিম আ. কে বলতে বলেছিলেন :

> আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং তারপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আর যখন আমি রোগক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন, যিনি আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন; আর যাঁর নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, বিচার দিনে তিনি আমার ত্রুটিসূমহ মাফ করে দিবেন (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ৭৮-৮২)।

> পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শুকর ও কুফরের তুলনা করেছেন (সুরা বাকারা ২ : ১৫২, সুরা লোকমান ৩১ : ১২)।

ইমান আর শুকর বা কৃতজ্ঞতাবোধ সমার্থক আর কুফর এবং অকৃতজ্ঞতা সমার্থক। একজন অবিশ্বাসী বা কাফের হচ্ছে সেই সত্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ যার কাছ থেকে সে সবকিছু পায়। অপরদিকে একজন মুমিন বা বিশ্বাসী হচ্ছে সেই সত্তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ যার কাছ থেকে সে সবকিছু পায়। সে স্বস্ফূর্তভাবে বলে,

> নিঃসন্দেহে আমার খোদা বড়ই দয়াবান এবং নিজ সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী (সুরা হূদ ১১ : ৯০)।

অতএব ইমান অর্জনের পূর্বশর্ত আল্লাহ তায়ালার প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাজ্ঞাপন করা। যদি আপনি আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞও হন তবু তাতে আল্লাহ তায়ালার কিছুই ক্ষতি হয় না বরং আপনার ইমানই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকর গুজার হওয়া সত্যিকার ইমানদার হওয়ার লক্ষ্যে প্রথম প্রদক্ষেপ। এজন্যেই রসুল সা. আমাদের বলেছেন, আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাস, কারণ আমরা নিত্য তাঁর দয়ায় উপকৃত হই (তিরমিজি)।

www.pathagar.com

প্রতি মুহূর্তে প্রতি অবস্থায় আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রভাব ও অস্তিত্ব অনুভব করি। তাঁর অটল সিংহাসনে বসে তিনি সবকিছু সৃষ্টি, বিতরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন। গোটা জগৎকে তিনি পরিচালনা ও সুরক্ষা করছেন। তাঁর অজ্ঞাতে বা তাঁর অনিচ্ছা বা বিনা অনুমতিতে একটি গাছের পাতাও নড়ে না। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> যা কিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যা কিছু তা হতে নিষ্কৃত হয় আর যা কিছু আকাশমণ্ডল হতে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাতে উত্থিত হয় তা সবকিছুই তাঁর জানা আছে। তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তোমরা যেখানেই থাক, যে কাজই কর তা তিনি দেখছেন (সুরা হাদিদ ৫৭ : ৪)।

আমাদের জীবনে যা কিছুই ঘটে এমন কি যেসব বিষয়কে আমরা ব্যক্তিগত ইচ্ছার ফসল বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করি সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। কাজেই আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে এমনকি আমাদের দুঃখ কষ্ট বা বিপর্যয় এর মাঝেও কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে যদি আমরা তার মধ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারি। রসুল সা. বলেছেন, একজন মুমিনের বিষয়টি কী সুন্দর! তার জীবনে যা কিছু ঘটে সে তা থেকে কল্যাণ লাভ করে। যদি সে কিছু সুখ বা সম্পদ লাভ করে এবং তার জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে এই সম্পদ প্রাপ্তি তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আবার যদি সে কোনো বিপদে পড়ে এবং আল্লাহ তায়ালার উপর আস্থা ও ধৈর্য রাখে তবে এই ধৈর্য্যধারণও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে (মুসলিম)।

> লক্ষ্য করুন, কুরআন মজিদের প্রথম ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে আর-রাহমান আর রাহিম (দয়াময়, অনন্তদাতা) হিসাবে (সুরা ফাতিহা ১ : ১)।

আল্লাহ তায়ালা নিজে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন যে তিনি পরম দয়াময় ও পরম ক্ষমাশীল। তিনি সকল বান্দাকেই সাহায্য করেন। এমনকি যারা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ বা বিদ্রোহী তারাও তাঁর সাহায্য মুখাপেক্ষী,

> বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহদানকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁর শুকর আদায় করে না (সুরা বাকারা ২ : ২৪৩)।

www.pathagar.com

আপনার নিজের জীবনের দিকে তাকালে এমন অসংখ্য ঘটনার উদাহরণ দেখবেন যখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাত আপনাকে রক্ষা করেছে এবং সাহায্য করেছে। প্রায়ই আমরা আলহামদুলিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করি, আমাদের জীবনে এই শব্দের অন্তর্নিহিত প্রভাব পুরো না বুঝেই। কুরআন খোদ রসুল সা. কেই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, তাঁর জীবনের শুরুতে কীভাবে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও মদদ তাঁর সহায় হয়েছে,

> তিনি কি আপনাকে এতিম রূপে পাননি এবং পরে আশ্রয় দান করেন নাই? তিনি আপনাকে পথ-অনভিজ্ঞ রূপে পেয়েছেন এবং তিনি আপনাকে হেদায়েত দিয়েছেন; আর তিনি আপনাকে নিঃস্ব দরিদ্র অবস্থায় পেয়েছেন এবং পরে সচ্ছল বানিয়েছেন। অতত্রব আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে বিমুখ করবেন না (সুরা দুহা ৯৩ : ৬-১০)।

বস্তুত এই কথা শুধু রসুল সা.-এর জীবনেই সত্য নয় বরং আমাদের সবার ক্ষেত্রে এটা সত্য। পৃথিবীতে আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতি মুহূর্তে আমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এমনকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পরও হাশরের বিচার পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপরই নির্ভরশীল। কাজেই প্রতিনিয়ত নিজের সত্তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে আপনার গোটা অস্তিত্বই আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভরশীল। তিনি আপনার প্রভু, পালনকর্তা ও রক্ষাকারী। বিশ্বের যা কিছু অস্তিত্ববান তার সবকিছুরই তিনি রক্ষাকর্তা। অতত্রব সকাল থেকে সাঁঝ পর্যন্ত আপনার জিহ্বা যেন তাঁর প্রশংসাতেই সিক্ত থাকে, যার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর তাঁর সাহায্য ও রহমত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তিনি বলেন :

> যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে আমি তোমাদের আরো বেশি বেশি দান করবো (সুরা ইবরাহিম ১৪ : ৭)।

এটা হচ্ছে আপনার ইমানের অন্যতম ভিত্তি এবং ইসলামি জীবন বিধানে প্রবেশের পথ। যদি আপনি ইমানের তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের এই প্রথম অধ্যায় ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন তবেই আপনার আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

> যে কেউ আল্লাহ তায়ালার শুকর করবে, তার শুকর তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হবে (সুরা লোকমান ৩১ : ১২)।

www.pathagar.com

> আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের ত্যাগ করেনি; অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে (সুরা বাকারা ২ : ৬৪)।

২. আল্লাহ তায়ালার ইবাদত

আমাদের সব প্রাপ্তি আর অর্জনই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার দান এই অনুভূতি অন্তরে প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে সার্বিকভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্বওয়া অর্জিত হবে না, যতক্ষণ না সকল কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> হে মানবজাতি, শুধুমাত্র তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা; তোমাদের তাক্বওয়া বা সত্যপথ অর্জনের এটাই পথ (সুরা বাকারা ২ : ২১)।

আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন আপনার ক্বলব বা হৃদয় পুরোপুরি এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার দিকে সমর্পিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> হে ইমানাদরগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (সুরা বাকারা ২ :২ ০৮)।

> আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র সঠিক পথ হচ্ছে ইসলাম (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ) (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৫)।

আপনার হৃদয় বা সত্তাকে বিভক্ত করা যায় না। এমনটা সম্ভব নয় যে আপনার হৃদয়ের এক প্রকোষ্টকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিয়োজিত করলেন আর অন্য প্রকোষ্টকে ভিন্ন কোনো খোদার (যেমন সম্পদ/পদমর্যাদা/ক্যারিয়ার/পরিবার) আনুগত্যে নিয়োজিত করলেন।

কুরআনের এই চমৎকার আয়াতে এ ধরনের দ্বৈত আনুগত্যের বা দোটানা ইমানের অসারতা সফলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে মক্কার মুশরিকরা পশু কুরবানি করে বলত, এই পশুর এক অংশ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং অন্য অংশ দেবতার (মূর্তি) জন্য নিবেদিত। সেই আয়াতে এটা স্পষ্ট করে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা যা শুধুমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত নয় তা ছাড়া অন্য কোনো অর্ঘ্য কবুল করেন না। তিনি অবিভাজ্য একক সত্তা এবং তিনি মানবজাতির কাছ থেকেও অবিভাজ্য আনুগত্য ও ইবাদত প্রত্যাশা করেন। যতক্ষণ আমাদের হৃদয় শতদিকের ভাবনায় নিয়োজিত থাকবে, যতক্ষণ আমাদের চোখ বিভিন্ন লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করবে, যতক্ষণ আমাদের আনুগত্য বিভিন্ন দিকে নিবেদিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো না।

কেন আমরা আমাদের হৃদয়কে এক আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিবেদিত না করে বিভিন্নমুখী আনুগত্যে নিয়োজিত করবো? এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সঙ্গে যাবে না তার জন্য আমরা যত পরিশ্রমই করি না কেন বা তা যত মূল্যবানই হোক না কেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, যেই মহান পুরস্কারের জন্য আমাদের সকল সাধ্য সাধনা নিয়োজিত করা উচিত তা কোন মানুষের পক্ষে প্রদান সম্ভব নয়। একমাত্র আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহুয়াতায়ালার পক্ষেই আমাদের গোটা জীবনের চেষ্টার বিনিময়ে একটি সফল সার্থক ও পরিপূর্ণ পুরস্কার প্রদান সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে ইমানদারগণ আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো না যা তোমাদেকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে মুক্তি দিবে (সুরা আস সফ, ৬১ : ১০)?

আর এই ব্যবসা আপনার পুরো সত্ত্বাকে অবিভাজ্য রেখে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিয়োজিত করার মাধ্যমে, তাঁর তুষ্টি অর্জনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

ইবাদতে আন্তরিকতা

সবকিছু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে তথা *ফি সাবিলিল্লাহ* করার মানে কি? যা হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল। অনেক মানুষই তার পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবন কে আলাদা করে চিন্তা করে। অথচ শুধুমাত্র সেসব কাজগুলোই যা আল্লাহ তায়ালার উদ্দ্যেশ্যে তাঁর নিয়মানুযায়ী করা হবে তার সবই ধর্মীয় কাজ। আর যেসব কাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হবে না তার কোনোটিই (যদি তার মধ্যে লোক দেখানো ইবাদতও থাকে) ধর্মীয় কাজ বলে গণ্য হবে না। যদি কোনো মানুষ শুধুমাত্র অন্যকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে বা রোজা রাখে তবে তার নামাজ বা

www.pathagar.com

রোজাও দুনিয়াবি কাজেই পর্যবসিত হবে। অন্যদিকে সে যদি দুনিয়াবি কাজের মাধ্যমে হাজার হাজার পাউণ্ড ও উপার্জন করে এই নিয়তে যে সে এই অর্থ তার পরিবারের ভরণ পোষণে ও আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করবে তবে তার এই অর্থ উপার্জনের কাজটিও হবে ধর্মীয় এবং আধ্যত্মিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। রসুল সা. বলেছেন, অনেকেই রোজা রাখে কিন্তু এই রোজা থেকে সে উপবাস আর তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই পায় না। আবার অনেকে সারারাত নফল নামাজ পড়ে এবং তা থেকে শুধু নিদ্রাহীন রজনি ছাড়া আর কিছুই পায় না (দারিমি)।

আমাদের যে দিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে ইবাদত এর উদ্দ্যেশ্যের দিকে, তার বহিরাবরণের দিকে নয়। আমরা যত গভীর মনোযোগ সহকারে ইবাদতের বাহ্যিক পদ্ধতি তথা প্রোটোকল অনুসরণ করি না কেন, সব ইবাদতের পেছনে আমাদের আন্তরিকতা আর নিয়তের বিশুদ্ধতাই আসল কথা। রসুল সা. বলেছেন,

> নিশ্চয়ই কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারি, মুসলিম)।

মনে রাখবেন, কাজের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য হচ্ছে একটি শরীরের আত্মার মতো বা একটি বীজের মাঝে অন্তর্নিহিত নবজীবন (ভ্রুণ) এর মতো। বহু বীজই দেখতে একরকম হয়। কিন্তু তাদের মাঝ থেকে যখন চারা গজায় এবং বিকশিত গাছে যখন ফল হয় তখন বীজগুলোর পার্থক্য বুঝা যায়। যত বিশুদ্ধ এবং উচ্চমানের নিয়ত হবে ততই আপনার বিনিময়ে পাওয়া ফল তত বড় হবে। আপনার দৈনন্দিনের সকল কাজের নেপথ্যের নিয়ত এর কথা বারবার চিন্তা করুন। সম্ভবত নিয়তের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

৩. আল্লাহ তায়ালা প্রেম

যারা আল্লাহ তায়ালার রজ্জু দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরতে চায় তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> যাদের ইমান আছে তারা সবার উপর আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসাকে স্থান দেয় (সুরা বাকারা ২ : ১৬৫)।

লক্ষ্য করুন, কুরআনে এটা বলা হয়নি যে মানুষ শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভালোবাসবে। ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত এবং তা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে তবে, সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে থাকবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা।

www.pathagar.com

ভালোবাসা বলতে কি বুঝায়? সম্ভবত এটা এমন সুগভীর অনুভবের বিষয় যা পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেভাবে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্যকে সূত্র দিয়ে বুঝাই সেভাবে ভালোবাসাকে বুঝানো যায় না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি এবং বুঝি ভালোবাসা কী এবং তার কত অসীম শক্তি। বস্তুত মানব জীবনের সবচাইতে প্রভাবশালী শক্তি এই ভালোবাসার। এটা আপনাকে তার অনুগামী বানিয়ে ফেলে, আপনাকে চালিত করে যার পরিণামে আপনি আপনার ভালোবাসার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকেন। যখন আপনার মাঝে কারো প্রতি ভালোবাসা থাকবে তখন আপনি শুধু আপনার উপর তার ব্যাপারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেই খালাস হবেন না বরং তার সামগ্রিক চাওয়া পাওয়ার বিষয়ে সদা-সচেতন থাকবেন। ইমান হচ্ছে এমন কিছু যা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের মাঝে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের প্রতি এমন ধরনের ভালোবাসা তৈরি করে, তখন সে সবার উপর আল্লাহ তায়ালার পছন্দ-অপছন্দকে স্থান দেয়। যতক্ষণ আপনার হৃদয়ে এমন আল্লাহ তায়ালা প্রেম তৈরি না হবে ততক্ষণ আপনার মাঝে পূর্ণ ইমান আসবে না।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি এমন গভীর প্রেম-ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের জীবন থেকে পালিয়ে কোনো মন্দিরে বা আশ্রমে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এই ভালোবাসা আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা যায় আমাদের জীবনের সর্বত্র সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার পছন্দ অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে; তা সে পরিবারেই হোক, অফিসেই হোক বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বা পথে ঘাটেই হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতি এমন ভালোবাসা লালন করে এবং এই ভালোবাসার জন্য যত কাজ, ত্যাগ বা কুরবানি করতে হয় তা করার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার প্রেম অর্জন করা যায়। বস্তুত এই ভালোবাসা আমাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন না করে আরও বেশি করে আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদনে সচেষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা আমাদেরকে তাঁর বান্দার প্রতি আরও যত্নবান করে তোলে।

আপনার মাঝে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা তৈরি হয়েছে কিনা তা আপনি অতি সহজেই পরখ করতে পারেন। যদি আপনি কাউকে ভালবাসেন তবে আপনি সবসময় তার আরও নিকটতর হতে চেষ্টা করবেন। ইসলামে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে সালাত। রসুল সা. বলেছেন, যখন বান্দা নামাজ আদায় করে তখন সে আল্লাহ তায়ালার

www.pathagar.com

সন্নিকটে উপনীত হয় এবং তাঁর সাথে কথা বলে। কাজেই যদি আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে আপনি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন, আপনার নামাজ সত্যিকার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে সংলাপের মতো হয় কিনা, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মাঝে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা কতটুকু সৃষ্টি হয়েছে।

যখন আপনি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ছেন, তখন আপনি তার সামনে দণ্ডায়মান, আপনি তাঁর অতি নিকটে, আপনি তার সাথে কথা বলছেন, আপনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন। নামাজ শুধুমাত্র এমন কোনো আনুষ্ঠনিকতা নয় যে আপনি কিছু শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করলেন। বরং নামাজে আপনার আত্মা যেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসায় বিভোর হয়ে পুরোপুরি তাঁর কাছে সমর্পিত হয়। এই ভালোবাসা হচ্ছে একটি বীজের মতো যতই এটা আপনার অন্তরে বিকশিত হয় ততই তা আপনার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করবে।

ইহসান-ইবাদতের প্রাণ

আমাদের মনকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে নিয়োজিত করতে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়াতে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সুন্দরভাবে কিছু উপায় বলেছেন :

> প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান, মহানুভব খোদার মহান চেহারাই (সত্তা) চিরকাল অস্তিত্বমান থাকবে (সুরা আর রহমান ৫৫ : ২৬-২৭)।

জগতের সবকিছুই ধ্বংস হবে শুধুমাত্র আমাদের মহান রবের মহিমান্বিত চেহারা (সত্তা) ছাড়া। আর এই মহিমান্বিত চেহারার (সত্তার) সাহচর্যের আর ভালোবাসার প্রত্যাশাই আপনাকে করতে হবে। এখানে আল্লাহ তায়ালার চেহারা বলতে আবার এমনটি বুঝায় না যে আল্লাহ তায়ালা পাকেরও মানুষের মতো মুখমণ্ডল আছে। কিন্তু যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন তবে আপনি সর্বদাই তার চেহারার দিকে তাকাতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনি সর্বদা সেই মুখের সাহচর্য চাইবেন এবং তার সন্তুষ্টির বা সুখের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। কাজেই যখন কুরআন আল্লাহপাকের চেহারার কথা বলে তখন তা আমাদের সেই চেহারার/মুখমণ্ডলের দর্শন, সাহচর্য বা ভালোবাসা পেতে সচেতন করে। আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেখছেন এবং আমরা এমন কোনো কাজ যেন না করি যা তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। রসুল সা.-কে যখন ইহসানের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, ইহসান মানে হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে নিশ্চিতই তিনি তোমাকে দেখছেন (বুখারি, মুসলিম)।

যদি আপনি সবসময়ই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ইবাদতের সময়, লেখাপড়ার সময়, যখন আপনি আপনার পরিবারকে সময় দিচ্ছেন তখন, আপনার ইসলামি দাওয়া কাজের সময় অর্থাৎ এক কথায় প্রতিনিয়ত আপনার সকল কাজের সময়ই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দেখছেন তখনই আপনি নিজেকে ইহসানের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারবেন। ইহসান হচ্ছে ইবাদতে সাফল্যের সোপান। ইবাদতে ইহসান আমাদের আল্লাহ তায়ালার সবচাইতে নিকটবর্তী করে। এটা আমাদের সকল কাজকে তার প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসারী করে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৪. আল্লাহ তায়ালার পথে হানিফ হওয়া

যারা আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরতে চায় তাদের অবশ্যই হানিফ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হানিফ বলতে বুঝায় এমন একজনকে যে নিজেকে যাবতীয় মিথ্যা এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে। এই শব্দটি কুরআনে দশবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাঝে ছয়বার ব্যবহৃত হয়েছে হজরত ইবরাহিম আ.-এর প্রসঙ্গ আলোচনায় আর চারবার ব্যবহৃত হয়েছে এমন একজনের প্রসঙ্গে যে আল্লাহ তায়ালার পথে আন্তরিক ও দৃঢ়ভাবে নিয়োজিত। হানিফ শব্দটি হচ্ছে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা, এবং আল্লাহ তায়ালার পথে একাগ্রতার সমন্বয়ে তৈরি।

ক. ইবরাহিম আ.-এর উদাহরণ

ইবরাহিম আ.-এর পুরো জীবনই আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার উদাহরণে ভরপুর। এখানে আমরা তাঁর দুটো অসাধারণ গুণের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

খ. আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা

ইবরাহিম আ. আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে ভালোবাসতেন যে তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রেম ও আনুগত্যকে দুনিয়ার আর সব আকর্ষণ-এর উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

www.pathagar.com

আমি (পার্থিব সকল আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে) একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন (সুরা আন'আম ৬ : ৭৯)।

তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও সত্তাকে আল্লাহ তায়ালার অধীন করেছিলেন। তিনি শরীর ও আত্মা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছেন। ইবরাহিম আ. উপলব্ধি করেছিলেন যে আল্লাহ তায়ালার বিধানকে সর্বত্র কায়েম করতে হবে তা যেমন মানুষের হৃদয়ে তেমনি মানুষের ঘরে, যেমন চিন্তায় তেমন আচরণে, যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জনজীবনে। আল্লাহ তায়ালার পথে তাঁর আত্মসমর্পণ ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর অন্তর থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ তায়ালার পথে অন্তহীন পথ চলাই ছিল তাঁর সারা জীবনের মূল লক্ষ্য তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মান করে নাম দেন খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্ধু (সুরা নিসা ৪ : ১২৫)।

গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি বলতে পেরেছেন,

আমার নামাজ, আমার ইবাদতসমূহ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহ তায়ালারই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাকে এভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে (সুরা আন'আম ৬ : ১৬২-১৬৩)।

গ. আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা

ইবরাহিম আ.-কে আল্লাহ তায়ালা সম্ভাব্য সকল উপায়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই কোনো পরীক্ষায় ধৈর্যহারা হননি। যখনই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কোনো কাজের আদেশ করতেন তখনই তিনি বলতেন,

আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম (সুরা বাকারা ২ : ১৩১)।

তিনি আরও বলেছিলেন : হে আল্লাহ তায়ালা যদি তুমি আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ করতে চাও, আমি তার জন্যও প্রস্তুত! যদি তুমি আমাকে সংসার ত্যাগ করতে আদেশ করো, আমি সেজন্যও প্রস্তুত! যদি তুমি চাও যে আমি আমার স্ত্রী এবং আমার পুত্রকে এমন জায়গায় নির্বাসন দেই যেখানে কোনো আশ্রয় নেই, কোনো খাবার নেই, তাদের রক্ষার জন্য কেউ নেই, তবুও আমি তোমার আদেশ পালনে

www.pathagar.com

প্রস্তুত। এমনকি তুমি যদি চাও তোমার আদেশে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য আমি আমার সবচাইতে প্রিয় বস্তু আমার প্রিয় পুত্রের গলায় ছুরি চালাতেও প্রস্তুত আছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এভাবে সম্মানিত করেছেন যে তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে আজও প্রতি বছর মিলিয়ন-মিলিয়ন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ঘর বায়তুল্লাহর পথে যায় এবং সেখানে তাওয়াফের সময় তারা ইবরাহিম আ.-এর কথার প্রতিধ্বনি করেণ,

আমি উপস্থিত, হে প্রভু আমি এখানে উপস্থিত,

হে প্রভু আমি তোমার বাধ্যানুগত, আমি সর্বদাই তোমার বাধ্যানুগত

আমি সর্বদা তোমার প্রতি সমর্পিত, আমি সর্বদা তোমার উৎসর্গিকৃত।

ইবরাহিম আ. আল্লাহতায়ালাকে একমাত্র প্রভু এবং একমাত্র আনুগত্যের উৎস হিসেবে বরণ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার সকল আদেশের প্রতি ছিল তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য। তিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশে মুহূর্তের নোটিশে নির্দ্বিধায় সর্বস্ব পরিত্যাগ করতে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা ছিল চূড়ান্ত। তাঁর এই আল্লাহ তায়ালা নির্ভরতার কথা কুরআনে উদাহরণ হিসেবে এসেছে এভাবে,

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট (সুরা তালাক ৬৫ : ৩)।

আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত এবং সফল বান্দা হতে চাইলে আমাদের নিয়ত : কুরআনের এ কথার প্রতিধ্বনি করতে হবে এবং তদনুযায়ী চলতে হবে :

হাসবুনাল্লাহি নিয়মাল ওয়াকিল (আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম কর্ম অভিভাবক) (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৭৩)।

আল্লাহ তায়ালার পথে ইবরাহিম আ.-এর মতো হানিফ হতে চাইলে আপনাকেও নিজ জীবনে ইবরাহিম আ.-এর মতো আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে হবে; তিনি যেমন আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল (আস্থাবান ও নির্ভরশীল) ছিলেন তেমন হতে হবে এবং তিনি যেমন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য জীবনের সবকিছু ত্যাগে সদা প্রস্তুত ছিলেন আপনাকেও তেমন সতত প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরআনের ভাষায় :

প্রত্যেকের একটি লক্ষ্য রয়েছে, যেদিকে সে অগ্রসর হয়। কাজেই তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হও (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৮)।

www.pathagar.com

৫. জিহাদ-আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম

আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে এরপর যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে আপনার এবং আপনার পার্শ্ববর্তীদের হৃদয়ে সর্বান্তকরণে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এবং আদেশকেই সবার উপর ক্রিয়াশীল করতে সকল উদ্যম নিয়োজিত করা। আপনাকে অবশ্যই সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আনতে উদ্যোগী হতে হবে তাদের সামনে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে, যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> আর এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মৎ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তোমরা দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষ্য হও আর রসুল সা. যেন সাক্ষী হন তোমাদের জন্য (সুরা বাকারা ২ : ১৪৩)।

> রসুল সা.-এর জীবনী থেকে আমরা পাই যে, তাঁর কাছে প্রথম যে বিশ্বকাঁপানো ঐশী বাণী এসেছিলো তা হচ্ছে ইক্বরা অর্থাৎ পড়ো। (সুরা আলাক ৯৬ : ১-৫)।

এই বাণী লাভ করে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। এর পরেই যে ঐশী বাণী আসে তাতে বলা হয়েছিল,

> জেগে উঠো এবং (লোকদের সতর্ক করো)! আর তোমার খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো (সুরা মুদ্দাস্সির ৭৪ : ২-৩)।

এই আদেশের পর পরই রসুল সা. নির্দ্বিধায় একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তায়ালার আদেশ বাস্তবায়নে নেমে পড়েন এবং আমরা দেখি যে সুকঠিন বাধাও তাঁকে তাঁর পথ থেকে টলাতে পারেনি।

জগতের সকল প্রভুত্বের আনুগত্য ছিন্ন করে সবার উপর আল্লাহ তায়ালার প্রাধান্য ঘোষণা করার কাজটি সহজ নয়। সকল কায়েমি স্বার্থবাদী মহলই এমন আহ্বান-কারীকে রুখে দাঁড়াবে। তাইতো আমরা দেখি যে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে রসুল সা. কে সর্বোচ্চ ত্যাগ বা হিজরত করতে হয়েছে। তারপর তাঁকে জীবনপণ করে সর্বস্ব নিয়োগ করে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন :

> এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর

www.pathagar.com

দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। আর তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও (সুরা হাজ্জ ২২ : ৭৮)।

প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান এনেছে, অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ লোক (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৫)।

জেহাদি জীবন লাভ করতে হলে কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তা হচ্ছে : কুরআনের জ্ঞান এবং কুরআনমুখী জীবন, আল্লাহ তায়ালার উপর দৃঢ় ইমান, ধৈর্য এবং অটল সংকল্প। কুরআন পড়লে আপনি নিজে দেখবেন যে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্যের জন্য আপনাকে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

ক. জ্ঞানার্জন

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিজের জীবনের মিশন সফল করতে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হলে সবার আগে নিজেকে ইসলামের জ্ঞানের বলে বলীয়ান করতে হবে। রসুল সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যাঁর কল্যাণ চান তাঁকে দ্বীনের যথাযথ জ্ঞান প্রদান করেন (বুখারি, মুসিলম)। যাদের দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান আছে কুরআন তাদের তাগিদ দেয় এই জ্ঞানকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে।

যে জানে এবং যে জানে না এরা উভয়েই কি কখনো সমান হতে পারে? শুধুমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই নসিহত কবুল করে থাকে (সুরা যুমার, ৩৯ : ৯)।

তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন (সুরা মুজাদালা, ৫৮ : ১১)।

প্রকৃত কথা এই যে আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম-সম্পন্ন লোকেরা তাঁকে ভয় করে (সুরা ফাতির ৩৫ : ২৮)।

www.pathagar.com

রসুল সা. তাঁর বহুসংখ্যক হাদিসে একথা বলেছেন যে যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে অপরিসীম পুরস্কার।

যদি কেউ জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বেহেশতে ভ্রমণের সুযোগ দেবেন। ফেরেশতারা তাদের উপর খুশি হয়ে তাদের ডানা জ্ঞানান্বেষণের সন্ধানীর উপর প্রসারিত করে দিবেন। পৃথিবী এবং বেহেশতের সবকিছু এমনকি পানির গভীরে বাসরত মাছও একজন জ্ঞানীর জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে। এবং একজন সাধারণ ইবাদত গুজার ব্যক্তির চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা হতে পারে সকল তারকারাজির উপর পূর্ণ চাঁদের সাথে (আহমদ)।

নিজেকে শিক্ষিত করতে আপনি নিম্নবর্ণিত কাজের ধারা অনুসরণ করতে পারেন :

- কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কের গভীর জ্ঞান ও বুঝ অর্জনের সঠিক অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করুন।
- আপনার পড়া, লেখা ও বলার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
- দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সচেতন থাকতে নিয়মিত সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও জার্নাল পড়ুন।
- সমসাময়িক সামাজিক ইস্যু ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সঠিক বুঝ লাভে সচেষ্ট হোন।
- মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সম্পর্কে এমন গভীর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন যাতে করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আপনি নিজে এসবের সমাধান বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন।
- আকারে ছোট হলেও একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার (বইয়ের ভাণ্ডার) প্রতিষ্ঠা করুন এবং ইসলাম সম্পর্কিত বই দিয়ে তা সমৃদ্ধ করুন।

খ. আগে নিজে আমল করুন

অন্তরে একবার প্রকৃত ইমান প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তা জীবনের মূল চালিকাশক্তি হলে জীবন সত্যই সৎকর্মে সমৃদ্ধ বৃক্ষের মতো হবে। প্রকৃত ইমান যা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তা অবশ্যই জীবনকে পুনর্গঠিত করে এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার সাহচর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

www.pathagar.com

> এই মরুচারী লোকেরা বলে, আমরা ইমান এনেছি; এদেরকে বলে দাও তোমরা ইমান আনোনি, বরং বলো যে, আমরা অনুগত হয়েছি। ইমান এখনও তোমাদের দিলে প্রবিষ্ট হয়নি (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৪)।

একইভাবে কুরআনে শুধুমাত্র মুখে ইমানের স্বীকৃতি ও কাজে তার বিপরীত আচরণকারীকে তিরস্কার করা হয়েছে এই ভাষায় :

> হে নবি! সেইসব লোক যারা প্রতিযোগিতা করে কুফরির পথে অগ্রসর হচ্ছে তারা যেন তোমার দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারা সেসব লোক যারা মুখে বলে আমরা ইমান এনেছি কিন্তু তাদের দিল ইমান গ্রহণ করেননি (সুরা মায়েদা ৫ : ৪১)।

এমনকি ইমানদারদেরও আল্লাহ তায়ালা ইমান অর্জন করতে তাগিদ দিয়েছেন এভাবে :

> হে ইমানদারগণ, ইমান আনো আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেছেন (সুরা নিসা ৪ : ১৩৬)।

আরও বলা হয়েছে :

> ইমান আনো আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলের উপর এবং ব্যয় করো সেই সম্পদ হতে যেসবের উপর তিনি তোমাদের খলিফা বানিয়েছেন (সুরা হাদিদ ৫৭ : ৭)।

কুরআনের যেখানেই ইমানের আলোচনা এসেছে সেখানেই বাস্তব জীবনে ইমানের প্রতিফলনের কথা এমনভাবে এসেছে যাতে বুঝা যায় যে জীবনের সাথে সম্পর্কহীন কোনোকিছু ইমান হতে পারে না। আল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সোয়ালিহাত (যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে)।

সত্যিকার ইমানের সাথে আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং পুরোপুরি ইবাদতপূর্ণ জীবন– যা সমাজে ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে-এর সম্পর্কে কুরআনে বহু জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে।

> তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে পরকালের বিচারকে অবিশ্বাস করে? এতো সেই লোক যে এতিমকে গলাধাক্কা দেয় আর মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। পরন্তু ধ্বংস সেই নামাজিদের জন্য যারা

www.pathagar.com

নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফিলতি করে। যারা লোক দেখায় মাত্র। আর (প্রতিবেশীদের) দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস দিতে অস্বীকার করে (সুরা মাউন ১০৭ : ১-৫)।

আমরা রসুল সা.-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি জীবনের কত বিস্তৃত কর্মপরিধি ও দায়িত্ব পালনের সাথে ইমানকে যুক্ত করছেন। কয়েকটি হাদিস দেখা যাক-

তোমাদের কেউ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সকল ইচ্ছা আমার ইচ্ছার অনুগামী না হয়। (শরহে আল সুন্নাহ)। মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ (মুসলিম)। যখন কেউ জেনা করে তখন সে ইমানদার নয়, যখন কেউ চুরি করে তখন সে ইমানদার নয়, যখন কেউ মদ্যপান করে তখন সে ইমানদার নয়, যখন কেউ অন্যের সম্পদ লুট করে তখন সে ইমানদার নয়, যখন কেউ প্রতারণা করে তখন সে ইমানদার নয় (বুখারি, মুসলিম)। অবৈধ অর্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাংশ (শরীর) বেহেশতে প্রবেশ করবে না, অবৈধ আয়ে বর্ধিত গোশতের জন্য দোজখই উত্তম আশ্রয় (আহমদ)।

সর্বোপরি মনে রাখুন দ্বীনের একজন *দায়ী* অর্থাৎ ইসলামের দিকে দাওয়াত দানকারী হিসেবে মানুষের কাছে নিজেকে একজন উত্তম এবং অনুকরণীয় মডেল হিসেবে আপনার নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সবচাইতে জরুরি হচ্ছে আপনার কথা ও কাজের মিল; যে পথে আপনি মানুষকে ডাকছেন সে পথে চলার বাস্তব উদাহরণ নিজেকে পেশ করতে হবে। যাদের জীবনে কথার সাথে কাজের মিল নেই তাদের আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছেন :

হে ইমানদারগণ তোমরা এমন কথা কেন বলো যা কার্যত তোমরা করো না? আল্লাহ তায়ালার নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধ- উদ্রেককারী ব্যাপার যে তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা করো না (সুরা আস সফ ৬১ : ২-৩)।

তোমরা অন্য লোকদের ন্যায় পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা তোমরা ভুলে যাও; অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকো, তোমাদের বুদ্ধি কি কোনো কাজেই লাগাও না (সুরা বাকারা ২ : ৪৪)।

www.pathagar.com

ঘ. ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে আপনাকে অনেক বাধা পোহাতে হতে পারে আর সেজন্যে আপনার নিজের মাঝে সবর (ধৈর্য) এবং অধ্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে;

> অতত্রব হে ইমানদারগণ ধৈর্য ধারণ করো, সুন্দর সৌজন্যমূলক ধৈর্য (সুরা মাআরিজ ৭০ : ৫)।
>
> অতত্রব ধৈর্যই উত্তম (সুরা ইউসুফ ১২ : ৮৩)।
>
> এবং আল্লাহ তায়ালা কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন যারা ধৈর্য ধারণকারী (সুরা আন'ফাল ৮ : ৬৬)।

মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবন অসংখ্য পরীক্ষা আর বাধায় পূর্ণ। এসব বাধা মোকাবেলায় ও পরীক্ষার সময় আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এভাবে :

> লোকেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ইমান এনেছি এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তো পূর্বে অতিক্রান্ত সকলকেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ তায়ালাকে তো অবশ্যই দেখতে হবে কে খাঁটি আর কে ঝুট (সুরা আনকাবুত ২৯ : ২-৩)।

উত্তম মানুষ তারাই যারা বিপদ এবং পরীক্ষার সময় আশাবাদী ও ধৈর্যশীল থাকে। যে প্রতিটি বিপদকেই আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনের এবং তাঁর স্মরণ ও সাহায্য প্রার্থনার সুযোগ বলে মনে করে। সবসময় নিজেকে মনে করিয়ে দিন,

> আল্লাহ তায়ালা অস্বচ্ছলতার পর প্রাচুর্যও দান করবেন (সুরা তালাক, ৬৫ : ৭)।

এবং আল্লাহ তায়ালা কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। মনে রাখবেন, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হাতে ন্যস্ত। সবকিছুর নিয়ন্তা তিনিই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো লাভ বা ক্ষতি আমাদের কাছে আসতে পারে না। আমাদের জীবনে যা কিছুই ঘটছে সবই ঘটছে তাঁর জন্য এবং তাঁর পক্ষ থেকে। পৃথিবীতে কোনো শক্তিমানই তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়, তিনি মহান, সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পথে বাধাসমূহ

মানব চরিত্রের কতগুলো মন্দ বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে মুক্ত থাকতে আপনাকে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে, কারণ ওইসব দোষ মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এসব দোষ হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. অহংকার

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের পথে অন্যতম বড় বাধা হচ্ছে অহংকার। এটা হচ্ছে বিনয় এবং নম্রতার বিপরীত এক চরিত্র ধ্বংসকারী বৈশিষ্ট্য। তায্‌কিয়ার মাধ্যমে আমরা তিলে তিলে চরিত্র গঠনের যে ভিত্তি রচনা করি অহংকার নিমিষে তা ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তায়ালার কালামে বলা হয়েছে, যার অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকারও আছে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না।

এই আয়াত শুনে একজন সাহাবি রসুল সা. কে জিজ্ঞেস করল, হে রসুল! যদি কেউ উত্তম পোষাক পরতে এবং সুন্দর জুতা পায়ে দিতে পছন্দ করে তাহলে? উত্তরে রসুল সা. বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিজে সুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা আর অন্য মানুষদের খাটো করা এবং অবজ্ঞা করা (মুসলিম)।

যখনই আপনার মনে হবে যে আপনি বড় কিছু হয়েছেন, তখনই মনে করবেন যে আপনার আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়েছে। কাজেই আপনার সকল সৎ এবং উত্তম প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তি তখনই হবে যদি আপনি বিনয়ী হতে পারেন। সবসময় মনে রাখবেন, যা কিছু আপনি অর্জন করেছেন সবই আল্লাহ তায়ালার দান, কোনোটাই নিছক আপনার চেষ্টায় অর্জিত নয়।

দ্বিতীয়ত : মনে রাখবেন, আপনার জন্য আদর্শ হচ্ছে রসুল সা.-এর জীবন অনুসরণ করা। তাঁর জীবনেই রয়েছে অনুকরণীয় আদর্শ।

> এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত (সুরা কলম ৬৮ : ৪)।

যেহেতু আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ এত উঁচু মানের ও উত্তম সেহেতু তাঁর অনুসরণে আমাদের সারা জীবনই নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। যদি কারো অনুকরণীয়

www.pathagar.com

আদর্শ এমন হয় যা সহজেই অর্জন করা যায় তবে শীঘ্রই তার মধ্যে এই তৃপ্তি এসে যায় যে সে যথেষ্ট ভালো মান অর্জন করে ফেলেছে, আর এই তৃপ্তি তার আরও ভালো হওয়ার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। যেহেতু আমাদের মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত জীবনের আদর্শ অনেক উচ্চ মানের সেহেতু আমাদের জীবনভর নিজেদের আরও ভালো করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। এই জীবনভর উত্তম হওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাবে। যদি এই অব্যাহত প্রচেষ্টায় কোনো পর্যায়ে আমাদের মাঝে গৌরব বা অহংবোধের উপক্রম হয় তবে বুঝতে হবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে, যে শয়তান আমাদের জ্ঞান ও আমলের পরীক্ষা নিতে চায়। আপনার তিল তিল করে অর্জন করা সকল কামেলিয়াত মুহূর্তের মাঝে ধ্বংস করে দিতে পারে এই অহংকার। কাজেই নিজেকে এই অহংকার থেকে বাঁচান। মনে রাখবেন এই গর্ব অহংকার অনেক সময় অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপায়ে, মনের অনেক বেখেয়ালের বশে এসে যেতে পারে। অতত্রব সতর্ক থাকুন! একটি হাদিসে কুদসিতে রসুল সা. একজন বিনয়ী মুমিনের যার হৃদয় সকল গর্ব অহংকার মুক্ত এবং পবিত্র (খালিস) তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : আমার বান্দাদের মধ্যে সেই আমার বেশি প্রিয় যে জীবিকার পেছনে ন্যূনতম সময় দেয় আর আল্লাহ তায়ালার স্মরণে বেশি সময় দেয়; যে তার রবের ইবাদতে একনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রকৃত অনুগত; যে জনগণের মাঝে কম পরিচিতি (প্রচার বিমুখ); যার জীবিকা মাত্র চলার জন্য যথেষ্ট এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। তার মৃত্যু তাড়াতাড়ি আসবে, তাঁর অন্তিম যাত্রায় কম মানুষ থাকবে এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদ হবে নগন্য (তিরমিজি)।

কাজেই আপনি এভাবে আল্লাহ তায়ালার পথে কাজ করায় নিত্য রত থাকুন। তিনি তাঁর পথে কাজের কথা স্মরণ করার জন্য বারবার টিভি পর্দায় উপস্থিত হবেন না। হতে পারে তাঁর পথে চলার জন্য পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হবে না। তিনি আকর্ষণীয় বক্তৃতার মাধ্যমে সমাবেশের শ্রোতাদের আকর্ষণ করবেন না। কিন্তু তারপরও একজন মুমিন মুহূর্তের জন্য তাঁর স্মরণ বিস্মৃত হবেন না। বিপদ, আপদ, পরীক্ষা এমনকি পরাজয়ের মুখেও মুমিন খোদাবিমুখ হবে না। সে কখনও তার সাফল্য বা বিজয়ের সম্ভাবনার হিসাব করবে না বরং সে সাফল্যের একটা মাত্র উপায়ই জানে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দায়িত্ব পালন। এটা সে তার সকল সাধ্য নিয়োজিত করে পালন করে। এমন মুমিনই ইসলামি আন্দোলনের নেপথ্য শক্তি, উম্মাহর মেরুদণ্ডস্বরূপ।

www.pathagar.com

খ. মোনাফেকি

একজন ইমানদারের সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয় এমন আরেকটি বদগুণ হচ্ছে নিফাক। নিফাক মানে শঠতা বা প্রদর্শন এবং এমন ভালো বৈশিষ্ট্যের অভিনয় যা আসলে নিজের মধ্যে নেই। রসুল সা. এমন বৈশিষ্ট্যের নিন্দা করেছেন এভাবে : যে অন্যকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে একজন মূর্তিপূজারীর সমতুল্য কারণ সে অন্যকে আল্লাহ তায়ালার সমপর্যায়ের মনে করছে; যে অন্যকে দেখানোর জন্য রোজা রাখছে সেও অন্যকে আল্লাহ তায়ালার মতো মনে করছে; তেমনি যে অন্যদের দেখানোর জন্য দান করছে সেও আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করছে (আহাম্মদ)। তিনি আরও বলেছেন, একজন মুনাফিকের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দাবি করে যে সে মুসলিম। সে বৈশিষ্ট্য তিনটি হচ্ছে : প্রথমত সে মিথ্যা কথা বলে, দ্বিতীয়ত সে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তৃতীয়ত সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে (বুখারি, মুসলিম)।

শঠতা হচ্ছে এমন খারাপ বৈশিষ্ট্য যা আপনার ইমানকে আড়াল করে। এটা এমনভাবে আপনার চরিত্রকে ধ্বংস করে যেমন উইপোকা কাপড়কে খেয়ে ফেলে। নিফাক হচ্ছে ইখলাসের বিপরীত। ইখলাস হচ্ছে সকল ভালো কাজ ও ইমানের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। কাজেই আপনি পুনঃপুন আপনার কাজ ও নিয়তকে ইখলাস ও নিফাকের সাপেক্ষে যাচাই ও বিচার করবেন।

গ. হতাশাবাদ

আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার পথে আরেকটি বাধা হচ্ছে নিরাশা বা হতাশাবাদ। অবশ্যই নিরাশা বা হতাশা থেকে মুক্ত থাকতে সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের উপর নিরাশ হওয়াকে কুফরি বলেছেনে। তিনি বলেছেন :

> সে ধ্বংস হবে যে আল্লাহ তায়ালার রহমতের বিষয়ে নিরাশ হয় (সুরা হিজর ১৫ : ৫৬)।

আপনি যদি শতবারও চেষ্টা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন, তবু নিশ্চিত থাকুন যে প্রতিবারের চেষ্টার জন্য আপনি অপরিমিত পূণ্য লাভ করছেন। এভাবে ভাবলে মুমিনদের মনে কখনও পরাজিত বা হতাশাভাব আসবে না। আল্লাহ তায়ালা যা ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই সত্য এবং তা আসবেই,

www.pathagar.com

> আর যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে তাদের আমি অবশ্যই পথ দেখাবো। আর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিতই সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন (সুরা আনকাবূত ২৯ : ৬৯)।

অতত্রব সর্বদা আশাবাদী ও ইতিবাচক মনোভাব রাখুন। আজীবন আশাবাদী থাকুন।

ঘ. অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ

চতুর্থ যে বদগুণ মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত রাগ। যখনই আপনি আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন তখনি দেখবেন আপনার জীবন আনন্দময় ও সহজ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার পথে কাজ করাই আপনার জন্য আনন্দের বিষয় মনে হবে। দেখবেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অথবা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যকার বিরোধগুলো অতি সহজেই সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামাজিক এবং সাংগঠনিক জীবনে যেসব ব্যক্তিগত অমিল ও সংঘাত স্থায়ী হয় তা আসলে এজন্য যে আমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার পথে আন্তরিক হতে পারিনি।

যদি আপনি শুধুমাত্র আল্লাহরই তুষ্টির জন্য সবকিছু করতে থাকেন তবে কারো পক্ষ থেকে অবমাননা বা উপেক্ষার জবাবে আপনার রাগ করবার প্রয়োজন হবে না। কারণ সেই ব্যক্তি তার কাজ দিয়ে আপনার কোনো ক্ষতি করছে না। কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিই মুমিনকে শঙ্কিত করবে। মনে রাখবেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

> করো প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন এত উত্তেজিত করে না দেয় যে তার ফলে তোমরা বেইনসাফি করবে। সর্বদা ইনসাফ করো (সুরা মায়েদা, ৫ : ৮)।

আপনি কেন রাগ করবেন? একটি ইসলামি সংগঠনে যেখানে সকল ভাই-বোনদের একসাথে আল্লাহ তায়ালার পথে হাতে হাত রেখে চলতে হয় সেখানে অনিয়ন্ত্রিত রাগ বা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা এবং পারস্পরিক বিবাদ ইসলামি জামায়াতকে সংকটাপন্ন করে। মনে রাখবেন যে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করছি। সেখানে আপনার সকল ভালো আমলকে গর্ব-অহংকার দিয়ে ধ্বংস করবেন না অথবা আপনার নফসকে নিছক ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা শুধু নিজের লাভের লক্ষ্যে নিয়োজিত করবেন না। আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রিত করার পন্থা উদ্ভাবন করুন। রসুল সা. উপদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের কারো দাঁড়ানো অবস্থায় ক্রোধ জাগে তবে

www.pathagar.com

যেন সে বসে পড়ে। যদি এতেও তার রাগ দূর না হয় তবে যেন সে শুয়ে পড়ে (আহম্মদ, তিরমিজি)।

আমাদের হৃদয়কে সকল নেতিবাচক আচরণ থেকে মুক্ত করতে রসুল সা. আমাদের আরও কিছু দোয়া শিখিয়েছেন যেমন : হে আল্লাহ তায়ালা আমার হৃদয়কে শঠতা থেকে মুক্ত করে দাও এবং আমার কাজকে সকল ভান (লোক-দেখানো) থেকে মুক্ত করে দাও (বুখারি)।

হে আল্লাহ তায়ালা আমার মধ্যে তোমার প্রতি ভালোবাসাকে চিরস্থায়ী করে দাও। এমন ভালোবাসা পয়দা করে দাও যেভাবে তোমার প্রিয় মানুষ তোমাকে ভালোবাসে। এমন ভালোবাসা যা আমাকে তোমার নিকটতর করে দেয়। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে (তীব্র গরমে) শীতল পানির চাইতে প্রিয়তর করে দাও (বুখারি)।

এমন ধরনের আরও অনেক দোয়া রসুল সা. শিখিয়েছেন। এসব দোয়া ও ইবাদত হচ্ছে আত্মার খোরাক, কলবের পুষ্টিদাতা, এবং জীবনে সফল হওয়ার পাথেয়। জীবনের সকল তৎপরতায় এসব দোয়া উচ্চারণ করুন পড়াশোনার সময়, কাজের সময়, সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের সময়। মনে রাখবেন যদি আমরা নিছক দুনিয়াবি স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই কাজ করি, তবে আত্মা তার খোরাক বঞ্চিত হবে, আমাদের সব ভালো আমল হারিয়ে যাবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> যেসব লোক নিজেদের খোদার সাথে কুফরি করেছে তাদের কাজের দৃষ্টান্ত সেই ভস্মের মতো যাকে এক ঝটিকাপূর্ণ দিনের ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো ফলই পেতে পারবে না। এটাত এক ঘোর বিভ্রান্তি (সুরা ইবরাহিম ১৪ : ১৮)।

ঙ. জিহ্বার অপব্যবহার

পঞ্চম ভয়াবহ বদভ্যাস হচ্ছে জিহ্বার অপব্যবহার। জিহ্বার ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এর অপব্যবহার দোজখের আগুনকে দ্রুত নিকটতর করে। মিথ্যা, অশ্লীল-নোংরা কথা, গিবত এবং কটুভাষণ যেন আমাদের জিহ্বা থেকে নির্গত না হয়। অন্যদের বিষয়ে বলার সময় আমরা যেন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করি। রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ আমাকে অন্যের বিষয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকো, কারণ আমি তোমাদের প্রত্যেককে পরিষ্কার হৃদয়বিশিষ্ট দেখতে চাই (আবু দাউদ)।

www.pathagar.com

যারা তাদের কথা উচ্চারণে সতর্ক, তাদের জন্য রসুল সা. বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের যে কেউ আমাকে তাঁর জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতের আশ্বাস দিবে আমি তাকে বেহেশতের আশ্বাস দিবো (মুসলিম)।

জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজতম উপায় হচ্ছে পারস্পরিক কথপোকথনের সময়েও মনে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগ্রত রাখা। এ বিষয়ে রসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার জিকির ছাড়া দীর্ঘ সময় কথা বলো না, কারণ দীর্ঘসময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ বিহীন কথাবার্তা হৃদয়কে কঠোর করে দেয়, আর যার হৃদয় কঠোর সে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরের মানুষ (তিরমিজি)।

চ. যৌন লালসা

> আল্লাহ তায়ালার কাছের মানুষ হওয়ার পথে ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ বাধা হচ্ছে লালসাপূর্ণ যৌনাকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যেসব শক্তিশালী তাড়না দিয়ে তৈরি করেছেন যৌনতা সেগুলোর অন্যতম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সেইসব মানুষের প্রশংসা করেছেন যারা তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজতে রাখে (সুরা নূর ২৪ : ৩০-৩১)।

প্রচণ্ড লোভের মুখেও মুমিন বান্দারা তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

মানুষের যৌনাঙ্গের অপব্যবহার তাদের ব্যভিচার বা জ্বেনার দিকে চালিত করে যাকে কুরআনে মহাপাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে -

> হে ইমানদারগণ, তোমরা জ্বেনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা এক বিরাট অসাধুতা এবং শয়তানী পন্থা (সুরা বনি ইসরাঈল ১৭ : ৩২)।

এই আয়াতে অবৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় বা নারী পুরুষের মাঝে আপত্তিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এমন সব ক্ষেত্রকে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে আমাদের নিম্নোক্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে :

১. সামর্থ্য থাকলে যথাসময়ে আমাদের বিয়ে করা উচিত। রসুল সা. বলেছেন, হে যুবকগণ! তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীর ভরণপোষণে সক্ষম তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ এটা তোমাদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করবে এবং অন্য স্ত্রী লোকদের দিকে চাহনি থেকে তোমাদের মুক্ত রাখবে (বুখারি)।

www.pathagar.com

যদি আপনার বিয়ের আর্থিক সঙ্গতি না থাকে তবে আপনার নফল রোজা রাখা উত্তম, কারণ এটা আপনার যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। রসুল সা. বলেছেন, হে যুবকগণ তোমাদের বিয়ে করা উচিত। যারা বিয়ে করতে (আর্থিকভাবে) অক্ষম তাদের রোজা রাখা উচিত কারণ রোজা যৌনকাঙ্ক্ষা হ্রাস করে (বুখারি)।

২. আমাদের শরীরের সকল অংশকে (শুধুমাত্র লজ্জাস্থানকে নয়) জ্বেনার নিকটবর্তী হওয়া থেকে দূরে রাখতে হবে। রসুল সা. বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গেরই জ্বেনা হতে পারে। চোখে জ্বেনা হতে পারে লালসার দৃষ্টির মাধ্যমে। হাতের জ্বেনা হতে পারে স্পর্শের মাধ্যমে। পায়ের জ্বেনা হতে পারে অনৈতিক কাজের স্থানে গমনের মাধ্যমে। মুখের জ্বেনা হতে পারে চুম্বনের মাধ্যমে। হৃদয়ের জ্বেনা হতে পারে কুচিন্তার মাধ্যমে যা যৌন অঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে" (বুখারি, মুসলিম)। এজন্য রসুল সা. সব সময় শয়তানের কবল থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাইতে বলেছেন, আমি আমার চোখ, কান, হৃদয় এবং বীর্যে অবস্থানরত শয়তানের কবল থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই (আবু দাউদ)।

৩. বিপরীত লিঙ্গের মানুষের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানো বর্জন করতে হবে। রসুল সা. কামনার দৃষ্টিতে তাকানোকে চোখের জ্বেনা বলেছেন, চোখেরও জ্বেনা হতে পারে এবং তা হচ্ছে লালসার (কামনার) দৃষ্টি (বুখারি)। তিনি আরও বলেছেন, লালসার দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের তরফ থেকে আসা এক বিষাক্ত তীর; যে এটা থেকে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে নিজেকে বিরত রাখবে তার ইমান বৃদ্ধি পাবে; এর ফলে সে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবে (মুসনাদ ইবনে হামবাল)।

৪. অন্যের আওরা বা গোপন অঙ্গের দিকে তাকানো পরিহার করতে হবে। রসুল সা. অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাতে বারণ করেছেন। একজন পুরুষ অপর পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না, কোনো নারী অপর নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না, এক চাদরের নিচে দুজন পুরুষ ঘুমানো ঠিক নয় এবং এক চাদরের নিচে দুজন নারীও ঘুমানো ঠিক নয় (মুসলিম)।

www.pathagar.com

৫. আমাদের খালওয়া আইন মেনে চলা উচিত। খালওয়া হচ্ছে এক ঘরে নারী-পুরুষের এমন অবস্থান যেখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আসার সম্ভাবনা নেই। এ ধরনের পরিবেশ মানুষের অসৎ চিন্তা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। ইসলাম মাহরাম আত্মীয়তার বাইরের নারী পুরুষের খালওয়া নিষেধ করেছে। এর মানে এই নয় যে ইসলাম আমাদের উপর আস্থা কম রাখছে; এর মানে এই যে কোনো শয়তানী প্ররোচণার মুখোমুখি হওয়া থেকে আমাদের মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। রসুল সা. বলেছেন, যারাই আল্লাহ তায়ালা এবং হাশরের বিশ্বাসী তারা যেন কোনো (গায়ের মাহরাম) মহিলার সাথে একাকী নিভৃতে (তার মাহরাম আত্মীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া) না বসে, তা না হলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শয়তান উপস্থিত হবে (আহমাদ)।

■ সারসংক্ষেপ

সহজ সরল পথে (সিরাতুল মুস্তাক্বিম) চলার জন্য কুরআন কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দৃঢ়ভাবে আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে ধারণ করা।

আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মানে হচ্ছে আপনি আপনার সকল অর্জনের জন্য শুধুমাত্র তাঁরই হামদ ও শুকর করবেন, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবেন, পৃথিবীর সবকিছুর চাইতে আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভালোবাসবেন, শুধুমাত্র তাঁর জন্য সংগ্রাম করবেন এবং হানিফ হতে চেষ্টা করবেন।

একই সাথে আল্লাহ তায়ালার রজ্জু ধারণের বাধা গুলোর কথা খেয়াল রাখবেন, এগুলো হচ্ছে গর্ব, শঠতা, হতাশা, অনিয়ন্ত্রিত রাগ, জিহ্বার (কথা) অসংযত ব্যবহার এবং অননুমোদিত যৌন লালসা।

> আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেদায়াতের পথে চালিত করুন, কারণ তিনি যাকেই চান তাকেই হেদায়াতের পথে চালিত করেন (সুরা ইউনুস, ১০ : ২৫)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর রসুলের সা. সাথে সম্পর্কিত হওয়া

কুরআনের আদেশ অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার পথে আমাদের জীবনকে চালিত করতে হলে আমাদের সারা জীবনই সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> হে ইমানদারগণ তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পথকে অনুসরণ করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন (সুরা বাকারা, ২ : ২০৮)।

কুরআন অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করার একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে রসুল সা.-এর জীবনের অনুসরণ। কারণ আমাদের প্রিয় রসুলের জীবনই হচ্ছে কুরআনের ব্যবহারিক প্রয়োগের বাস্তব উদাহরণ। আপনি যদি জীবন্ত কুরআন দেখতে চান তবে রসুল সা.-এর জীবনের দিকে খেয়াল করুন। উম্মুল মুমিনীন বিবি আয়েশা বলেছেন, তাঁর (রসুল) জীবন কুরআন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না (মুসলিম)। কুরআন বুঝার এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে রসুল সা.-এর কথা অনুধাবন করা, তাঁর জীবন পাঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তাঁর রেখে যাওয়া ছাঁচে নিজেকে গড়ার চেষ্টা করা।

কুরআন মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় কাঠামো বর্ণনা করেছে। আর সেই কাঠামোর বিস্তারিত রূপ পাওয়া যায় রসুল সা.-এর সুন্নায়। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া কাঠামোকে কীভাবে বাস্তব রূপ দেওয়া যায়, আল্লাহ তায়ালার ঐশী নির্দেশনায় নিজেকে গড়তে যেভাবে অগ্রসর হতে হবে তার উপায় বাতলে দেওয়া আছে সুন্নায়। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধান বুঝার মতো প্রজ্ঞা আমাদের মাঝে তৈরি করে সুন্নাহ্।

যদি আপনি জানতে চান যে কুরআন আপনাকে কেমন মানুষ হিসেবে দেখতে চায় এবং আপনাকে কী ধরনের সমাজ গড়তে আদেশ করে, তবে আপনি শুধু রসুলের সা. জীবন ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করুন।

কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করতে হলে শুধুমাত্র পড়া বা জানাই যথেষ্ট নয়, এজন্য অন্তরের ইচ্ছার দৃঢ়তা থাকতে হবে। আল্লাহর পথে চলার জন্য এই ইচ্ছার দৃঢ়তা

www.pathagar.com

শুধুমাত্র তাঁর এবং তাঁর রসুলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকেই আসতে পারে। আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে রসুল সা. বলেছেন : তিন ধরনের মানুষ ইমানের স্বাদ লাভ করবে। তারা হচ্ছে : সে যার কাছে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুল আর সবার চাইতে প্রিয়। দ্বিতীয়ত, সেই ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই মানুষকে ভালোবাসে এবং তৃতীয়ত, সে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে হেদায়াত পাওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে নিমজ্জিত হওয়াকে চরম ঘৃণা করে (বুখারি, মুসলিম)।

এই ভালোবাসা শুধুমাত্র বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা এমন ভালোবাসা যা আর সব ভালোবাসাকে অতিক্রম করে এবং ইমানকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট করায়। এই ভালোবাসা অর্জনের সহজ পন্থা হচ্ছে রসুল সা. কে অনুসরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

> হে নবি, লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)।

মু'মিনের জীবনে সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব

রসুল সা. যতদিনে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান ততদিনে তিনি এমন হাজার হাজার মানুষ তৈরি করে যান যাঁদের জীবন ছিল তাঁরই জীবনের প্রতিফলন। তিনি এমন একটি সমাজ রেখে যান যার প্রতিটি দিকেই ছিল তাঁর জীবনের ছাপ। তাঁর নির্দেশনা, তাঁর শিক্ষা, তাঁর আদেশ সেই সমাজকে শুধুমাত্র তাঁর জীবদ্দশাতেই সমৃদ্ধ করেনি বরং তাঁর তিরোধানের পরও সেই সমাজকে আলোকিতও প্রভাবিত করেছে। তিনি এক নতুন সমাজ তৈরি করেন এবং কুরআনের শিক্ষার আলোকে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে নেতৃত্ব দেন, যা করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ করেছিলেন :

> হে রসুল, তোমার খোদার তরফ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দাও। তুমি যদি এটা না পৌঁছাও তবে কিন্তু তা পৌঁছে দেওয়ার হক তুমি আদায় করলে না (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬৭)।

www.pathagar.com

মহানবির

রসুল সা. শুধুমাত্র একজন দূত বা বাণীবাহক ছিলেন না যার দায়িত্ব শুধু আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছানো বরং তাঁর কাজের পরিধি বাণীবহন থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার কিতাব শিক্ষা দেওয়া মানুষের মাঝে আল্লাহ তায়ালার বিধান বুঝার মতো প্রজ্ঞা সৃষ্টি করা, তাদের পরিশুদ্ধ করা এবং তাদের কুরআনের আলোকে আদর্শ বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা, এসবই তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কুরআনের অনেক জায়গায় রসুল সা.-এর এসব দায়িত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সুরা বাকারায় যেখানে ইবরাহিম আ. নতুন রসুলের জন্য দোয়া করেছেন; সেখানে বলা হয়েছে :

> হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রসুল প্রেরণ করো যে তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান করবে এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বে। তুমি নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ (সুরা বাকারা, ২ : ১২৯)।

উপরোক্ত আয়াতে রসুলগণের চারটি প্রধান কাজের কথা বলা হয়েছে, যথা-

ক. মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছানো;

খ. তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার আইন শিক্ষা দেওয়া;

গ. জীবনকে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত পন্থায় পরিচালনার প্রজ্ঞাসম্পন্ন রূপে মানুষকে গড়ে তোলা;

ঘ. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা।

কাজেই রসুল সা.-এর জীবনের মিশন শুধু কুরআন প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনগণকে কুরআন ব্যাখ্যা করা এবং আল্লাহ তায়ালার পথে প্রতিনিয়ত চলার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়াও ছিল তাঁর দায়িত্ব। কুরআনের আরও কয়েকটি জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরও কয়েকটি দায়িত্বের কথা বলেছেন (দেখুন সুরা বাকারা, ২ : ১৫১; ৪৮ : ২৮; সুরা আহযাব, ৩৩ : ৪-৫; সুরা

www.pathagar.com

মায়েদা, ৫ : ৬৭; সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭; সুরা তাওবা, ৯ : ৩৩; সুরা আস সফ, ৬১ : ৯;)। এগুলো হচ্ছে যথা :

১. ইনজার অর্থাৎ করা;

২. তাবশির তথা সুসংবাদ দান;

৩. দাওয়া তথা আল্লাহ তায়ালার পথে ডাকা বা আহ্বান;

৪. তাবলীগ তথা যোগাযোগ;

৫. তাজকির তথা মনে করিয়ে দেয়া;

৬. তালিম তথা শিক্ষা দান;

৭. তিলাওয়াত তথা বাণী পড়ে শুনানো ও প্রচার;

৮. আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ;

৯. ইকামা তথা দ্বীন বা ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা;

১০. কিস্‌ত তথা ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করা;

১১. ইজহার তথা ঐশী আদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা;

১২. শাহাদাৎ তথা জনগণের সামনে সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ও তাদের জন্য সাক্ষী হওয়া।

এসব কাজ একই মিশনের অন্তর্ভুক্ত, যদিও এসবের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও গুরুত্ব রয়েছে।

রসুল সা.-এর আরও কর্তৃত্ব ছিল লোকজনের কাছে হালাল ও হারামের বিধান পৌঁছানো। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে এ কাজের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন :

> রসুল তোমাদের যা কিছু দান করেন তা হতে গ্রহণ করো। আর যে জিনিস হতে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা হতে বিরত থাকো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।

নিজের উপর অর্পিত এই দায়িত্ব পালনের জন্যই রসুল সা. তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মানুষের আচরণ পরিবর্তন করতে এবং একটি নতুন সমাজ গড়তে। এ

www.pathagar.com

জন্যই কুরআনে তাঁকে এমন মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যে মর্যাদা আর অন্য কেউ পায়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যে ব্যক্তি রসুলকে মেনে চলল সে মূলত আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করলো (সুরা নিসা, ৪ : ৮০)।

> হে নবি যেসব লোক তোমার নিকট বায়াত করছিল তারা আসলে আল্লাহ তায়ালার নিকট বায়াত করছিল। তাঁদের হাতের উপর আল্লাহ তায়ালার হাত ছিল (সুরা ফাতহ, ৪৮ : ১০)।

রসুল সা. যে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামত দিয়েছেন কোনো ইমানদার পুরুষ বা নারীর পক্ষে সে সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন, সন্দেহ অথবা কোনো ধরনের অননুমোদন বা অনাস্থার ভাবকে মনে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। তাদের সবাইকে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

> আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন তখন কোনো মুমিন বা মুমিনার সেই ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত দেবার কোনো অধিকার থাকবে না। আর যে লোক আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলের নাফরমানি করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত হল (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬)।

কুরআন মতে, আমাদের জন্য রসুল সা.-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ।

> প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার রসুলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং যে খুব বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করে (সুরা আহজাব, ৩৩ : ২১)।

■ সুন্নাহ অধ্যয়নে দিক-নির্দেশনা

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে এত হাদিস গ্রন্থ থেকে রসুলের সুন্নাহ কীভাবে খুঁজে বের করা যাবে। বস্তুত রসুল সা. শুধু কিছু কথা ও কাজের রেকর্ডই রেখে যাননি, তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর গড়া একদল মানুষ এবং একটি জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা। এই মানুষগুলোর জীবনের মাঝে এবং এই জীবন্ত সমাজের মাঝে আমরা

www.pathagar.com

রসুল সা.-এর সুন্নাহ খুঁজে পেতে পারি। রসুল সা.-এর ইন্তিকালের দেড় হাজার বছর পরও আজও উম্মাহর মাঝে যতটুকু ঐক্য, সাদৃশ্য ও মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা এই সুন্নাহরই অনুসরণের ফল।

আপনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের যে কোনো মসজিদে গিয়ে দেখুন সর্বত্রই নামাজের আসন ও দোয়াগুলো এবং ভাষা প্রায় অভিন্ন। আপনি যে কোনো মুসলমানের বাসায় গিয়ে দেখুন যে তারা প্রায় সবাই খাবার সময় ডান হাতে খাচ্ছে। এর কারণ তারা সবাই রসুলের সা.-এর সুন্নাহ অনুসরণ করছে।

এই উদাহরণগুলো খুব সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু আমি এই বিষয়গুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে সুন্নতের অনুসরণের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অতি সাধারণ ব্যবহারিক বিষয়গুলোতেও ঐক্যতা ও সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি মুসলমানরা সুন্নহ্‌কে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য না করতো, যদি সুন্নাহকে কুরআন থেকে পৃথক করে ফেলা হতো তাহলে মুসলিম সমাজ এই দেড় হাজার বছরের নানান উত্থান-পতন ও বিপর্যয়ের মুখে, নিজের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারতো না, সহজেই বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে মুসলমানদের সতন্ত্র পরিচয়কে লুপ্ত করতো। রসুলের সা. রেখে যাওয়া জীবন-ধারার অনুসরণ মুসলিম সমাজকে তার একটা নিজস্ব পরিচয় ও রং দিয়েছে।

পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষাপটে সুন্নাহ

পশ্চিমা সমাজে মুসলমানদেরকে এক বৈরী সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে অবস্থান করতে হয়। এই সমাজে থাকা বা না থাকা আপনার নিজের সিদ্ধান্ত। তবে যার জন্ম পাশ্চাত্যে তার জন্য তো আর অন্য কোনো বিকল্প উন্মুক্ত নেই। তাছাড়া পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কারণে অনেক মুসলিম দেশেও পশ্চিমা সাংস্কৃতিই প্রকৃত ইসলামি সংস্কৃতিও মূল্যবোধকে প্রতিস্থাপিত করছে। এ ধরনের বৈরী সমাজে ইমান নিয়ে টিকে থাকতে এবং সফল হতে আপনাকে ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিষয়ে দৃঢ় আস্থা ও সাহস রাখতে হবে। ইসলামি আদর্শ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আপনার প্রকৃত জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি নিহিত আছে জীবন সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে জীবনের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণার উপর। সুরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

এই কুরআনের হেদায়াত তারাই লাভ করবে যারা গায়েবে বিশ্বাস করে (সুরা বাকারা, ২ : ৪)।

কাজেই, ইসলামি সংস্কৃতির ভেতর প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা, রেসালাত, কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি অদেখা বিষয়কে বাস্তব বলে জানতে ও মানতে হবে। যদিও এগুলো সবই মানবিক অনুভূতিতে দেখা বা পরিমাপ করা যায় না।

অন্যদিকে পশ্চিমা যে সংস্কৃতি আজ বিশ্বায়নের নামে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তার মূল কথা হচ্ছে, যা কিছু চোখে দেখা বা পরিমাপ করা যায় শুধুমাত্র তা-ই বাস্তব। যা বস্তুগতভাবে দেখা বা মাপা যায় না তার কোনো পার্থিব মূল্য নেই। কাজেই এই দর্শনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ও ইসলামি মূল্যবোধ সরাসরি পরস্পর বিপরীত। এমন একটি পশ্চিমা সমাজে ইমান নিয়ে টিকে থাকতে হলে একমাত্র রসুলের জীবনাদর্শই আপনাকে সাহায্য করতে পারে। রসুলও একই ধরনের বৈরী পরিবেশ মোকাবেলা করেছিলেন। তিনি যখন হেরা গুহা থেকে আল্লাহ তায়ালার ওহি নিয়ে নেমে এলেন তখন তিনি সেই সমাজে পুনঃপ্রবেশ করলেন যে সমাজ ছিল তাঁর নতুন সংস্কৃতির প্রতি বৈরী। তাদের তিনি আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী জীবনকে পুনর্গঠন করতে বললেন। সেটাই ছিল তাঁর বৈরী সমাজ পরিবর্তনের মিশনের শুরু। তিনি বললেন, মানুষের সকল জ্ঞান, সকল সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানুষের সকল তৎপরতার কেন্দ্রে থাকতে হবে আল্লাহ তায়ালার অনুভূতি। এই আহবান ছিল সেই সমাজের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত। কাজেই বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য বৈরী সংস্কৃতির মাঝে কীভাবে ইমান নিয়ে সফলভাবে টিকে থাকা যায় তা বুঝতে আমাদের রসুলের সা. জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সুন্নাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ

সুন্নাহ শব্দের প্রায়োগিক অর্থ হলো যা কিছু রসুল সা. বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তার সব। সুন্নাহ শব্দ শুনলেই আমাদের অভ্যাসবশত মনে হয় এর অর্থ রসুল সা. ব্যক্তিগত জীবনে যেভাবে চলেছেন, যে পোশাক-আশাক পরেছেন, যেভাবে খাবার খেয়েছেন, অজু-গোসল করেছেন ইত্যাদি।

যদিও এসব তুলনামূলকভাবে সাধারণ অভ্যাসগত সুন্নাহগুলোকে খাটো বা গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই, তবু এই প্রসঙ্গে আমার রসুলের জীবন

www.pathagar.com

থেকেই একটি কথা মনে পড়ছে। একবার বহুদূর থেকে এক ব্যক্তি এবং তার পুত্র এলেন রসুল সা.-এর সাথে দেখা করতে। যখন তারা রসুলের ঘরে আসলেন তখন সম্ভবত দ্বিপ্রহরের গরমের কারণে রসুল সা. জামার বোতাম খোলা রেখে তাদের সাথে দেখা করলেন এবং হাত মিলালেন। ওই ব্যক্তি তাঁর লোকালয়ে ফিরে গেলেন। পরবর্তী জীবনে আর রসুলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তবে তিনি এবং তার পুত্র সবসময় জামার বোতাম খোলা রাখতেন, যদিও তারাও বুঝতেন যে এটা শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত কোনো কাজ নয়। তবুও এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে যখন আপনি কারো প্রেমে পড়বেন তখন আপনি চাইবেন সর্বতোভাবে তাকে অনুকরণ করতে। এটা স্বভাবিক এবং প্রশংসনীয়।

এখন আসুন প্রকৃত সুন্নাতের বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। আমরা সুন্নাতের অর্থ অনুধাবনের জন্য রসুলের সা. গোটা জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করব। আমরা লক্ষ্য করব হেরা গুহায় প্রথম আল্লাহ তায়ালার ওহি লাভের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কী করেছেন। ওহি লাভের পর কোন কাজ এবং কোন লক্ষ্য অর্জনে তিনি জীবন নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দাওয়াহ্ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছানো। তাঁর সমাজের মানুষকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করার আহবান। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন মানুষকে পরিশুদ্ধ করার ও তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ভালোবাসা তৈরি করার কাজে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি তাঁর মিশনের কথাই বলেছেন বা কাজ করেছেন। মক্কার পথে পথে, তায়েফের পথে-প্রান্তরে, বদর, অহুদ বা হুনায়েনের জেহাদের ময়দানে বা মদিনার পুরো কর্মময় সময়ে তাঁর জীবনের সকল কাজ কেন্দ্রীভূত ছিল দাওয়াতের লক্ষ্যে। এটাই তাঁর অত্যাবশ্যকীয় সুন্নাহ।

আপনার মিশন

বর্তমান যুগের মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম কাজ হচ্ছে দাওয়াহ। আপনার প্রতিদিনের কাজে এই সুন্নাহকেই আপনার হৃদয় ও মনে সবচাইতে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। আপনার সবচেয়ে বেশি সময় ও সম্পদ এই কাজেই নিয়োজিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : একটি বৈরী সংস্কৃতির প্রভাবসম্পন্ন সমাজে আপনার ইমান নিয়ে টিকে থাকতে হলে শুধু কিছু যুক্তির কথাই যথেষ্ট নয় বরং এজন্যে প্রচণ্ড আবেগ এবং নিজস্ব সংস্কৃতিক ও সভ্যতার প্রতীক ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সুন্নাহ্র অনুসরণ

www.pathagar.com

আপনাকে এই সভ্যতার প্রতীক দেবে এবং আপনার স্বতন্ত্র পরিচয় ঘোষণা করে আপনার ইমানকে রক্ষা ও মজবুত করবে।

তৃতীয়ত : আপনাকে মনে রাখতে হবে যে সুন্নাহর অনুসরণের আসল সময় হচ্ছে আপনার যৌবনে। যুব বয়সেই মানুষের সবচাইতে বেশি শক্তি ও স্পৃহা থাকে রসুল সা.-এর মিশন অনুযায়ী কাজ করার।

চতুর্থত : বর্তমান সমাজে যখন ইসলাম নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তখন আপনার জীবন হতে হবে ইসলামের বাস্তব উদাহরণ। ইসলাম মানবতার জন্য যে শান্তি ও কল্যাণের ঘোষণা দিয়েছে, রসুল সা. যেমনটি দেখিয়েছেন, আপনার জীবনে সেভাবে ইসলামের কল্যাণময় রূপকে মূর্ত করতে হবে। রসুল সা. ছিলেন রাহ্‌মাতাল্লিল আলামিন (জগৎসমূহের জন্য রহমত)। আপনার আচরণ যেন জগতবাসীর জন্য কল্যাণকর হয়।

রসুল সা. দয়ার এমন সাগর ছিলেন যে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পথ থেকে একটি কাঁটা সরাবে সে জান্নাতের দিকে চালিত হবে। যে একটি কুকুরের তৃষ্ণা মিটাবে সে জান্নাতের দিকে ধাবিত হবে। যে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রাখবে সে দোজখে ধাবিত হবে। এমনই ছিল তাঁর অনুসৃত পন্থা। আপনি শুধুমাত্র দয়ার এই গুণ অর্জন করেই মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

আমাদের জীবনে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে রসুলকে সা. সবার আগে এবং সবার উপরে স্থান দিতে হবে। আমাদের সকল ভালোবাসা সবার উপরে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

মানুষের সামনে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে তাঁর শেষ নবির সা. বাণী পৌঁছে দেওয়া আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আমাদের কথা, কাজ, কর্তব্যনিষ্ঠা, দয়া ও ভালোবাসার গুণের মাধ্যমে আমাদের সকল সহকর্মী, প্রতিবেশীকে বুঝাতে হবে ইসলাম কি? এবং রসুল সা.-এর মিশন কি?

অবএব এই কাজে রসুল সা.-এর দয়ার গুণ অনুসরণে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাঁর গুণ অর্জনের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত সুন্নাহ্ শেখাতে সক্ষম হবো। তখনই সম্ভবত আমাদের এই পৃথিবীর জীবন শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হয়ে দেখা দিবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহ্ তায়ালার পথে ব্যয়

আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে যা কিছু ব্যয় করবেন তার সবকিছুই আপনি অনেকগুণ বর্ধিত অবস্থায় ফেরত পাবেন। সর্বশক্তিমান এবং দয়াময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> আর আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, তাকে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তায়ালার কাছে সঞ্চিত মজুদরূপে পাবে। এটা অতীব উত্তম (সুরা মুজজাম্মিল, ৭৩ : ২০)।

অতএব আপনি দানশীল হন। যা কিছু আপনি নিজের জন্য ব্যয় করছেন তা আপনার পৃথিবীর সাময়িক জীবনের জন্য আর যা কিছু আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করবেন তা আপনার আখেরাতের অন্তহীন জীবনের জন্য। কাজেই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে আপনার নিজের কল্যাণের জন্যই দান করুন।

দান বা সাদকা বাধ্যতামূলক নয়। বাধ্যতামূলক হচ্ছে আমাদের হালাল বা বৈধ সঞ্চয় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জাকাত দেওয়া, যা আপনার সম্পদকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ করে। বস্তুত জাকাত আপনার সম্পদ থেকে দরিদ্রদের প্রতি দান নয় বরং আপনার সম্পদে তাদের অধিকার। জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিশুদ্ধি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে নবি, তুমি তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো (সুরা তাওবা, ৯ : ১০৩)।

> আর তা হতে (দোজখের আগুন) দূরে রাখা হবে কেবল সেই ব্যক্তিকে যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে (সুরা লাইল, ৯২ : ১৮)।

পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ হচ্ছে হৃদয়ের বা আত্মার রোগ আর সেই রোগের প্রতিষেধক হচ্ছে সাদকা। সাদকা হচ্ছে এক ধরনের জিকির যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সকল সম্পদ আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে এবং এটা আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাময়িক ঋণের মতো, যার

www.pathagar.com

মেয়াদ শেষে যথাযথ হিসেব মালিককে দিতে হবে। এই ঋণ আমাদের নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণে এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয়

দরিদ্র মিসকিন মানুষের জন্য দান করাকে কুরআনে উঁচুমানের ইবাদত এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রসুল সা. ঘোষণা দিয়েছেন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছের মানুষ, সে বেহেশতের নিকটে, জনগণের কাছে এবং দোজখ থেকে দূরে অবস্থান করে। অন্যদিকে একজন কৃপণ লোক আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, জনগণ থেকে দূরে কিন্তু দোজখের নিকটতর। আল্লাহ তায়ালা একজন দানশীল অজ্ঞ লোককেও কৃপণ ধার্মিক লোকের চাইতে বেশি পছন্দ করেন (তিরমিজি)।

আপনি অবশ্যই আপনার দানের বিনিময়ে দান গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করবেন না। কখনও যেন আমরা এটা আশা না করি যে দান গ্রহণকারী ব্যক্তি আমদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এবং দানের বিনিময়ে কিছু প্রদান করবে, বরং আমরা আল্লাহ তায়ালার পথে দান করেছি এবং তাঁর কাছ থেকেই প্রতিদান বা পুরস্কার প্রত্যাশা করবো। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

> হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করে দিও না যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে (সুরা বাকারা, ২ : ২৬৪)।

আমাদের দান-সাদাকা হতে হবে কর্যে হাসানা যা শুধু আল্লাহ তায়ালার পথে কোনো লাভ বা প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে করা হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> এবং (তারা) আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও কয়েদিকে খাবার খাওয়ায়। (আর) তাদেরকে বলে আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্যই খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের নিকট হতে না কোন প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা (সুরা আদ দাহর, ৭৬ : ৮-৯)।

এমন দাতাদের আল্লাহ তায়ালা নিজে পুরস্কৃত করেন। আর জগতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিদান বা পুরস্কারের চাইতে শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার আর কে দিতে পারবে? বরং আমাদের দান-সাদকার বিনিময়ে দুনিয়াবি সুবিধা খোঁজার পরিবর্তে আমাদের

www.pathagar.com

উচিত হবে আমাদের দান গ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কারণ, তারা আমাদের দান গ্রহণ করে আমাদের আল্লাহ তায়ালার সাথে কারবার করার সুযোগ দিয়েছেন যিনি বিনিয়োগের সাতশ গুণ লাভ দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই রূপ : যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা হতে সাতটি শীষ বের হলো আর প্রতিটি শীষে একশতটি দানা (সুরা বাকারা, ২ : ২৬১)।

শুধু একবার চিন্তা করুন যদি দুনিয়ার কোনো কোম্পানি শেয়ার বাজারে এমন আকর্ষণীয় মুনাফার শেয়ার বিক্রি করতো তবে আপনি আপনার সর্বশেষ সম্পদ পর্যন্ত বিনিয়োগ করে সেই শেয়ার কিনতেন। আল্লাহ তায়ালার পথে এভাবে সর্বস্ব বিনিয়োগ করার জন্য শুধু দরকার এতটুকু ইমান যা আপনাকে পরকালের প্রতিদান সম্পর্কে নিশ্চিত করবে। এ ধরনের ইমানদারদের আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করছেন এই বলে,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান এবং মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন (সুরা তাওবা, ৯ : ১১১)।

যখন একজন মুমিন এই বিশ্বাস অর্জন করে যে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান সে পাবে আখেরাতে তখন তার হৃদয় এত প্রশস্ত হয় আর তার চতুর্পাশের লোকদের প্রতি সে এত উদার হয় যে তার দানশীলতা কোনো সীমা মানে না। এর প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালা তাকে চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিচ্ছেন।

> আসলে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। যে লোক (খোদার পথে) ধন-মাল দিল, (খোদার নাফরমানী হতে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দিবো। আর যে কার্পণ্য করলো, (আল্লাহ তায়ালার প্রতি) বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি শক্ত ও দুষ্কর পথকে নির্দিষ্ট করে দিবো (সুরা লাইল, ৯২ : ৪-১০)।

আমাদের প্রিয় রসুল সা. ছিলেন তাঁর সমাজের সবচাইতে দানশীল মানুষ। তাঁর অনুপম দানশীলতা ও মানুষের প্রতি দরদ সেই সমাজের মানুষের হৃদয়কে জয় করেছিল এবং তাদের ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসেছিল। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দাওয়াহ্ কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ইমাম বুখারি রহ. রসুল সা.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবি জাবির রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের

www.pathagar.com

রসুল সা. তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইতে আগত কোনো ব্যক্তিকে কখনও সরাসরি না করেননি। রসুল সা. নিজেই বলেছেন, যদি আমার কাছে পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও থাকতো তাহলেও আমি তা থেকে শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের টাকা ছাড়া অন্য তিনদিনের বেশি চলার মতো সম্পদের অতিরিক্ত জমা রাখতাম না, সবই দান করতাম (বুখারি)। রসুল সা.-এর সমুদ্র পরিমাণ দানশীলতা হোক আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থব্যয়

চতুপার্শ্বের মানুষের জন্য যথা পরিবার, আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র ব্যক্তি, এতিম, বিপদগ্রস্তদের জন্য ব্যয় হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় তথা ইনফাক ফিসাবিলিল্লাহর একটি ধরন। এর আর একটি ধরন হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থব্যয়। ইসলামের জন্য অর্থব্যয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দিবে (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ১১)।

আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার উদারতা লক্ষ্য করুন! আমাদের সকল সম্পদই তো তাঁর দান এবং তাঁর একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত। যে কোনো সময় তিনি তা নিয়ে নিতে পারেন। কোনো বিনিময় ছাড়াই তিনি আমাদের কাছে এটা ফেরত চাইতে পারেন। অথচ দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাঁরই দেওয়া সম্পদ আমাদের কাছ থেকে কিনে বা ঋণ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে আমাদের আখেরাতে আরও লাভবান হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন।

ইসলামের জন্য যখন আমাদের কিছু দান করার কথা বলা হয়, আমাদের তখনকার আচরণের কথা চিন্তা করুন। বস্তুত আমরা আসলেই কৃপণ। ইসলামের জন্য ব্যয়ের প্রশ্ন আসলে আমরা আমাদের বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি, পোষাক জন্য বা খাদ্যের জন্য যা খরচ করি তার শতভাগের একভাগও খরচ করতে চাই না। সুরা আল-হাদিদে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে, যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে, প্রকৃত ইদমানদার হতে এবং তাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পথে বিনিয়োগ করতে আহবান জানিয়েছেন। আর সর্বশেষে তিনি মুসলমানদের বলেছেন আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম ঋণ দিতে যা তিনি বহুগুণে বর্ধিত করে পুরস্কারসহ ফিরিয়ে দেবেন। এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দিবে, উত্তম ঋণ? যেন আল্লাহ তায়ালা তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন এবং তার জন্য অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে। সেদিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে দৌড়াতে থাকবে। (তাদেরকে বলা

www.pathagar.com

হবে যে) আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্য। জান্নাতসমূহ হবে তাদের আবাস যে সবের নিচে ঝর্নাধারাসমূহ প্রবাহমান হয়ে থাকবে, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বড় সাফল্য। সেইদিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মুমিন লোকদেরকে বলবে, আমাদের দিকেও একটু দেখো, যেন আমরা তোমাদের আলো হতে কিছুটা উপকার লাভ করতে পরি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে তোমাদের জন্য নূর সন্ধান করে নাও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে যাতে একটি দুয়ার থাকবে। সেই দুয়ারের ভিতর রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আজাব।

তারা মুমিন লোকদের ডেকে ডেকে বলবে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মুমিনগণ জবাব দিবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করেছ। সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এসে গেল। আর শেষ পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদের আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকলো।

কাজেই আজ না তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় কবুল করা হবে, আর না সেই লোকদের হতে যারা প্রকাশ্যে কুফরি করেছিল। তোমাদের ঠিকানা, চূড়ান্ত আশ্রয় জাহান্নাম। সেই জাহান্নামই এখন তোমাদের আশ্রয় এবং কতই না নিকৃষ্ট এই পরিণতি।

ইমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের ছিল আল্লাহ তায়ালার জিকিরে এ বিগলিত হবে এবং তাঁর নাজিল করা মহাসত্যের সম্মুখে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মতো হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাতে তাদের দিল শক্ত হয়ে গিয়েছে, আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে রয়েছে?

> ভালোভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা ভূপৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। আমরা তোমাদের নিদর্শনসমূহ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছি। সম্ভবত তোমরা অনুধাবন করবে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা দান খয়রাত করে এবং যারা আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম ঋণ দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আর তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিফল রয়েছে (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ১২-১৮)।

www.pathagar.com

উপরের আয়াতসমুহে কেয়ামত তথা হাশরের দিনের এক প্রাঞ্জল চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এখানে দু-ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে একদল মানুষ হচ্ছে প্রকৃত ইমানদার আর অপর একদল হচ্ছে তারা যারা দুর্বল ইমানের, সন্দেহপ্রবণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ওয়াদা পূরণে কপট।

প্রথম আয়াতে ইমানদার নারী-পুরুষদের কথা বলা হয়েছে। তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ তারা একটি নুর বা আলো লাভ করবে যা তাদের ডানপাশে থাকবে। সেই আলোর নির্দেশনায় তারা তাদের লক্ষ্যপানে পথ চলবে। যে পথের শেষে তারা সৌন্দর্যময় বাগ-বাগিচা ভরা চিরস্থায়ী বেহেশত লাভ করবে। এটা হচ্ছে মানুষের বোধগম্য সর্বোচ্চ সাফল্য।

এই আয়াতের পর্যালোচনায় প্রথমে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হচ্ছে এখানে ইমানদার নারী এবং পুরুষ উভয়কে আলাদাভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে দায়িত্বপালন এবং তার প্রতিদানে পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো প্রভেদ নেই। জীবনে সফল ইমানদার নারী এবং পুরুষ উভয়েই সেইদিন নুর লাভ করবে।

অতঃপর কুরআন দ্বিতীয় দল সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এরা হচ্ছে সেই নারী এবং পুরুষ যারা কৃপণ, দ্বিধান্বিত বা মুনাফিক এবং যারা হাশরের দিনে নুর থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধরনের দ্বিধান্বিত মানুষ যারা দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেনি, তারা সেদিন নুরের জন্য ইমানদার লোকদের শরণাপন্ন হবে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দ্বিধান্বিত ইমানের দাবিদার, কৃপণ আর প্রকৃত ইমানদারদের মাঝে এক পার্থক্যকারী প্রাচীর সেদিন তাদের পৃথক করে রাখবে। ইমানদাররা চাইলেও তাদের নুর কৃপণদের মাঝে বিতরণ করতে পারবে না। ইমানদাররা আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে আর কৃপণ, মুনাফিকরা আল্লাহ তায়ালার রোষানলে পড়বে। সেদিন এই দুই দল মানুষে যে কথোপকথন হবে তা ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন এভাবে : মুনাফিক এবং কপট লোকেরা বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে জুমার নামাজে যেতাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে নামাজের জামাতে ও দোয়ায় শামিল হতাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে সমাজের অন্যান্য কাজেও শামিল হতাম না? আমরা কি জেহাদের ময়দানে তোমাদের পাশে থাকিনি? অতএব আজ

www.pathagar.com

কেন তোমরা আমাদের পেছনে ফেলে যাচ্ছ? এ অবস্থায় প্রকৃত ইমানদারগণ জবাব দিবে, হ্যাঁ একথা ঠিক তোমরা আমাদের সাথে ছিলে। কিন্তু তোমরা শুধু উপরে উপরেই আমাদের সাথে ছিলে। নিবেদিতপ্রাণ ও আন্তরিকভাবে তোমরা আমাদের সহযাত্রী ছিলে না। তোমরা সততঃই পার্থিব সুখ ও চাকচিক্যকে জীবনে বেশি আপন ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলে। তোমরা নিছক তোমাদের পরিবারের স্বার্থে বেশি সচেতন ছিলে, বেশি নিবেদিত ছিলে পার্থিব সম্পদ অর্জনে। জীবনকে আরও সুখময় করতেই তোমরা সচেষ্ট ছিলে। কাজেই যখন এসব পার্থিব বিষয় অর্জনই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে পড়ল তখন তোমরা সত্য পথ থেকে সরে এই পরিণতির দিকে অগ্রসর হলে। বস্তুত তোমরা ছিলে দ্বিধান্বিত ও আল্লাহ তায়ালার পথ অনুসরণে পশ্চাৎপদ।

যদি আমরা পুরো দৃশ্যটার উপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখবো সেখানে দু'দল লোকের মাঝে সৃষ্ট দেয়ালে একটি দরজার অস্তিত্বের উল্লেখ পরোক্ষভাবে আছে। যদি আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আখেরাতে যা ঘটতে যাচ্ছে তা দুনিয়ায় আজ যা ঘটছে তার ফল। তবে আমরা অনুভব করতে পরি যে আজকের জীবনেও প্রকৃত মুমিন আর দ্বিধান্বিত ইমানের কপট মানুষকে পৃথককারী দেয়ালের অস্তিত্ব আছে। তবে আখেরাতের দেয়ালের সথে এই দেয়ালের পার্থক্য এই যে এখানে একটি দরজা রয়েছে যার মধ্যদিয়ে দুর্বল ইমানের মানুষ সবল ইমানের মানুষের কাছে এসে ইমানদার হতে পারে। মৃত্যুর পর যে দরজার অস্তিত্ব থাকে না।

যদি আজ কেউ সিদ্ধান্ত নেয় যে সে দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত ইমানদারদের দল থেকে খাঁটি ইমানদারদের দলে শমিল হবে তবে তার দুটো জিনিস থাকতে হবে : একটি হচ্ছে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি (নিয়ত) এবং অন্যটি হচ্ছে সক্রিয় পদক্ষেপ মাত্র এ দুটো জিনিসই আপনাকে কপট ইমানদারদের দল থেকে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত দলে শামিল করার জন্য যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে দেয়ালের মাঝের দরজা দিয়ে ঢুকবার উপযুক্ত সময় আজ এবং আজই; আগামীকাল নয়। কারণ আগামীকাল এই দরজা উন্মুক্ত নাও থাকতে পারে। আজ যদিও দুর্লজ্য প্রাচীর নিষ্ঠাবান ইমানদারদের কপট লোকদের থেকে এবং দানশীলদের কৃপণ থেকে পৃথক করে রেখেছে তবুও ইমানের পাশে যাওয়ার দরজা (যথা তওবা ও ইস্তিগফার) খোলা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার পথে প্রত্যাবর্তনের এবং নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরজাও উন্মুক্ত।

www.pathagar.com

অতএব এখনই সময় আপনার নিজেকে ইসলামের পথে নিবেদিত করে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান মুসলিম হওয়ার। আপনাকে অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার গোটা জীবন আল্লাহ তায়ালার পথে নিবেদিত করতে পর্যাপ্ত সময়, মানোযোগ, হৃদয় এবং মন দিতে হবে। আপনার ক্ষমতা জ্ঞান ও বুদ্ধির সব দরজা যথা বলার ক্ষমতা, লেখনি, চিন্তাশক্তি ও প্রজ্ঞা সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করতে হবে। শুধুমাত্র তখনই আপনি ইমানের সর্বোচ্চ ধাপে উপনীত হতে পারবেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা (খোদার পথে) সেইসব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২)।

ছোট-ছোট দান

কোনো দানকেই যেন আমরা ক্ষুদ্র মনে করে অবহেলা না করি। এমনকি অপর মুসলিম ভাই বা বোনের সাথে সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে থাকা, বা কাউকে একটি মিষ্টি কথা বা উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলাও সাদকার উত্তম উদাহরণ। আদী ইবনে হাতেম তায়ী বলেছেন যে রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই একদিন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেইদিন তাদের ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না। কোনো অনুবাদকও থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন, আমি কি তোমাদের কাছে আমার বাণীবাহক রসুল প্রেরণ করিনি? তারা জবাব দিবে অবশ্যই! আল্লাহ তায়ালা আরও বলবেন, আমি কি তোমাদের অনুগ্রহ করিনি এবং সম্পদশালী করিনি? তারা জবাবে বলবে অবশ্যই হে আল্লাহ তায়ালা! তখন তারা তাদের ডানদিকে তাকাবে এবং শুধুমাত্র জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তাদের বামদিকে তাকাবে এবং শুধুমাত্র জাহান্নামই দেখবে। অতঃপর রসুল সা. বললেন, এই জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো, যদি তা একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়েও হয়। আর যদি কারও কাছে তাও পর্যন্ত না থাকে তবে সে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে তা করে (বুখারি)।

কিছু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এতো সংকীর্ণ যে তারা একটি সুন্দর বা দয়ালু শব্দ উচ্চারণ করে না। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বলেছেন, তোমরা ক্ষুদ্রতম কোমলতা বা

www.pathagar.com

দয়াকেও বর্জন করবে না, এমনকি এটা যদি হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি-খুশি মুখে সাক্ষাৎ করা (মুসলিম)।

একটি উত্তম বা সুন্দর কথা বলতে একটি পয়সাও খরচ হয় না। অথচ আমরা এতই কৃপণ যে আমরা দয়ার, প্রশংসার বা উৎসাহের একটি শব্দও উচ্চারণ করতে চাই না। যদি আমরা এমন দয়া ও ভালোবাসাময় আন্ত-ব্যক্তি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পরি তবে তা আমাদের সংসারে ও প্রতিবেশীদের (মুসলিম ও অমুসলিম) মাঝে বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে সমাজকে আরও সুখী করবে।

দানের ধরন

আপনার জীবনে চলার পদ্ধতি দু'ধরনের যে কোনো একটি হতে পারে। একধরনের জীবন পদ্ধতি হচ্ছে আপনি সবসময় শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধারেই সচেষ্ট থাকবেন, আত্মস্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা আপনার হৃদয়ে স্থান পায় না। আর এক ধরনের জীবন পদ্ধতি হচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি সব সময় অন্যের ভালো করার চেষ্টা করবেন, এমনকি আপনার নিজস্বার্থ ত্যাগ করে হলেও। এই দুটো হচ্ছে বিপরীতমুখী দুটো জীবন দর্শন। এখন আল্লাহ তায়ালার পথ হচ্ছে ত্যাগের পথ। রসুল সা. এই দুটো জীবন দর্শনের তুলনা করেছেন এভাবে, কৃপণ এবং দানশীল লোকের উপমা হচ্ছে এমন দু'জন লোক যাদের বুক থেকে কণ্ঠস্থি (Clavicle/Collarbone) পর্যন্ত লৌহবর্ম পরা আছে। যখন দানশীল ব্যক্তি দান করে কখন তার বর্ম প্রসারিত হয়ে তার হাত এবং আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে যখন কৃপণ ব্যক্তি কোনো কিছু দান করার কথা চিন্তা করে তখন তার বর্মের প্রতিটি জোড়া তার বুকের উপর চেপে বসে। সে এটাকে ঢিল করার চেষ্টা করলেও তা পারে না (বুখারি, মুসলিম)।

ধন-সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পাওয়া বরকত বা উপহার যদি তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। অন্যথায় এটা হতে পরে আমাদের ভয়াবহ শত্রু বা অভিশাপ। যখনই আমরা এটা অনুধাবন করবো যে আমাদের সমস্ত সম্পদই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এবং এর যথাযথ ব্যয়ের উপরই আমাদের আখেরাতের পুরস্কার প্রাপ্তি নির্ভর করছে তখনই আমাদের পকেটের অর্থদান আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তখন দান এবং কুরবানি হবে আনন্দের বিষয়, বোঝা নয়।

www.pathagar.com

আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা ব্যয় করি বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ার জন্য। যদিও এর সবই স্বীকৃত ও বৈধ। তবুও মনে রাখতে হবে যে আপনি একরুমবিশিষ্ট একটি বাড়ি করতে পারেন কিন্তু আপনি মাত্র একটি রুমেই ঘুমুতে পারবেন। আপনার ওয়ারড্রোবে একশত সেট পোষাক থাকতে পারে। কিন্তু আপনি একবারে একসেট পোশাকই পরতে পারেন। আপনার ডাইনিং টেবিলে ১০০ ডিশভর্তি রকমারি খাবার থাকলেও আপনি শুধু এক পেন্টটই খেতে পারবেন। এর বেশি খেলে আপনার বদহজম অনিবার্য। সেই হাদিসের কথা মনে রাখবেন : সচ্ছলতা মানে এই নয় যে অসংখ্য ধরনের সুযোগ অবারিত, বরং এর মানে আত্মার সচ্ছলতা (বুখারি)। যত অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য আপনাকে মোহাচ্ছন্ন করে তার সবই জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে নবি, বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যা তোমরা উপার্জন করেছো, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ করো তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. এবং খোদার পথে চেষ্টা-সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না (সুরা তাওবা, ৯ : ২৪)।

দুনিয়াপ্রীতি

আমি এমন কথা বলছি না যে আপনারা এ পৃথিবীর জীবন উপভোগ করবেন না বরং আমরা অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করবো আমাদের তথা মানবজাতির জন্য পৃথিবীকে সুখময় ও নিরাপদ করতে। কোনো সুখ বা উত্তম বিষয় বিনাশ্রমে অর্জিত হয় না। হজরত অবুবকর সিদ্দিক রা. বলেছেন, তোমার দ্বীন (ধর্ম) হচ্ছে তোমাদের ভবিষ্যৎ। তোমার অর্থ তোমার জীবিকা। কোনো মানুষের টাকা-পয়সাবিহীন হওয়ার মধ্যে উত্তম কিছুই নেই। অতএব আমাদের যথাযথভাবেই এ জীবন পরিচালনা করা উচিত। জীবনের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালাও আমাদের জীবনকে ভালোবাসতে বলেছেন,

www.pathagar.com

> আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের ঘর বানানোর চিন্তা করো, অবশ্য দুনিয়া হতেও নিজের অংশ নিতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না (সুরা কাসাস, ২৮ : ৭৭)।

এ ছাড়া রসুল সা. বলেছেন, আমাদের সম্পদ আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধিতেও সাহায্য করতে পারে। খোদা সচেতনতা রক্ষায় সম্পত্তি উত্তম সাহায্যকারী" (কানজ আল উম্মাল)। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের যে কেউ বৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ লাভ করে এবং বৈধভাবে তা ব্যয় করে তার জন্য এই সম্পদ উত্তম সাহায্যকারী (মুসলিম)।

> কাজেই জীবনকে সুন্দর করার উপকরণ অর্জন করায় কোনো দোষ নেই, শুধুমাত্র দুনিয়াপ্রীতি যেন আমাদের পেয়ে না বসে। যতক্ষণ আমরা আখেরাতে আমাদের নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করতে না পারি, ততক্ষণ পৃথিবীতে আমাদের সত্যিকার আনন্দ উপভোগের কিছু নেই। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একটি কথা প্রায়ই বলতেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে কিছুই দিবেন না তার দুনিয়ার জীবনে ভালো বলে কিছুই নেই, যে জীবনের জন্য আমাদের আকর্ষণ বোধ করতে হবে তা হচ্ছে আখেরাত। এটা অর্জন তখনই করা যাবে যখন আমরা আর সব কিছুর চাইতে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবি সা. কেই বেশি ভালোবাসবো (সুরা বাকারা, ২ : ১৬৫)।

এর মাধ্যমেই আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় স্থানেই সুখী হতে পারবো। একবার একজন সাহাবি রসুল সা.-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে এমন উপায় বলুন, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা এবং অন্যান্য মানুষেরও ভালোবাসা অর্জন করতে পারবো। তখন রসুল সা. বললেন, দুনিয়াকে ব্যাগ্রভাবে কামনা করো না তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের সম্পদ কামনা করো না তাহলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে (বুখারি)।

কত টাকা বা কত সম্পদ আপনার মালিকানায় আছে সেটা আল্লাহ তায়ালার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই অর্থ বা সম্পদের মোহ আপনার মাঝে কতটুকু। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত দেখতে চান। কারো যদি মাত্র

www.pathagar.com

এক পাউন্ড থাকে আর তার হৃদয়ও সেই এক পাউন্ডেই নিবদ্ধ থকে তবে সেই লোক দুনিয়াদার, পক্ষান্তরে কারো এক লক্ষ পাউন্ড আছে কিন্তু তার মন তাতে নিবদ্ধ নয়, বরং সে খোদার পথে এর যে কোনো অংশ ব্যয়ে প্রস্তুত তবে সে দুনিয়াদার নয় বরং সে একজন আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন মানুষ। একইভাবে আপনি দশ পাউন্ড আয় করে তা থেকে পাঁচ পাউন্ড ব্যয় করেন আল্লাহ তায়ালার পথে, আল্লাহ তায়ালার চোখে এটা আর একজন যিনি এক লক্ষ পাউন্ড আয় করেন এবং তা থেকে একহাজার পাউন্ড ব্যয় করেন তার থেকেও উত্তম দান। কারণ, আপনি আপনার আয়ের অর্ধেক দান করছেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আয়ের একশ ভাগের একভাগ দান করছেন।

রসুল সা.-এর জামানায় মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা এত বাস্তবভাবে বিশ্বাস করতো যে তারা তাদের যাবতীয় সম্পদ রসুলের সা. সামনে এনে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে পেশ করতো। এই সাহাবাদের ত্যাগ সম্পর্কেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> এরা নিজেদের তুলনায় অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়-নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন (সুরা হাশর, ৫৯ : ৯)।

আপনি যদি সত্যই পরকালের পুরস্কার ও সুখের জীবন পেতে চান তবে আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে দান করুন। এটা হচ্ছে আমাদের দুনিয়াপ্রীতি থেকে মুক্ত হওয়ার এবং আখেরাতমুখী হওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। শুধু তাই নয়, এটা আত্মশুদ্ধি (তাজকিয়া) অর্জনেরও পথ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> এবং যারা নিজেদের ধনমাল খালিসভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোনো উচ্চভূমিতে একটি উর্বর বাগান, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে তাতে দ্বিগুণ ফল ধরে (সুরা বাকারা, ২ : ২৬৫)।

> যখন আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করবেন তখন আপনি যত বেশি দিতে পারেন দেবেন, তবে তা করবেন মধ্যমপন্থায়, ঠিক তাদের মতো যারা খরচ করলে না বেহুদা খরচ করে আর না কার্পণ্য করে; বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭)।

দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করার সময় দুটো বিষয়ে খুব সতর্ক থাকুন। একটি হচ্ছে অহংকার এবং অপরটি হচ্ছে প্রদর্শনেচ্ছা। অহংকারের সাথে দান আপনার সম্পদই খরচ করাবে বিনিময়ে আখেরাতে কিছুই দেবে না। আর প্রদর্শনীর জন্য দান আপনার

www.pathagar.com

নিয়তকে নষ্ট করে আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনার দানকে অর্থহীন করে দেবে। আপনার সম্পদ ধরে রাখার আর আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করার প্রবণতার মাঝে সংগ্রাম আপনাকে করে যেতে হবে তাঁর সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত। এটা হচ্ছে আপনার পার্থিব লোভ/তাড়না আর আল্লাহ তায়ালা প্রেমের মঝে চিরন্তন এক দ্বন্দ্ব।

এই দুনিয়া সৌন্দর্য এবং আকর্ষণে ভরা, কিন্তু মনে রাখবেন আখেরাতের সৌন্দর্য অকল্পনীয়, সীমাহীন। কুরআনে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার তুলনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> মানুষের জন্য তাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত ভালো আশ্রয় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে। বলো, আমি কি তোমাদের বলব এসবের চেয়ে অধিক ভালো জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য খোদার নিকট রয়েছে বাগ-বাগিচা যার নিচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্রা স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং খোদার সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪-১৫)।

অন্যদের ক্ষমা করা

> মানুষের প্রতি দয়া ও ভালোবাসাহীন সাদকার কোনো মূল্য নেই। একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো দুঃসহ ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সেই দান অপেক্ষা উত্তম যার পেছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা (সুরা বাকারা, ২ : ২৬৩)।

যারা প্রকৃত দানশীল তারা মানুষকে তাদের ভুলের জন্য মাফ করে দেয়। রসুল সা. আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, কেউ দান করলে তার সম্পদ কমে না। যে ক্ষমা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেশি সম্মান দান করেন এবং কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার পথে বিনয়ী হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে বড় করেন (মুসলিম)। কুরআনেও দান এবং ক্ষমা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

> সেই পথে প্রতিযোগিতা করে তীব্র বেগে চল যা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই খোদাভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সব সময়ই নিজেদের ধনমাল খরচ করে, দুরবস্থাতেই হোক আর সচ্ছল অবস্থাতেই হোক; যারা ক্রোধকে দমন করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদের আল্লাহ তায়ালা খুব ভালোবাসেন (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩-১৩৪)।

আল্লাহ তায়ালার পথে দান ক্রোধ দমন এবং ক্ষমার গুণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সবই এক বড় হৃদয় থেকে আসে। রসুল সা. বলেছেন, দুটি গুণ আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন, তা হচ্ছে ও বিনয় এবং দানশীলতা (বুখারি)। যখন আপনি বড় হৃদয় নিয়ে কাউকে ক্ষমা করেন তখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বেহেশত পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন,

> অবশ্যই যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে-এটা নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ৪৩)।

■ সারসংক্ষেপ

আপনি যাই খরচ করতে পারেন তা খরচ করুন আপনার পরিবারের ভরণপোষণে এবং দরিদ্রদের কল্যাণে। ইসলামের প্রয়োজনে দান করতে আরও উদার ও মুক্তহস্ত হোন। মনে রাখবেন ইসলামের পথে খরচের এখনই সময়। আপনার হাতের সব ধরনের সম্পদের ব্যবহার করুন; আপনার সময়, মনোযোগ, হৃদয়, মন, বাচনভঙ্গি, লেখনি, যুক্তি, বুদ্ধি, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দিয়েছেন তা তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করুন। দুনিয়ার প্রেম যেন আপানাকে গ্রাস না করে, আল্লাহ তায়ালার দয়া ও ভালোবাসা পেতে চাইলে মানুষকে ক্ষমা করতে শিখুন, তাদের প্রতি দয়ালু হোন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নয় বরং দুনিয়াপ্রীতি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করুন। তিনি আমাদের যে নেয়ামত বা সম্পদ দিয়েছেন তা তাঁর পথে ব্যয় করার তৌফিক দিন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষের উপর তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জগতের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু বিধান দিয়েছেন। পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, প্রতিবেশী (মুসলিম-অমুসলিম), চাকরিদাতা-চাকরিজীবী, এমনকি আমাদের পাশের প্রাণীকূলও আমাদের উপর অধিকার রাখে। তাদের বিষয়ে আমাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এই পরস্পরনির্ভর পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ তার অধীনস্তদের জন্য দায়িত্বশীল। তাদের ভালো-মন্দের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে মেষপালক (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেকে দায়ী তার মেষপালের (অধীনস্তদের) নিরাপত্তার জন্য। একজন শাসক তার জনগণের বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং তাদের কল্যাণের বিষয়ে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। একজন নারী (গৃহবধু) তার স্বামীর সংসার ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাদের কল্যাণের জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। কারো গৃহভৃত্য তার মনিবের সম্পদের জন্য দায়িত্বশীল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সতর্ক হও! তোমাদের সবাই (যার যার পরিমণ্ডলে) দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে (বুখারি, মুসলিম)।

কুরআনও আমাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদয় হতে আদেশ করেছে এভাবে :

> আর তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার বন্দেগি করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো; নিকটাত্মীয়, এতিম ও মিসকিনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে সেই গৌরবে বিভ্রান্ত। সেই সব লোককেও আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য আমরা অইমানকর আজাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি (সুরা নিসা, ৪ : ৩৬-৩৭)।

মানুষের দায়িত্ব ও অধিকার সংক্রান্ত ইসলামি শরিয়ার নৈতিক ও আইনী দায়িত্বসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : হক্কুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য এবং হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকূল তথা বিশ্বমানবতার প্রতি দায়িত্ব। দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণায় এসব দায়িত্বকে সহজ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু রসুল সা. আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে হাশরের ময়দানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে বাদী হয়ে তাঁর বান্দা ও সৃষ্টিকূলের প্রতি আমাদের দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। একটি হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে, রসুল সা. বলেছেন, যে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পরিচর্যা করোনি, বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু, আপনি বিশ্বজাহানের মালিক, আমি কীভাবে আপনার পরিচর্যা করবো? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক-অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিলো? অথচ তুমি তাদের দেখতে (পরিচর্যা করতে) যাওনি। তুমি কি জানতে না যে যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তবে তুমি আমাকে তার সাথে উপস্থিত দেখতে? আল্লাহ তায়ালা আরও বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আদম সন্তান বলবে, হে আল্লাহ তায়ালা! আপনি সারা বিশ্বজাহানের মালিক! আমি কীভাবে আপনাকে খাওয়াবো? জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমার কি মনে নেই, আমার অমুক-অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো এবং তুমি তাদের খাবার দাওনি? তুমি কি জানতে না যে যদি তুমি তাদের খাবার দিতে তবে নিশ্চিতই তুমি আমাকে তাদের মাঝে পেতে? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। আদম সন্তান আবারও বলবে হে আল্লাহ তায়ালা! আপনি তো গোটা জগৎমণ্ডলীর প্রভু। আমি কী করে আপনাকে পানি পান করাবো? আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলবেন : আমার অমুক অমুক বান্দা তোমার কাছে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি চেয়েছিলো কিন্তু তুমি তাদের পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাদের পানি পান করাতে তবে নিশ্চিতই তুমি তাদের মাঝে আমাকে পেতে (মুসলিম)।

www.pathagar.com

কাজেই আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবেই তাঁর বান্দার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনকে তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বলেছেন : সমস্ত সৃষ্টিকূল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পরিবার এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পরিবারের সাথে সদয় ও উত্তম ব্যবহার করে (বায়হাকি)।

আমলের রেজিস্ট্রার

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রসুল সা. বলেছেন, আমাদের সম্পাদিত সব কাজ তিনটি রেজিস্ট্রার লেখা থাকে : যথা

১. একটি রেজিস্ট্রার থাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরিক করা সংক্রান্ত অপরাধের তালিকা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে শরিক করলে সে অপরাধ কখনো ক্ষমা করেন না।

২. দ্বিতীয় রেজিস্ট্রার থাকে আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য বান্দার অধিকার ভঙ্গ সংক্রান্ত কর্মতালিকা। আল্লাহ তায়ালার অন্য বান্দার অধিকার নষ্ট করলে সেই বান্দা নিজে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তায়ালা সে অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না।

৩. তৃতীয় রেজিস্ট্রার থাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজের তালিকা যথা : নামাজ, রোজা ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি ক্ষমা করা না করার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সিদ্ধান্ত নেন।

কাজেই দ্বিতীয় রেজিস্ট্রারে লিখিত কাজগুলোর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কারণ যেখানে আল্লাহ তায়ালার অন্য সৃষ্টির অধিকার ক্ষুন্ন হয় সেখানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মাফ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ক্ষমা শুধু মাত্র সংশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আসতে পারে। এ বিষয়ে রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের যেই অন্যের মর্যাদা বা অধিকার বিষয়ে কোনো অন্যায় করে বসে সে যেন অবশ্যই হাশরের পূর্বেই তার ক্ষতিপূরণ করে বিষয়টির ফয়সালা করে। যদি তার কাছে ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে তবে যেন সে হাশরের পূর্বে ক্ষমা চেয়ে নেয়। এটা না করা হলে শেষ বিচারের সময় আল্লাহ তায়ালা তার নেক আমল কেটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির খাতায় দেবেন। যদি তার খাতায় পর্যাপ্ত নেক আমল না থাকে তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির গোনাহ তার খাতায় চাপানো হবে (বুখারি)।

www.pathagar.com

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব

আপনার নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আপনার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> হে ইমানদারগণ! নিজেকে এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর (সুরা তাহরিম, ৬৬ : ৬)।

আপনার পরিবারের প্রতি আপনার দায়িত্ব পালন অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যা সম্পাদনে আপনাকে যথেষ্ট চেষ্টা ও সময় দিতে হবে। এই কাজটুকু সহজতর, আরও ফলদায়ক ও আনন্দের হতে পারে যদি আপনি বিয়ের সময় রসুল সা. এর নির্দেশনা মতো জীবন সঙ্গিনী নির্বাচন করেন। জীবন সঙ্গিনী নির্ধারণ করার সময় সবার আগে আপনার নিয়তের পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করুন। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে আপনি বিয়ে করছেন, প্রথমত কুরআনী বাধ্যবাধকতা (সুরা নুর, ২৪ : ৩২-৩৩) পুরণের জন্য এবং এটা রসুলের সুন্নারও অনুসরণ। ইমাম বুখারি রা. উদ্ধৃত করেছেন যে রসুল সা. বিয়ে করতে সক্ষম যুবকদের দ্রুত বিয়ে করতে তাগিদ দিয়েছেন। বিয়ে আপনার নৈতিক পবিত্রতা রক্ষায় আপনাকে সাহায্য করবে। আরও আশা করা যায় যে এটা আপনার ইমান এবং ইসলামের প্রতি দৃঢ়-সংকল্প বাড়াবে। রসুল সা. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আরও বলেছেন, যে আল্লাহ তায়ালার দয়ায় ইমানদার স্ত্রী পায়, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তার অর্ধেক ইমান পূর্ণ করার সুযোগ দেন, আর তার খোদাভীতি তার ইমানের বাকি অর্ধেক পুরো করে দিবে (তাবারানি)। এই কথা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

আপনার জীবন সঙ্গিনী/সঙ্গী নির্বাচন যেন হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে। এজন্য জীবনসাথী নির্ধারণের আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। মনে রাখবেন আপনার এ সিদ্ধান্ত আপনার ও আপনার অনাগত সন্তানের জন্য বিনিয়োগ। রসুল সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, রূপ দেখেই মেয়েদের বিয়ে করো না, হতে পারে এই রূপ তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, সম্পদের জন্যই মেয়েদের বিয়ে করো না, হতে পারে এই সম্পদ তাদের গোমরাহিতে নিমজ্জিত করতে পারে। শুধুমাত্র তাকওয়া দেখেই তাদের বিয়ে করো। চওড়া ও বোঁচা নাকের কালো ইমানদার ক্রীতদাসীও (উপরের যোগ্যতাধারী ইমানহীন নারীর চেয়ে) উত্তম (ইবনে মাজাহ)।

www.pathagar.com

> এমন জীবন সাথী সন্ধান করুন যে আপনার নয়নের সুখ হবে। যে আপনার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং আপনাকে দাওয়াহ্ কাজে উৎসাহিত করবে (সুরা রূম, ৩০ : ২১)।
>
> এভাবে ইমানদার জীবনসাথী আপনার দাওয়াহ্ কাজে বরকত দেওয়ার পাশাপাশি আপনার ঘরকেও করবে আল্লাহ তায়ালার নুরে আলোকিত এবং ঘর হবে আপনার প্রেরণার উৎস (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৯)।

এজন্য কুরআনে আমাদের এই দোয়া করতে বলা হয়েছে,

> হে আল্লাহ তায়ালা! তোমার দয়ায় আমাদের জীবনসাথীকে আর আমাদের সন্তানদের আমাদের চক্ষুশীতলকারী বানিয়ে দাও। এবং আমাদের খোদাভীরু লোকদের জন্য উদাহরণ বানাও (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)।

আপনার জন্য যোগ্যতম জীবনসাথী নির্বাচন করার মাধ্যমেই কিন্তু আপনার নিজের বা পরিবারের প্রতি আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি বরং এক নতুন কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্বশীল জীবন শুরু হলো মাত্র। আপনি এক্ষেত্রে পরিবার প্রধান হিসেবে রসুল সা. যেভাবে চলেছেন তাঁকে অনুসরণ করে পরিবারের আর সবার কাছে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করুন। হজরত আয়েশা রা. বলেছেন যে রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম এবং তোমাদের মাঝে আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম (তিরমিজি)।

পরিবারের ভেতর স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমান দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই উভয়েই যেন পরস্পরকে তাদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> তারা তোমাদের জন্য পোশাক (স্বরূপ) এবং তোমরা তাদের পোশাক (স্বরূপ) (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৭)।

আপনার পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভালোবাসা আরও গভীর করতে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ আরও সমৃদ্ধ করতে আপনার বাড়িতে নিচের তিনটি কাজ চালু করুন :

প্রথমত- আপনার প্রতিদিনের কিছু নামাজ পরিবারের সদস্যদের সাথে জামায়াতে পড়ুন। রসুল সা. বলেছেন, মসজিদে তোমাদের ফরজ নামাজ আদায়ের পর তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের বাকি নামাজ বাড়িতে আদায় করো যাতে নামাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঘরকে রহমতের ছায়া দেন (মুসলিম)।

দ্বিতীয়ত-পরিবারের ভিতর যৌথভাবে কুরআন অধ্যয়নের জন্য একটি উসরা বা স্টাডি সার্কেল চালু করুন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কুরআন পড়ার বিষয়ে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

> স্মরণ রেখো খোদার আয়াত ও হেকমতপূর্ণ সেসব কথা যা তোমাদের ঘরে শুনানো হয়ে থাকে (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৪)।

লক্ষ্য রাখবেন যাতে সপ্তাহে অন্তত দু'বার এমন পাঠচক্র করা যায়। মনে রাখবেন যে রসুল সা. এর কাছ থেকে তাঁর বাড়ির লোকেরাই প্রথম কুরআনের বাণী শুনতে পেতেন। তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেই তিনি তাঁর মিশনের প্রথম পর্যায়ে (মক্কায়) মনোযোগ দিয়েছিলেন। কাজেই আপনিও এটা নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের ইসলামের শিক্ষা প্রদানে পর্যাপ্ত এবং কার্যকরী সময় দিয়েছেন।

তৃতীয়ত- পরিবারের সদস্যদের সাথে একসাথে খাবার অভ্যাস করুন। এটা পরিবারের সদস্যদের মাঝে সহজতম উপায়ে নিত্যদিনের বিষয়াদি আলাপের এবং ভাব বিনিময়ের সুযোগ এনে দেয়। সর্বোপরি, আপনার সংসারকে একটি পরম শান্তি ও স্বস্তির আবাস বানাতে আপনার জীবনকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনামুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ বানাতে সচেষ্ট হোন। জীবনের কিছু ভাবনা এবং চাপ আছে যা অনিবার্য এবং কখনো অপরিহার্য। যেগুলো আপনাকে সচেতন আর দায়িত্ববান করে। অবশ্য অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও শ্রম আপনার জীবন ও স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করবে। এটা আল্লাহ তায়ালার পথে আপনার কাজ করার যোগ্যতাকেও কমিয়ে দেবে। যদি আপনি আপনার প্রতিদিনের কাজের চাপকে আপনার বাড়িতে বহন করে নিয়ে যান তবে বুঝবেন আপনার কল্যাণের সবচেয়ে বড় উৎসকে আপনি ধ্বংস করছেন। আপনি প্রতিনিয়ত আপনাকে মূল্যায়ন করবেন আপনার পরিবারের সাথে আপনার কাজ ও দক্ষতা সম্পর্কে মতামত নিয়ে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে তাদের মত নিবেন-

১. লক্ষ্য রাখবেন যেন আপনি কর্মস্থলে বা পড়াশোনায় যে সময় ব্যয় করেন তা যেন আপনাকে আপনার পরিবারের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রাখতে বাধা সৃষ্টি না করে।

www.pathagar.com

২. আপনার পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার যে আপনি আপনার কর্মস্থলে বা অধ্যয়নে বা জীবনে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান।

৩. বাড়িতে আপনি যে সময়টুকু থাকেন তার বেশিরভাগ যেন পরিবারের সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াতেই ব্যয় হয়, তা যেন কাজ বা পড়াশোনায় বেশি ব্যয় না হয়।

৪. পরিবারের সকল বিষয়াদিতে পর্যাপ্তভাবে অংশ নিন যাতে পরবর্তীতে মনে কখনো এই অনুভূতি না আসে যে আপনি পরিবারে সময় কম দিয়েছেন।

৫. আপনার সময়কে ভারসাম্যপূর্ণভাবে আপনার পরিবার, মসজিদ, ব্যক্তিগত দায়িত্বের জন্য এবং অমুসলিমদের জন্য বণ্টন করুন।

৬. এটা নিশ্চিত করুন যে জীবনের সব ক্ষেত্রে যথা কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে, মসজিদে এবং অমুসলিমদের সাথে সর্বত্র আপনি একই নৈতিকমান বজায় রাখছেন।

৭. আপনার পরিবার যেন আপনার কাছে পার্থিব আর যে কোনো সম্পদ বা অর্জনের চাইতে বেশি মূল্যবান বিবেচিত হয়।

৮. আপনার যে কোনো সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারকে কতটা প্রভাবিত করে সে বিষয়ে মনকে সজাগ ও উন্মুক্ত রাখুন।

৯. আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে সংযোগ রাখুন এবং প্রত্যেকের আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে খোঁজ রাখুন।

১০. আপনার জন্য এটা কল্যাণকর যে মাঝে মাঝেই আপনি আপনার কাজ ও লেখাপড়া থেকে বিশ্রাম নিন। আপনার চারদিকের পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতার সাথে উপভোগ করুন।

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

পিতা/মাতা হিসেবে আপনি অবশ্যই আপনার সন্তানকে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে দেখবেন। রসুল সা. বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিম) নয় যে আমাদের শিশুদের প্রতি স্নেহশীল এবং প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় (তিরমিজি)। প্রকৃতপক্ষে যদি মানুষ শুধু এই একটি হাদিস তার জীবনে বাস্তবায়ন করে তবে সমাজ থেকে অনেক অশান্তি এবং দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

প্রতিটি শিশুর একটি সুন্দর নাম, উত্তম চরিত্র, উত্তম প্রশিক্ষণ, মানসম্মত শিক্ষা লাভের অধিকার এবং যৌবনে উপযুক্ত সঙ্গীর সাথে বিয়ের অধিকার রয়েছে। রসুল সা. আরও বলেছেন, পিতার পক্ষ থেকে সন্তানকে উত্তম শিক্ষা প্রদানের চেয়ে বড় কোনো উপহার হতে পারে না (বায়হাকি)।

পরিবারের মধ্যে পিতা এবং মাতা উভয়েরই তাদের শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মাঝে মায়ের আছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কারণ মা-ই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষক। মা যে ভালোবাসা এবং আবেগ দিতে পারেন পিতার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য পিতাকেও যথাসাধ্য প্রয়াস রাখতে হবে তার সন্তানকে সর্বোচ্চ কার্যকর সময় দেওয়ার এবং তাদের কাছে অনুপম আদর্শ মানুষের মডেল হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য। আর প্রকৃত প্রশিক্ষণ আসবে প্রথমত মায়ের স্নেহ, মমতা আর শিক্ষা থেকে।

লক্ষ্য রাখা উচিত যেন আমরা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেক সন্তানকে তার যাথাযথ প্রাপ্য যত্ন ও মনোযোগ দিতে সচেষ্ট থাকি। রসুল সা. এর আগমনের পূর্বের সমাজে মানুষ পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দিত। সেজন্য রসুল সা. আমাদের কন্যাদের প্রতি দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তোমাদের যে কেউ তার তিনজন কন্যা সন্তান বা বোনকে স্নেহের সাথে পালন করে বড় করে এবং তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রদান করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। একথা শুনে একজন সাহাবি বললেন যার দু'টি কন্যা সন্তান বা বোন রয়েছে তার বিষয়ে কি বিধান? জবাবে রসুল সা. বললেন, তাতেও হবে। কেউ জিজ্ঞেস করলেন যার মাত্র একটি রয়েছে তিনি বললেন, হ্যাঁ যদি মাত্র একটিও থাকে তবুও আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি কার্যকর (শারহ আল সুন্নাহ)।

এভাবেই রসুল সা. আমাদের সন্তানদের অধিকার এবং তাদের প্রতি দায়িত্বের কথা বলেছেন সাথে সাথে মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করি।

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

আল্লাহ তায়ালার প্রতি আপনার দায়িত্বের পরই আপনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আপনার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব। তাদের যথাযথ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দয়ার সাথে দেখাশোনা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> তোমার খোদা আদেশ করেছেন যে, তোমরা কারও ইবাদত করবে না কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন বা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদের (বিরক্তি সূচক) উহ্ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আপনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা এঁদের প্রতি রহম করো তেমনভাবে যেমনভাবে তারা স্নেহ-মমতার সাথে ছোটবেলায় আমাদের পালন করেছেন (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৪)।

এমনকি যদি আপনার মাতা-পিতা অমুসলিম হন এবং আপনাকে শরিয়ত বিরোধী কোনো কিছু করতে চাপ দেন, সেক্ষেত্রেও ভদ্রভাবে তাদের আদেশ অমান্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তাদেরকে আপনার ইমানের প্রতি সহনশীল নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভালোবাসাপূর্ণ মমতাময় এবং অনুগত সন্তান হয়েই আপনি তাদের কাছে সর্বোত্তমভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কুরআনের আদেশ এবং রসুল সা. এর সুন্নাহ্ আপনার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

এক্ষেত্রে কুরআন আমাদের যে পন্থা অবলম্বন করতে বলে তা হচ্ছে :

> আরো সত্য কথা এই যে, আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার হক বুঝবার জন্য নিজ হতেই তাগিদ দিয়েছি। তার মা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আরো দু'টি বছর লেগেছে তার দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই) আমার শুকর করো এবং নিজের পিতা মাতার শুকর আদায় করো। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে কাউকে শরিক করতে চাপ দেয়, তা হলে তাদের কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। (তা সত্ত্বেও)

www.pathagar.com

দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেই থাকো। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকের পথ যে আমার দিকে ফিরে আছে (সুরা লোকমান, ৩১ : ১৪-১৫)।

হাদিসেও একইভাবে মুসলমানদের প্রতি তাদের অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। একটি ঘটনায় দেখা যায় আসমা বিনতে আবুবকর রা. কে রসুল সা. তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সুব্যবহার করতে আদেশ করেছেন। একবার মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের শান্তিচুক্তি চলাকালীন আসমা বিনতে আবু বকর রা. এর মা তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। তখন রসুল সা. বললেন তিনি (আসমা) যেন তাঁর মাকে পূর্ণ আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেন (বুখারি, মুসলিম)।

মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

উখুয়াত ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি আদর্শিক বন্ধন যা মুসলিমদের একে অপরের সাথে আবদ্ধ করে (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)। রসুল সা. বলেছেন, ইমানের সর্বোচ্চ প্রকাশ হচ্ছে কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ তায়ালার তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসা থেকে বিরত থাকা (আহমাদ)। আপনার মুসলিম ভাই বা বোনের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি হবে নিম্নরূপ :

ক. **সদুপদেশ :** আপনি সবসময় আপনার অন্যান্য মুসলিম ভাইকে সদুপদেশ এবং সুপরামর্শ দেবেন। তাদের সৎপথে চালিত করবেন এবং তাদের শুভকামনা করবেন।

খ. **আত্মত্যাগ :** আপনি সর্বদা আপনার নিজের কল্যাণের চেয়ে আপনার ভাইয়ের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিবেন।

গ. **সুবিচার :** কুরআন আদেশ করছে আমরা যেন অপরের প্রতি সবসময় ন্যায়বিচার (আদল) এবং সহানুভূতি (ইহসান) প্রদর্শন করি।

ঘ. **উত্তম ব্যবহার :** আদল মানে যদি হয় আপনার ভাইকে তার প্রাপ্যটুকু দেওয়া তবে ইহসান মানে হবে তাকে প্রাপ্যের চাইতেও বেশি দেওয়া।

ঙ. **দয়া :** কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পরস্পরের প্রতি 'রাহমাহ' বা দয়া প্রদর্শন করতে বলেছে।

www.pathagar.com

চ. **ক্ষমা :** আপনার দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি আপনি ক্ষমাশীল হবেন তার মানবিক ভুলের বিষয়ে তাকে মাফ করবেন কারণ রাগ ইমানকে নষ্ট করে।

ছ. **ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা :** আপনি অবশ্যই আপনার দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি সর্বোচ্চ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাবেন।

জ. **পারস্পরিক নির্ভরতা :** আপনার দ্বীনি ভাই যেন তার প্রয়োজনের সময় আপনাকে কাছে পায় এবং আপনার উপর নির্ভর করতে পারে। তার সুখ-দুঃখ আর আপদ-বিপদে আপনি পাশে থাকবেন।

আপনার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় এবং তা ভেঙে যাওয়া রোধ করতে আরো কয়েকটি লক্ষ্যণীয় ও বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে :

১. তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা (সুরা বাকারা, ২ : ২২৯)।

২. তার জীবনের (প্রাণের) প্রতি শ্রদ্ধা রাখা (সুরা নিসা, ৪ : ৯৩)।

৩. আপনার কথায় কাজে, আপত্তিকর ভাষায় সে যেন মনে আঘাত না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১)।

৪. কখনো তার নামে গিবত করবেন না বা তার দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবেন না (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)।

৫. কখনও আপনার মুসলিম ভাইকে অপদস্থ বা বিব্রত করবেন না, খাটো করবেন না, অথবা তার ত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়াবেন না (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১)।

৬. এটা নিশ্চিত করুন যেন কোনোভাবে আপনি অন্য মুসলিম ভাইকে আঘাত না করেন বা তার ক্ষতির কারণ না হন। সর্বোপরি, কখনও তার প্রতি হিংসা অনুভব করবেন না (সুরা ফালাক, ১১৩ : ৫)।

আরও কয়েকটি কাজ যা আপনার মুসলিম ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও সংহত করবে তা হচ্ছে;

১. তার সম্মান মর্যাদা রক্ষা করে চলুন, তার দুঃখ-বেদনার শরিক হোন।

২. তার ভুল-ত্রুটি শুধরানোর জন্য বিনয়ী এবং আন্তরিকভাবে উপদেশ দিন। তার সাথে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করুন।

www.pathagar.com

৩. যখন তিনি অসুস্থ তখন সম্ভব হলে তার সেবা করুন এবং তাকে দেখতে যান। তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করুন।

৪. দেখা হলে সবসময় দরদভরা হাসিমুখে দ্বীনিভাইকে গ্রহণ করুন, উত্তম শব্দ প্রয়োগ করে তাকে সম্বোধন করুন।

৫. দেখা হলে বুকে জড়িয়ে ধরুন ও মোসাফাহা করুন।

৬. সুন্দর বিশেষণে বা নামে তাকে ডাকুন

৭. তার ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজ নিন, আপনার উদ্বেগের কথা জানান এবং যে কোনো প্রয়োজনে আপনার পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়ান।

৮. আপনার ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের জন্য তাকে মাঝে মাঝে উপহার দিন।

৯. আপনার প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্য বারবার তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

১০. যখনই সম্ভব তার সাথে পানাহার করুন।

১১. তার জন্য নিয়মিত দোয়া করুন।

১২. তার যে কোনো আহ্বানে স্নেহ-ভালোবাসার সাথে সাড়া দিন।

১৩. তার সাথে আপনার যে কোনো দ্বিমত বা দ্বন্দ্ব কোমলভাবে মিটিয়ে ফেলুন, প্রয়োজনে যথাসম্ভব ক্ষমাশীল হন।

১৪. সব সময় কুরআনের এই আয়াত মনে রাখবেন : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী-এরা পরস্পরের হেফাজতকারী বন্ধু। (এরা পরস্পরকে) যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে। নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত অবশ্যই নাজিল হবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ (সুরা তাওবা, ৯ : ৭১)।

■ মালিক ও শ্রমিকের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য

একজন উদ্যোক্তা (মালিক) হিসেবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর প্রতি সযত্ন হওয়া; তার জন্য উত্তম কাজের পরিবেশ তৈরি করা; এটা

www.pathagar.com

নিশ্চিত করা যে তাদের সকল কাজের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে : শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা পরিশোধ করো (ইবনে মাজাহ)।

রসুল সা. আরও বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন তিনি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন যে তার অধীনস্থ কর্মচারীর ন্যায্য বেতন ঠিকমতো পরিশোধ করেনি।

অন্যদিকে একজন কর্মচারী/শ্রমিক হিসেবে আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যে তার কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে (বায়হাকি)। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> তোমরা কাজ (আমল) করো, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল এবং মুমিনগণ সকলেই তোমার কাজের প্রতি লক্ষ্য করবেন (সুরা তাওবা, ৯ : ১০৫)।

মনে রাখবেন সেই খাবারই সর্বশ্রেষ্ঠ যা আপনার হালাল শ্রমে অর্জিত। কেউই তার নিজের হাতে অর্জিত খাবারের চাইতে উত্তম কিছু খেতে পারে না (বুখারি)।

প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব

মুসলিম-অমুসিলম নির্বিশেষে আপনার প্রতিবেশীদের আপনার উপর হক আছে। রসুল সা. বলেছেন, সেই ব্যক্তি ইমানদার নয় যে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটভরে খেয়ে ঘুমুতে গেল (বায়হাকি)। এভাবেই আপনার ইমানের মান এবং আখেরাতে আপনার ভাগ্য নির্ধারিত হবে আপনার প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে। আবু হুরাইরা রা. একটি হাদিসে বলেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি রসুল সা. কে বললেন : হে আল্লাহ তায়ালার রসুল অমুক ব্যক্তির ভালো নামাজী এবং দানশীল হওয়ার ব্যাপারে সুনাম আছে অথচ সে প্রায়ই প্রতিবেশীকে কটু কথা বলে কষ্ট দিয়ে থাকে। তখন রসুল সা. বললেন যে, সেই ব্যক্তি দোজখে যাবে। অতঃপর ওই ব্যক্তি আরও বললেন, হে আল্লাহ তায়ালার রসুল, আর এক ব্যক্তি ন্যূনতম পরিমাণ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে ও দান করে কিন্তু কখনও প্রতিবেশীকে কটু কথা বলে না তখন রসুল সা. বললেন যে সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাবে (আহমাদ, বায়হাকী)।

> কুরআনে প্রতিবেশীর এক বিশদ তালিকা দেওয়া হয়েছে (সুরা নিসা, ৪ : ৩৬-৩৭)।

www.pathagar.com

এর মধ্যে এক জাতীয় প্রতিবেশী হচ্ছে আপনার আত্মীয়। আর এক জাতীয় প্রতিবেশী হচ্ছেন অনাত্মীয় প্রতিবেশী। তৃতীয় আর এক রকম প্রতিবেশী হচ্ছেন যারা চলা ফেরার সময় সফর সঙ্গী, যদি তা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যও হয়। এই তৃতীয় ধরনের প্রতিবেশীর মধ্যে অনেক মানুষই অন্তর্ভুক্ত। যখন আপনি ট্যাক্সি, বাস, ট্রেন অথবা বিমানে ভ্রমণ করেন তখন আপনার পাশের যাত্রী আপনার প্রতিবেশী। যখন আপনি অফিসে কাজ করেন তখন আপনার সহকর্মী আপনার প্রতিবেশী। যখন আপনি স্কুল-কলেজে পড়েন তখন আপনার সহপাঠী আপনার প্রতিবেশী। এক সাহাবির প্রশ্নের উত্তরে রসুল সা. প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বের এক বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। যদি তোমার প্রতিবেশী তোমার কাছে ঋণ চায় তবে তুমি তাকে ঋণ দাও; যদি সে তোমার সাহায্য চায় তবে তুমি তাকে সাহায্য করো; যদি সে অসুস্থ হয় তবে তুমি তাকে দেখতে যাও; যদি সে অভাবে পড়ে তবে তুমি তার অভাব পূরণে যথাসাধ্যে সাহায্য করো; যদি তার কোনো ভালো খবর আসে বা কোনো সাফল্য লাভ করে তবে তুমি তাকে মোবারকবাদ জানাও; যদি তার উপর কোনো আপদ-বিপদ আসে তবে তুমি তাকে সান্ত্বনা দাও; তোমার প্রতিবেশী মারা গেলে তুমি তার জানাজায় অংশ নাও; তোমার বাড়ির প্রাচীর এমন উঁচু করবে না যে তা প্রতিবেশীর বাড়িতে বায়ুপ্রবাহে বাধা হয়, এমনকি যদিও সে মত দেয়; তোমার বাড়িতে তৈরি করা সুস্বাদু ও দামি খাবারের ঘ্রাণ দিয়ে তাকে বিরক্ত বিব্রত করো না যদি না তার জন্য কিছু পাঠাও; যদি তাকে পাঠাতে না পারো তবে গোপনে খাও; খেয়াল রেখো, তোমার সন্তানেরা ভালো খাবার খেতে খেতে যেন প্রতিবেশীর বাড়ি না যায়, যেন তার সন্তানেরা দুঃখ না পায় (তাবারানি)।

আপনার প্রতিবেশীর জীবন, সম্মান-মর্যাদা এবং সম্পদ রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। এর কোনোটির লঙ্ঘন আপনার জন্য হারাম। তার জীবন অমূল্য সম্পদ। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কাউকে হত্যা ইসলামে কঠোর অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অবশ্য দুর্ঘটনাবশত মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষমা পেতে পারে।

মনে রাখবেন একজন অমুসলিমের জীবন একজন মুসলিমের জীবনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। রসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি (মুসলিম রাষ্ট্রের জিম্মাভুক্ত) কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে সে কখনও জান্নাতের সুবাস পাবে না এমনকি যদিও তা ৪০ বছরের দূরত্বে গিয়ে পৌঁছে তবুও (বুখারি, মুসলিম)।

www.pathagar.com

কাজেই অমুসলিমদের সম্পদ, মর্যাদা আর জীবন রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সবাই সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সমান দাবিদার। এটা আমাদের জন্য বর্তমান সময়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে আমরা এখন বহুধর্ম এবং বহু সংস্কৃতি বিশিষ্ট সমাজে বাস করছি এবং এক বিশাল সংখ্যক মুসলিম এর মাঝে এ বিষয়ে ভ্রান্তধারণা রয়েছে। রসুল সা. তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজের অনেক দারিদ্র্য আর অসুবিধার মাঝেও অমুসলিমদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন।

জীবজন্তুর অধিকার

জীব-জানোয়ারেরও অধিকার আছে, কারণ এরা সবাই আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত। সাহল ইবনে আমর বলেছেন : একবার রসুল সা. পথিমধ্যে একটি উট দেখলেন খাদ্যাভাবে যার পেট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যেসব পশু-পাখি কথা বলতে পারে না তাদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তারা যখন সুস্থ থাকে তখনই তাদের উপর চড়ো এবং সুস্থ অবস্থায়ই তাকে ভক্ষণ করো (আবু দাউদ)।

একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে বলা হয়েছে যে একজন মহিলা দোজখে গিয়েছিলেন একটি বিড়াল হত্যার জন্য; তিনি সেটিকে বেঁধে রেখেছিলেন যাতে তা অনাহারে মারা যায়; তিনি সেটিকে কিছু খেতে বা পান করতে দেননি; সেটিকে মুক্ত করে দেননি যাতে সে নিজের আহার জোগাড় করে খেতে পারে (বুখারি, মুসলিম)। রসুল সা. আরও বলেছেন, এক বারবণিতার মধ্যেও দয়ার মতো গুণ ছিল! তিনি দেখলেন একটি কুয়ার কাছে একটি কুকুর তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। তিনি তার চামড়ার মোজা তার মাথার স্কার্ফের সাথে বেঁধে তাতে করে কুকুরটির জন্য পানি এনে সেটিকে পান করালেন। এই কাজের জন্য তার অপরাধ মাফ করে দেওয়া হলো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রসুল, আমরা কি জীবজন্তুর প্রতি সদয় হওয়ার জন্যও সওয়াব পুরস্কৃত হবে? জবাবে রসুল সা. বললেন : যে কোনো জীবিত প্রাণীর সেবার জন্যই পুরস্কার পাওয়া যাবে (বুখারি, মুসলিম)।

সারসংক্ষেপ

সকল সৃষ্টজীব আল্লাহ তায়ালার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পরিবারের সদস্যদের দয়া ও সেবা করেন। অন্যের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, ব্যক্তির হক নষ্ট করার কোনো ক্ষমা নেই।

www.pathagar.com

আপনার নিজের প্রয়োজন পূরণের পর আপনার প্রথম দায়িত্ব আপনার পরিবারের প্রতি। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার পর আপনার উপর সবচাইতে বড় দায়িত্ব আপনার পিতা-মাতার প্রতি। আপনার স্ত্রী/স্বামীর প্রতি আপনার দায়িত্ব পূরণ করুন এবং আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে আপনার সন্তানদের যত্ন নিন। আপনার পার্শ্ববর্তী মুসলিমের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মনে রাখবেন যে, ইমানের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবাসা। উদ্যোক্তা (মালিক) হিসেবে সব সময় মনে রাখবেন যে আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর উপর আপনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। একইভাবে কর্মচারী (শ্রমিক) হিসেবেও আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার কাজ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে করা।

আখেরাতে আপনার ভাগ্য আরও নির্ধারিত হবে এটার ভিত্তিতে যে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আপনার প্রতিবেশীর উপর দায়িত্ব আপনি কীভাবে পালন করেছেন। রসুল সা. অমুসলিমদের প্রয়োজনের দিকে সবসময় বিশেষ খেয়াল রাখতেন, এমনকি মুসলিম সমাজের দারিদ্র সত্ত্বেও।

জীব-জানোয়ারেরও অধিকার আছে, কারণ তারাও আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন সেই সব প্রাণীর স্বার্থের বিষয়ে যারা কথা বলতে পারে না। তাদের উপর আরোহন করুন যখন তারা সুস্থ এবং তাদের গোশতও খাবেন যখন তারা সুস্থ্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে সক্ষম ও সচেতন করুন।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ

জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সেগুলো যা মানুষের জীবনের অর্থ এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। কুরআনে এ বিষয়ে বলে যে মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে তার যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে তার জীবনের মিশন সম্পন্ন করার জন্য।

> তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে পারেন তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম? (সুরা মুলক, ৬৭ : ২)।

কুরআন আরও বলে যে, পৃথিবীতে মানুষের কাজ হওয়া উচিত তার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে অনুযায়ী; শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য এবং ইবাদতের মাধ্যমে। এর মানে এই নয় যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী বরং মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মুখাপেক্ষী, তার নিজের পরিশুদ্ধি ও মুক্তির জন্য। মানব প্রকৃতি এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দাসত্বের উপযোগী নয়। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন চালনার মাধ্যমেই সে পৃথিবীতে কল্যাণ, সুখ ও সাফল্য পেতে পারে।

> আমি জ্বিন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কেনো রিজিক চাই না। এটাও চাই না যে তারা আমাকে খওয়াবে। আল্লাহ তায়ালা নিজেইতো রিজিকদাতা। মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত (সুরা জারিয়াত, ৫১ : ৫৬-৫৮)।

> মানুষকে যার জন্মের পূর্বে যার কোনো পরিচয়ই ছিল না সেই আল্লাহ তায়ালা দেখা ও শোনার জন্য চোখ এবং কান দিয়েছেন, কথা বলার জন্য ঠোঁট ও জিহ্বা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে সে সৎ এবং অসৎ এর পার্থক্য করতে পারে, এরই সাথে তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতাও দিয়েছেন (সুরা আদ দাহর, ৭৬ : ২; সুরা বালাদ, ৯০ : ৮-৯)

ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য। মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অবশ্যই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই জবাবদিহি হবে পৃথিবীর জীবনের শেষে এমন একজনের কাছে যিনি আমাদের

www.pathagar.com

জীবন দিয়েছেন এবং আমাদের যাবতীয় তৎপরতার রিপোর্ট যার কাছে আছে, যিনি সর্বশক্তিমান এবং ন্যায়পরায়ণ। কাজেই এমন সত্তার কাছেই সে তার অন্তরের অন্তস্থলে লুকায়িত গোপন ইচ্ছা থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার বা সাজা যাই প্রযোজ্য লাভ করবে।

> তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের খেলাচ্ছলে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না? অতএব মহিমাময় আল্লাহ তায়ালা যিনি প্রকৃত বাদশাহ প্রকৃত সত্য। তিনি ছাড়া কেউই প্রভু নেই, তিনি মহান আরশের মালিক (সুরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১৫-১১৬)।

অতএব একজন মানুষের চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ধারিত হবে আখেরাতে। যেই দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে প্রত্যেকের কাজের হিসেব নেওয়া হবে। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

> আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতি একবিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না (সুরা নিসা, ৪ : ৪০)।

> তোমরা যে যা করেছিলে তা নিজের সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার খোদা কারো প্রতি এক বিন্দু জুলুম করবেন না (সুরা কাহাফ, ১৮ : ৪৯)।

এভাবেই আমাদের জীবনের সব কাজ কর্মের রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দ্বারা সাধিত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম, আপাতঃতুচ্ছ ঘটনাও হাশরের ময়দানে পুণঃপ্রদর্শিত (Replayed) হবে। সেইদিনের বিচার হবে চূড়ান্ত, সেই বিচার থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সত্যাশ্রয়ী এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার হবে বেহেশত আর অকৃতজ্ঞ ও অসৎ লোকদের সাজা হবে দোজখের আগুনে।

> খোদাভীরু লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তার নিম্নদেশ হতে ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে! তার ফল-ফলাদি চিরন্তনের এবং ছায়া অবিনশ্বর। এটাই হচ্ছে মুত্তাকী লোকদের কর্মফল। আর সত্য অমান্যকারীদের পরিণতি এই যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন (সুরা আর রা'দ, ১৩ : ৩৫)।

আখেরাতের জীবনের পুরস্কার এবং শাস্তির বর্ণনা কুরআনে এত বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে যে কুরআনের এক চতুর্থাংশ জুড়ে শুধু আখেরাতের আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বস্তুত এই আখেরাতের দর্শন প্রচারই ছিল রসুল সা.-এর মিশন এবং এর অনুধাবনের মাঝেই আমাদের পৃথিবীর জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনের লক্ষ্য

আপাতদৃষ্টিতে একজন ব্যক্তি যে শুধুমাত্র পার্থিব জীবনকে সুখী করার জন্য কাজ করছে এবং আরেক যে আখেরাতে সুখ ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে এমন দু'জনের জীবনধারার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত নাও হতে পারে। কারণ উভয়েই পৃথিবীতে একটা মানসম্পন্ন জীবনযাপন করছেন। কিন্তু কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে উভয়ের জীবন ধারা এক হতে পারে না।

> এটা কি কখনো হতে পারে যে ব্যক্তি মুমিন (পরকালে বিশ্বাসী) সে ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে, যে ফাসেক ও দুষ্কর্মকারী? না! এই দু'জন সমান হতে পারে না (সুরা আস সাজদাহ, ৩২ : ১৮)।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, অবিশ্বাসী ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ এবং নফ্স এর তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সে কখনও ইমানদার লোকের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। অবিশ্বাসী ব্যক্তি এই ভেবে সন্তুষ্ট হতে পারে যে তার সকল পার্থিব খায়েশ তৃপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তার সকল অর্জনই সাময়িক।

> যে কেউ এই পৃথিবীতেই নগদ পেতে চায় তাকে আমি এখানেই দিয়ে দেই, যাকেই দিতে চাই। পরিণামে অতঃপর তার ভাগ্যে আমরা জাহান্নাম লিখে দেই (সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ১৮)।

অন্যদিকে সত্যিকার মুমিনও যদি কিছু পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ করে তখনও সে মনে রাখে যে তার আসল অর্জন হবে তখনই যখন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে বেহেশতে যাবে।

> যা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে পারতে। তোমাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে তাই চিরস্থায়ী হবে (সুরা নাহল, ১৬ : ৯৫-৯৬)।

বস্তুত জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে এই উপলব্ধিই পৃথিবীতে মুমিনের মানসিক শক্তিও নির্ভরতার উৎস। এই বোধ তাকে পৃথিবীতে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে। সুরা আল-ইসরায় বর্ণিত হয়েছে :

www.pathagar.com

> আর যে লোক পরকাল কামী এবং তার জন্য এমন চেষ্টা সাধনা করে যেমন করা দরকার, সে যদি মুমিন হয় তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা সাধনাই সাদরে গৃহীত হবে (সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ১৯)।

অতএব শুরু করুন! আজই, এখনই শুরু করুন আপনার আখেরাতের প্রস্তুতি! আপনার সময় ও স্বাস্থ্য কেন এমন জিনিস অর্জনে অপচয় করবেন যা অচিরেই ধ্বংস হবে বরং তাকে এমন জিনিস অর্জনে ব্যয় করুন যা আপনাকে দেবে চিরস্থায়ী সুখ এবং আনন্দ। আপনার যা কিছু সম্পদ ও সামর্থ্য আছে তা সেই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য বিনিয়োগ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যা কিছু সম্পদ দিয়েছেন যথা : আপনার শরীর, মন, পদমর্যাদা, সম্পদ এই সব কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করুন, পরকালের জন্য বিনিয়োগ করুন। মনে রাখবেন আপনার জীবনের লক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা।

মনে রাখবেন আপনার চূড়ান্ত নিবাস হচ্ছে আখেরাত। কিন্তু সেই আখেরাতের পাথেয় তৈরির ক্ষেত্র হচ্ছে এই দুনিয়া। প্রকৃতপক্ষে রসুল সা.-এর জীবন থেকে দেখা যায় যে, এই দুনিয়ার জীবন থেকে পালিয়ে নয় বরং এই জীবনে পূর্ণ অংশ নিয়েই আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। রসুল সা. এবং তাঁর সাহাবাগণ এই দুনিয়াকেই যথাযথভাবে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন আখেরাতের চিন্তা মাথায় রেখে। অতএব আপনাকেও দুনিয়ার জীবন এবং আখেরাতের ভাবনার মাঝে এই জটিল ভারসাম্য বজায় রেখে এগুতে হবে। রসুল সা. বলেছেন : এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা সহজ। কিন্তু যদি কেউ বেশি করে তবে সে বেশি পাবে। অতএব সর্বদা সঠিক পথে যথাযথভাবে চলো, সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাও (বুখারি)।

পরকালের বাস্তবতা

সেই ভাগ্যবান সাহাবাগণ যারা রসুলের পাশে বসে তাঁর মুখেই পরকালের কথা শুনেছেন, পরকাল তাদের কাছে এক বাস্তবতা হয়েই মূর্ত হয়েছিল। তাঁরা তাদের জীবনকে এমনভাবে চালিত করেছেন যেন তাঁরা পরকালকে দেখছেন। কখনও কখনও এসব বর্ণনা দেওয়ার সময় রসুল সা. দু'হাত সামনে বাড়িয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতেন; আবার কখনও দু'হাত এক করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেন। যখন সাহাবারা তাঁকে এমন করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন, যে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি সামনে জান্নাত দেখতে পেলেন; তিনি দু'হাত

www.pathagar.com

দিয়ে জান্নাতের ফল ধরতে চেষ্টা করলেন; তিনি বললেন, যদি তিনি সেই ফল আনতে পারতেন তবে তা গোটা দুনিয়ার মানুষকে খাওয়াবার জন্য যথেষ্ট হতো; জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি চোখের সামনে জাহান্নামের আগুন দেখতে পেলেন আর তা থেকে হাত সরিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। এভবেই রসুল সা.-এর কাছ থেকে জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব বর্ণনা লাভ সাহাবাদের জীবন ধারাকেই পাল্টে দিয়েছিল। তাদের সব চিন্তা, তৎপরতা, জীবনের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট অর্জনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। কুরআনে বারবার আমাদের জীবন গঠনে পরকালের অস্তিত্বকে এভাবে মনে গেঁথে নিতে বলা হয়েছে; রসুল সা. এভাবেই আমাদের শিখিয়েছেন আমরা যেন পরকালকে চোখের সামনে দৃষ্টিমান দেখে আমাদের চিন্তা, কাজ ও তৎপরতাকে পুনর্গঠিত করি।

মৃত্যু নিশ্চিত ও অনিবার্য

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণীকেই একটি নির্দিষ্ট আয়ু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> কোনো প্রাণীই খোদার অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লিখিত রয়েছে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৫)।

বস্তুত মৃত্যু হচ্ছে প্রত্যেক জীবনের জন্য অনিবার্য বাস্তবতা।

> প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)।

মৃত্যু যে শুধু অপ্রতিরোধ্য তাই নয় বরং মৃত্যুর স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারিত।

> কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি কামাই করবে, না কেউ জানে যে তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে (সুরা লোকমান, ৩১ : ৩৪)।

> যখন সেই সময় (মৃত্যুর সময়) এসে উপস্থিত হয় তখন তার এক মুহূর্ত আগে-পরে হতে পারে না (সুরা হিজর, ১৫ : ৬১)।

মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য। কাজেই এটাই উত্তম যে সেই প্রত্যাবর্তনের আগেই এই পৃথিবীতে আমরা তাঁর সন্তোষ অর্জন করতে পারি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে। এভাবেই আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগের আগেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারি।

www.pathagar.com

এই জীবনে যারা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলতে পারে না; আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না; তাদের জন্য জীবন শেষে চিরকাল আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। কুরআনে সতর্ক করে বর্ণিত হয়েছে,

> যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে পৌঁছাবে তখন সে বলতে শুরু করবে, হে আমার খোদা! আমাকে সেই দুনিয়াতে আবারো পাঠাও, আশা করি এখন থেকে আমি সৎপথে চলবো, কখনও নয়, এটা তো অর্থহীন একটি কথা মাত্র যা সে বলছে। এখন এদের (মৃত লোকদের) পেছনে একটি বরজখ (পর্দা/বাধা) আছে পরবর্তী জীবনের দিন (হাশর) পর্যন্ত। পরে যখন শিঙ্গা ফুঁকা হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না, আর না তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সেই সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেই লোক যারা নিজেদের মহাক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে (সুরা মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০৩)।

মানুষের পরকাল ভুলে যাওয়ার প্রবণতা

যদিও মৃত্যু অনিবার্য বাস্তবতা তবুও আমরা বারে বারেই ভুলে যাই আমাদের স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা। যদিও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা মানবিক, তবুও তা মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে জীবনের মিশন থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

> যে ব্যক্তি স্রষ্টার স্মরণ হতে গাফেল হয়ে জীবনযাপন করবে আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে যায় (সুরা আজ জুখরুফ, ৪৩ : ৩৬)।

জীবনের সব কাজে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চেয়ে এবং তাঁকে স্মরণ করে এই ভুলে যাওয়ার প্রবণতাকে জয় করা যায়। এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> যারা প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাদের অবস্থা এই যে, শয়তানের প্ররোচণায় কোনো খারাপ খেয়াল তাদের স্পর্শ করলেও তার সাথে সাথে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি তারা তা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় (সুরা আ'রাফ, ৭ : ২০১)।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও কুরআনে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চেয়ে এই দোয়া করতে বলা হয়েছে, হে আমাদের আল্লাহ তায়ালা, ভুল ভ্রান্তিবশত আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদের শাস্তি দিও না। হে রব, আমাদের উপর সেই বোঝা চাপিয়ে দিও না যেরূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে রব, যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আমাদের প্রতি রহমত নাজিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা-আশ্রয়দাতা। কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য দান করো (সুরা বাকারা, ২ : ২৮৬)।

মনে রাখবেন, অনিবার্য যে মৃত্যু তাকে ভয় করা বোকামি বরং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সেই অনিবার্য মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ। অতএব মৃত্যুকে ভয় নয় বরং মৃত্যু-সচেতন জীবনযাপন করা দরকার। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> নিজেদের হাতেই নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না (সুরা বাকারা, ২ : ১৯৫)।

বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার কোনো চেষ্টাই বিনা পুরস্কারে বিফলে যাবে না। অন্যদিকে নফ্সকে তুষ্ট করার জন্য সকল আয়োজনই অর্থহীন, নিষ্ফল। কাজেই নিজের সময়ের, সম্পদের অপচয় করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। সবকিছুকে আল্লাহ তায়ালার পথে নিয়োজিত করুন। রসুল সা. বলেছেন, মৃত্যুর পর আমাদের সৎকর্ম ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের সাথে কবরে যাবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, নিয়ত : মৃত্যুর স্মরণ আমাদের বস্তুবাদী হওয়া থেকে দূরে রাখবে। সেই মৃত্যুকে স্মরণ কর যা সমস্ত হাসি আনন্দকে বিনাশ করবে (তিরমিজি)। তিনি আমাদের জানাজায় শামিল হতে এবং মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করতে বলেছেন যাতে আমাদের মনে মৃত্যুর স্মরণ জাগ্রত থাকে।

রসুল সা. আমাদের আরও সতর্ক করেছেন যে, যদি আমরা শুধু পার্থিব স্বার্থ হাসিলেই ব্যস্ত থাকি তবে আমাদের জীবন হতাশায় ভরে যাবে। যারাই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিবে তারা আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ে চারটি খারাপ জিনিস ঢুকিয়ে দিবেন; এগুলো হচ্ছে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যা তাকে কখনও ছাড়বে না, এমন ব্যস্ততা যা থেকে সে কখনও মুক্তি পাবে না, দারিদ্র্যতা যা তাকে কখনও ছেড়ে যাবে না এবং এমন আশা যা কোনো দিনই সে পূরণ করতে পারবে না (তাবারানি)।

www.pathagar.com

এছাড়াও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে আখেরাতে কঠিনতম সাজা নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না এমনকি তাদের দিকে তাকাবেনও না। যদিও এই দুনিয়ায় তারা দাবি করবে যে তাদের আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস আছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসরণে তারা উদাসীন। হাশরের দিনে আল্লাহ তায়ালা এবং তাদের মাঝে এক প্রাচীর থাকবে। সেদিন তাঁর দয়া ও ক্ষমা সবদিকেই ধাবিত হবে শুধুমাত্র সেই হতভাগাদের দিক ছাড়া।

> আর যারা নিজেদের শপথ এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি সামান্য বা নগদ মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে, পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশই নির্দিষ্ট নেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন; আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন বরং তাদের জন্য থাকবে কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৭)।

■ আল্লাহ তায়ালার দয়া অন্বেষণ

পবিত্র আমল বা কর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমতের প্রাচুর্য আসবে না। নেক আমল করার মাধ্যমেই আপনি আল্লাহ তায়ালার দয়া পাওয়ার উপযুক্ত হতে যা ভবিষ্যতে আপনাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও জান্নাত হাসিলে সাহায্য করবে। আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকো, ভয় সহকারে এবং আশান্বিত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার রহমত নেক চরিত্রের লোকদের অতি নিকটে (সুরা আ'রাফ, ৭ : ৫৬)। আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউই শুধুমাত্র তার আমল এর গুণে নিজেকে রক্ষা (দোজখের আগুন থেকে) করতে পারবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা রসুল এমনকি আপনিও? রসুল সা. উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, এমনকি আমিও, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়ার গুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। কাজেই তোমরা যথাযথভাবে, আন্তরিকতার সাথে ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনে সকাল, দুপুর, রাতে সৎকাজ করো। সবসময় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করো। এভাবেই তোমরা সঠিক লক্ষ্যপানে পৌঁছতে পারবে (বুখারি, মুসলিম)। সব সময় মনে রাখবেন যে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশোধপ্রবণ কোনো প্রভু নন যে, সবসময় শাস্তি প্রদানে উৎসাহী বরং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দয়া ও ক্ষমার আঁধার। তিনি নিজেই বলেছেন :

www.pathagar.com

আমার রহমত সকল জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করে আছে (সুরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬)।

তিনি কীভাবে আমলনামায় আমাদের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব লেখেন সে প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা এভাবেই ভালো ও মন্দ কাজের হিসাব রাখেন। যদি কেউ কোনো ভালো কাজের নিয়ত করে কিন্তু অবশেষে সেটা যদি করতে না পারে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় একটি ভালো কাজ হিসেবে লিখে রাখেন। যদি সে একটি ভালো কাজের নিয়ত করে এবং অবশেষে কাজটি করে ফেলে তখন আল্লাহ তায়ালা তা দশ থেকে সাত'শ টি ভালো কাজ হিসেবে লিখে রাখেন। যদি কেউ একটি খারাপ কাজ করার পরিকল্পনা করে কিন্তু কাজটি না করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় একটি ভালো কাজের রেকর্ড রাখেন। যদি কেউ একটি খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং সেটা শেষপর্যন্ত করে তাহলে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় একটি খারাপ কাজের রেকর্ড রাখেন (বুখারি, মুসলিম)। কাজেই যতক্ষণ আমাদের কাজ ঠিক থাকবে এবং আমরা তাঁর দয়া অন্বেষণ করবো ততক্ষণ তাঁর দয়া আমাদের প্রতি থাকবে। রসুল সা. বলেছেন : দয়ার একশ ভাগ আছে; তার মধ্যে মাত্র একভাগ আল্লাহ তায়ালা মানুষ, জ্বিন, পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গের মাঝে বিতরণ করেছেন। এ জন্যই তারা পরস্পরের প্রতি দয়ালু, এ জন্যই বন্য প্রাণীরা তাদের বাচ্চদের হত্যা করে না। দয়ার বাকি নিরানব্বই ভাগ আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর বান্দাদের হাশরের ময়দানে দেখাবেন (বুখারি, মুসলিম)।

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা অনুসন্ধান

আল্লাহ তায়ালার পথে জীবন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে আমরা ভুল করবো না বা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যাবো না। হাদিসে বলা হয়েছে; সব আদম সন্তানই পাপী, কিন্তু তাদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা অনুশোচনা করে (তিরমিজি)। ইমাম বুখারি উদ্ধৃত করেছেন যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. যিনি ছিলেন সকল পাপের উর্ধ্বে তিনি প্রতিদিন ৭০ বার আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইতেন। কাজেই আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতিটি ক্ষুদ্র বা বড় পাপের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে মাফ চাইতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বলেন :

www.pathagar.com

> তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাও। অতঃপর তাঁর দিকেই অনুশোচনাসহ ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিবেন (সুরা হূদ, ১১ : ৫২)।

এভাবে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় ও আত্মা বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ থাকে, রসুল সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন কোনো মুমিন পাপ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। কিন্তু যদি সে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে মাফ চায় তবে তার হৃদয় আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে (অনুতাপবোধ ও ক্ষমা চাওয়া ছাড়া) একের পর এক পাপ করতে থাকে তবে সেই দাগ বাড়তে থাকে এবং একসময় পুরো হৃদয় ঢেকে ফেলে (আহমাদ, তিরমিজি)। আল্লাহ তায়ালা এই দাগের কথা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে :

> এই লোকদের দিলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গিয়েছে (সুরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ১৪)।

আমাদের ভুল বা অন্যায় যত বড়ই হোক আল্লাহ তায়ালা তার চাইতেও বড় দয়ালু মন নিয়ে আমাদের ক্ষমা করার জন্য আমাদের অনুতাপ প্রত্যাশা করেন। কাজেই কখনও আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইতে দেরি বা দ্বিধা করবেন না, এমনকি যে পাপ পুনঃপুন হয় তার জন্যও।

> হে আমার বান্দাগণ যারা নিজের নফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান (সুরা জুমার, ৩৯ : ৫৩)।

কাজেই যতক্ষণ ক্ষমা লাভের আশা আছে ততক্ষণ মানুষের ফিরে আসার চেষ্টা ও মুক্তির উপায় থাকছে। তবে স্মরণ রাখবেন যে উত্তম অনুশোচনা মানে হচ্ছে একই পাপে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় শপথ এবং ভবিষ্যতে ভালো করবার অঙ্গীকার। আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. বলেছেন, যেখানেই থাক সব সময় আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সচেতন থাক এবং তাঁকে ভয় করো। মন্দ কাজের সাথে সাথে ভালো কাজ করো যা মন্দ কাজকে ধুয়ে ফেলবে এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো (তিরমিজি)।

www.pathagar.com

■ আত্ম-সমালোচনা

রসুল সা. এহতেসাব বা আত্মসমালোচনার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেছেন। প্রত্যেকে তার দিন শুরু করে এবং তার আত্মাকে ব্যবসায় খাটায়। হয় সেটাকে মুক্ত করে অথবা এটাকে ধ্বংস করে (মুসলিম)। উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে হিসেব দেওয়ার আগে তুমি নিজের হিসেব নিয়ে নাও। এভাবে চূড়ান্ত হিসেব নিকেশের জন্য তৈরি হও।

প্রায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর এবং বিশেষভাবে ভোরে যখন আপনি একা এবং নিভৃতে আপনি আপনার হৃদয়ের কম্পনবোধ করেন তখনই আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চান। ফজর নামাজের সময়টি নিজেকে মূল্যায়ন করার এবং আগত দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এক উত্তম সময়।

ইমাম তিরমিজি উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুল সা. বলেছেন, হাশরের ময়দানে কোনো আদম সন্তান এক পা-ও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয় এই পাঁচটি প্রশ্ন হচ্ছে :

১. কোন চিন্তা এবং কাজে সে তার সময় ব্যয় করেছে?

২. তার মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কোন বিষয়ে ব্যয় করেছে?

৩. কোন পথে সে তার সম্পদ আয় করেছে?

৪. কোন পথে সে তার সম্পদ ব্যয় করেছে?

৫. সে যা হক বলে জানতো সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

এই পাঁচটি প্রশ্ন প্রতিদিন আপনি আত্মসমালোচনার সময় নিজেকে করতে পারেন। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা নিজেদের নৈতিক উন্নয়ন, খোদা সচেতনতা এবং তাঁর পথে কাজ করার ইচ্ছাশক্তি বাড়াতে পারি। এই আত্ম-বিশেণ্ঢষণ কর্মসূচি যদি আপনি নিয়মিত করেন তবে ধীরে ধীরে আপনি নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন।

মৃত্যুভয় জয় করা

যদিও হাশরের দিনটিকে ভয় করতে হবে, তবে মনে রাখতে হবে যে এটা আমাদের আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভের দিনও বটে। হজরত বিবি আয়েশা রা. উল্লেখ করেছেন যে রসুল সা. বলেছেন : যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা-ও তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন বিবি আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. এটা কি মৃত্যুকে অপছন্দ করার কারণে হয়, কারণ আমরা সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রসুল সা. বললেন, ঠিক তা নয়, বরং এটা হচ্ছে এই রকম যে, যখন কোনো ইমানদার বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার দয়া, তাঁর তুষ্টি এবং তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ শোনে তখন সে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুল হয়। আর আল্লাহ তায়ালাও তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চান। অন্যদিকে যখন কোনো কাফের তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা শোনে তখন সে আল্লাহ তায়ালার দেখা পেতে অপছন্দ করে, আল্লাহ তায়ালাও তার দেখা পেতে অপছন্দ করেন (মুসলিম)।

কাজেই, আমাদের সব নামাজে এবং দোয়ায় আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ-সান্নিধ্য লাভের আগ্রহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। রসুল সা. সবসময় এই দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ তায়ালা আমি আপনার কাছে পরকালে শান্তিময় জীবনের জন্য আবেদন করছি; আমি আপনার কাছে আপনার বরকতপূর্ণ মুখপানে তাকাবার সুযোগ লাভের এবং আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আবেদন করছি; যে কোনো কষ্ট বা এমন পরীক্ষা যা বিপথে নিয়ে যায় তা থেকে পানাহ চাচ্ছি; হে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইমানের বলে বলীয়ান করুন; আমাকে সত্য পথ প্রদর্শন করুন এবং সত্যপথে চালিত করুন (নাসায়ি)।

> এভাবে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভে আমাদের আগ্রহ আমাদের মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করবে, যেই ভয় একটি প্রাকৃতিক বাস্তবতা। এমনকি নবি মুসা আ. তাঁর লাঠি যখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে সাপ হয়ে গেল তা দেখে ভয় পেয়েছিলেন (সুরা ত্বহা, ২০ : ১৭-২৪)।

এই ভয়কে জয় করা যায় জিকির, সৎকাজ এবং হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি মনে রাখার মাধ্যমে।

> যে লোক আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য আশান্বিত হবে সে যেন নেক আমল করে এবং বন্দেগি ও দাসত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে অপর কাউকে শরিক বানিয়ে না নেয় (সুরা কাহাফ, ১৮ : ১১০)।

সারসংক্ষেপ

আমাদের জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। এটা হচ্ছে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা আমাদের আজই

www.pathagar.com

এবং এখনই নিতে হবে। এই একটি সিদ্ধান্ত আমাদের গোটা জীবনের চলার দিক ও লক্ষ্যের নির্দেশনা দেবে। যে পথের কথা বলা হয়েছে কুরআনে, যে পথে চলার উদাহরণ রেখে গেছেন মহানবি হজরত মুহাম্মদ সা.।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের যে জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছেন তাই হবে আমাদের এ পথে চলার সহায়ক। আমাদের মিশন যখন সফল হবে তখন আমরা দেখবো আমাদের দোয়ার জবাব আল্লাহ তায়ালা দিচ্ছেন, আমাদের প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য ও মদদ পাচ্ছি ঠিক যেমনটি তিনি বলেছেন :

> হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার অনুগত বান্দাদের মধ্যে শামিল হও আর আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো (সুরা ফজর, ৮৯ : ২৭-৩০)।

www.pathagar.com

সহপাঠ তালিকা

- *Way to the Quran* by Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester.
- *Let Us be Muslims* by Sayyid Abul Ala Mawdudi, translated and edited by Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester.
- *Sacrifice : The Making of a Muslim* by Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester.
- *The Islamic Movement Dynamics of Power, Change and Values* by Sayyid Abul Ala Mawdudi, translated and edited by Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester
- *Remembrance and Prayer : The Way of Prophet Mhammad* by Muhammad al-Ghazali, The Islamic Foundation, Leicester.
- *Inner Dimensions of Islamic Worship* by al-Ghazali, trans. by Marwan Ibrahim al-Kaysi, The Islamic Foundation, Leicester.
- *Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Adab* by Marwan ibrahim al-Kaysi, The Islamic Foundation, Leicester.
- *Lasting Prayers* by Ahmad Zald Hammad, Quranic Literary Society, Illinois.
- *To be a Muslim* by Fathi Yukon, merican Trust Publications, Indianapolis.
- *The Islamic Movement : Problems and Perspectives* by Fathi Yakn, American Trust Publications, Indianapolis.
- *Freedom and Responsibility in the Quranic Perspective* by Hassan al-Anani, American Trust publications, Indianapolis.
- *The Muslim Character* by Muhammad al-Ghazali, IIFSO, Kuwait.
- *Selected Prayers* by Jamal Badawi, Ta ha Publishers, London.
- *Islam the Natural Way* by Abdul Wahid Handel, MELS, London.

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া *পিএইচডি*

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	২৫০/-
ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৬০/-
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ	৩০০/-

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

উন্নয়ন ও ইসলাম	৩৫/-

এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান

ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	৭০/-

এম. রুহুল আমিন অনূদিত

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট	১০০/-

কাজী মোরতুজা আলী

ইসলামি জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	১৭৫/-

মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ	৬০/-

Prof. M. Raihan Sharif

Guidelines to Islamic Economics: Nature, Concept and Principles	৩০০/-

M. Zohurul Islam

Accounting Philosophy Ethics and Principles: The Islamic Perspective	২০০/-
Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration	২০০/-
An Analysis of the Development of Socio-Economic Development	১০০/-

M. Kabir Hasan *PhD*

On Openness, Integration and Economic Growth	২০০/-
Globalization and the Muslim World	৪০০/-

M. Azizul Huq

Profits Payout to Mudaraba Depositors (Bangladesh Perspective)	১০০/-

Masudul Alam Chowdhury

A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries	৩০০/-

Professor Dr. Muhammad Luqman (Edited)

Islamic Management: Islamic Perspective	২০০/-

Md. Golam Mohiuddin *PhD* **& Afroza Bulbul**

Islamization and Standardization of Knowledge...	১৩০/-

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলায়মান

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	৬০/-

www.pathagar.com

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৫০/-

আকরাম জিয়া আল উমরী *পিএইচডি*

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড) ১৫০/-

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড) ১৭০/-

আবদুর রশিদ মোতেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

তাহির আমিন

জাতীয়তাবাদ ও আর্ন্তজাতিকতাবাদ : উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম ১০০/-

মোহাম্মদ হাশিম কামালি

ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২৫০/-

মুহাম্মদ আল ব্যুরে *পিএইচডি*

প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামি প্রেক্ষিত ৩০০/-

জাফর ইকবাল

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

প্রফেসর আবদুন নুর

লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা ২৬০/-

অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা)

আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৬০/-

এম আবদুল আযিয *সম্পাদিত*

গণতন্ত্র ও ইসলাম ১০০/-

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ৮০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান *পিএইচডি* **ও প্রফেসর জেফরি লাং** *পিএইচডি*

বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান ৩০/-

আল্লামা খররুম জাহ্ মুরাদ

সুবহে সাদিক: আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা ১২০/-

মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও সমাজ পরিবর্তন ইসলামী কর্মকৌশল ২০০/-

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি *পিএইচডি*

ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা ১২০/-

Syed Sajjad Husain *PhD*

Civilization and Society ৩০০/-

A Young Muslim's Guide to Religions in the World ২০০/-

Shah Abdul Hannan

Social Laws of Islam ৪০/-

Md. Moniruzzaman

The Islamic Theory of Jihad and International System ২০০/-

M. Anisuzzaman ***PhD*** **& Prof. Zainul Abedin Majumder**

Leadership: Western and Islamic ৭০/-

www.pathagar.com

M. Zohurul Islam *FCA* (Editor)
Islamization of Academic Discipline ২০০/-

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*
মুসলিম মানসে সংকট ১৫০/-
মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট ২২৫/-

তারিক রমাদান
মুসলিমের ইউরোপ ১৫০/-
পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ ৩৩৫/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

এম এ কে লোদী সম্পাদীত
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন ১৫০/-

Muin-Ud-din Ahmad Khan *PhD*
Origin and Development of Experimental Science ১২০/-

Major Md. Zakaria Kamal
Man and Universe ২০০/-

Prof. Omer Hasan Kasule Sr. *PhD*
Medical Education: Islamic Perspective ২০০/-
Medical Ethics ৫০/-
মেডিকেল এথিক্স: ইসলামি দৃষ্টিকোণ ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মালিক বদরী *পিএইচডি*
অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা ৫০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*
নির্মাতাদের দ্বীপ ১২০/-
নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন ১২৫/-

আইআইআইটি স্টাইলশীট
লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড ৫০/-

Poet Farruk Ahmed
Islam in Bengali Verse ১০০/-

ছ. নারী বিষয়ক

আ. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৫০/-

www.pathagar.com

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড		২৫০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড (সাদা ২৫০)	অফসেট ⇨	৩০০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড		২০০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৪র্থ খণ্ড (সাদা ২৫০)	অফসেট ⇨	৩০০/-

জামাল আল বাদাবি *পিএইচডি*

মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	২৫/-

জ. ধর্মতত্ত্ব

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩ খণ্ড)	৩০০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

উসূলুল ফিক্হ	৭০/-
কুরআন ও সুন্নাহ : স্থান-কাল-প্রেক্ষিত	৫০/-
ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি	১৪০/-

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*

আত-তাওহীদ: চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	২০০/-

প্রফেসর রশীদ আহমদ জালন্ধরী *পিএইচডি*

তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	১০০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

জ্ঞানের ইসলামায়ন	৩০/-
ইসলামের দন্ডবিধি	২০/-

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী *পিএইচডি*

ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	২০০/-
জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রফেসর	৩০/-

প্রফেসর ইয়াসার কানদেমীর *পিএইচডি*

শিশুতোষ ৪০ হাদিস	১২০/-

প্রফেসর বেলাল হোসেন *পিএইচডি*

তাইসীরুত তাফসীর (সুরাহ আল-হুজরাত)	২৫০/-

জেফরি লাং

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব	২৪০/-

Professor Md. Athar Ali *PhD*

Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid	২৫০/-

Editorial Board

Selections From Akram Khan's Tafsirul Qur'an	১৭৫/-

Prof. Muin-ud-Din Ahmad Khan

Islamic Revivalism	২৫০/-

www.pathagar.com

Edited by : Abdun Noor & Mamtaj Uddin Ahmed

Classification and Integration of Knowledge in Islamic Epistemology ৬০০/-

Professor Israr Ahmad Khan *PhD*

Qur'anic and Hadith : Studies Critical Reflection on Some Issues ২৩০/-

ঝ. Journals (Half yearly)

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)
$ 20.00 Individual $ 30.00 Institution, Tk. ১৫০/-

International Journal of Islamic Thought (IJITs) ২০০/-

Textbooks

Business Studies Series

Financial Accounting : Conventional and Islamic Approach 400/-

Principles of Accounting : Conventional and Islamic Approach 300/-

Fundamental of Finance : Conventional and Islamic Approach 300/-

Financial Markets and Institutions : Conventional and Islamic Approach 350/-

Principles of Marketing : Conventional and Islamic Approach 350/-

Total Quality Management : Conventional and Islamic Approach 300/-

Human Science Series

Reading Shakespeare from Islamic Perspective 150/-

History of Islam : Prophet Muhammad (SAAS) and Khulafae Rashidin 250/-

Development of Muslim Art and Architecture in Bangladesh 350/-

Family Institution Social Welfare and Welfare Society 200/-

Communicative Arabic 200/-

Social Science Series

Fundamentals of Public Administration 250/-

Bengal from Partition to Partition, 1905 – 1947 250/-

Education Series

Introduction to Legal Theories 700/-

Application of Ethics in Morals, Manners and Laws 250/-

Law Series

Introduction to Value Education 200/-

www.pathagar.com

প্রকাশের অপেক্ষায়

জামাল আল বাদাবী এবং মুস্তফা তাজদীন
সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

ইউসুফ আল কারাযাবী
সুন্নাহর অনুগমন

জাস্টিস মোহাম্মদ তাকি ওসমানি
সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা

রফিক ইসা বিকুন
ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

মোহাম্মদ হাশিম কামালী
ইসলামি আইনের মূলনীতি

ইউসুফ হামিদ আল আলিম
ইসলামি শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য (১ম খণ্ড)

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি*
আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়ন

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি* **এবং জামাল আল বাদাবী** *পিএইচডি*
জ্ঞানের ইসলামিকরণ

ইব্রাহিম আহমদ উমর *পিএইচডি*
ইলম ও ঈমান

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি*
সমকালীন ইসলামি চিন্তা-দর্শনের বিবেচ্য বিষয়

ইউসুফ আল-কারদাভী *পিএইচডি*
ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনা

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
বিচারিক মন ও মনন

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আল্লামা খুররম জাহ্ মুরাদ উপমহাদেশের ইসলামি পুনর্জাগরণে এক প্রবাদ পুরুষ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই মনীষী ১৯৭০ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা কেন্দ্রের সচিব ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে সমৃদ্ধ হয়েছেন ইসলামি পুনর্জাগরণে নিবেদিত অনেক দায়িত্বশীল, যারা আজ এই উপমহাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামি জাগরণে ভূমিকা রাখছেন। তাঁর প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই ইতোপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা লাভ করেছে। মসজিদুল হারাম কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণে অবদানের জন্য তাঁর সম্মানে হারাম শরিফে একটি গেটের নাম দেয়া হয়েছে 'বাবে মুরাদ'।

বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর ১৯৯৩ সালে যুক্তরাজ্যে তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রদত্ত কতকগুলো ভাষণের সংকলন।

অনুবাদক পরিচিতি

ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি, ঢাকার বারডেম একাডেমি থেকে এমফিল এবং মালয়েশিরার ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স মালয়েশিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্ণালে এ পর্যন্ত তাঁর বিশটিরও বেশি মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইসলাম সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা সাতটি।

ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ ২০০৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স মালয়েশিয়া থেকে মেডিকেল এথিক্স এ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্নাস ও মাস্টার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি দুটো স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। **Ethics** এর উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ **IIIT, USA** থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN : 984-70103-0018-4
9 847010 300184

www.pathagar.com